ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১১

মাসিক
আত-তাহরীক
১৫তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
- ♦ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ০৩
(২৫/১৬ কিস্তি) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- ♦ জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১২
(৯ম কিস্তি) - মুযাফফর বিন মুহসিন
- ♦ কুরবানী : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ১৭
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- ♦ আল্লাহ্‌র নিদর্শন ২১
-রফীক আহমাদ
- ♦ কুরবানীর মাসায়েল ২৪
-আত-তাহরীক ডেস্ক
- ♦ আশূরায়ে মুহাররম ২৫
-আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **অর্থনীতির পাতা :** ২৭
- ♦ ইসলামের আলোকে হালাল রূযী
-ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

✡ **মহিলা ছাহাবী :** ২৯
- ♦ রায়হানা বিনতু শামঊন (রাঃ)
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

✡ **মনীষী চরিত :** ৩১
- ♦ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর *(শেষ কিস্তি)*
-নূরুল ইসলাম

✡ **কবিতা :** ৩৮
- ♦ কুরবানী ♦ কিসের ঈদ করব বল
- ♦ কেন অবশেষে? ♦ ঈদের খুশী

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

বুটের তলায় পিষ্ট মানবতা

২২ সেপ্টেম্বর '১১ বৃহস্পতিবার বিরোধী দলের ডাকা নিরুত্তাপ হরতালের দিন ঢাকায় নিরীহ দরিদ্র পথচারী হাসপাতাল কর্মী ইউসুফকে লাঠিপেটা করে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের পেট্রোল ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ হোসেনের বুট জুতায় দাবানো এবং নির্যাতিত যুবকটির পা ধরে আর্তনাদ ও কাতরানোর মর্মান্তিক দৃশ্য প্রায় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছাড়াও বিশ্বের ৮২টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একই দৃশ্য দেখা গেল এ ঘটনার মাত্র তিন দিনের মাথায় ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার ঢাকার রাজপথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল দমনকারী পুলিশের সহযোগী হিসাবে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারদের দ্বারা সহপাঠি আরেক ছাত্রকে একইভাবে মাটিতে চিৎ করে ফেলে গলায় ও মুখে জুতা দিয়ে মাড়িয়ে নির্যাতনে মৃতপ্রায় করে ফেলার মর্মন্তুদ দৃশ্য। হাঁ, ঐ পুলিশ ইন্সপেক্টরটির কোন শাস্তি হয়নি। বরং ভ্রাম্যমান আদালত নামক নতুন সৃষ্ট এক আজব ক্যাঙ্গারু কোর্ট 'পুলিশের কাজে বাধা দানের অপরাধে'(?) ঐ পথচারীকে এক বছরের দণ্ড দিয়ে তখনই কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে চিকিৎসায় ছেলেটি হয়তবা সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার উপরে নির্ভরশীল সংসারের অসহায় মানুষগুলির অবস্থা কেমন হবে বিজ্ঞ বিচারক তা কি একবার ভেবে দেখেছিলেন? ম্যাজিস্ট্রেট নামধারী ঐ ব্যক্তিটি, যিনি বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি বিচার করলেন, না অবিচার করলেন? তিনি ঐ অত্যাচারী পুলিশটাকে তো কোন দণ্ড দিলেন না। তাহ'লে কি তিনি বলতে চাচ্ছেন পুলিশকে সমানে নির্যাতন করার সুযোগ দেওয়াটাই হ'ল বিচার? আর তার নির্যাতনে আর্তনাদ করাটাই কি পুলিশের কাজে বাধা দান হিসাবে গণ্য? ধিক ঐ বিচারকের। তোমার বিচার যিনি করবেন, তিনি সবই দেখেছেন আরশ থেকে। তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ কখনোই যালেমকে বরদাশত করেন না। তবে তিনি বান্দাকে তওবা করার জন্য কিছুটা সুযোগ দেন মাত্র।

হে পুলিশ! তোমার দেহে যে পোশাক, তোমার হাতে যে অস্ত্র, তোমার পায়ে যে বুট জুতা, ওটার মালিক কে? হে উচ্চশিক্ষিত ছাত্র নামধারী ক্যাডার! যাকে তুমি পায়ের তলায় মাড়িয়ে উল্লাস করছ, ওটা কে? সে কি জনগণের অংশ নয়? যে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যাদের 'ভোট ও

ভাতের অধিকার' কায়েমের জন্য তোমরা রাতদিন মিছিল-মিটিং-হরতাল করে দেশ অচল করে থাক, সেই জনগণের সার্বভৌমত্ব আজ জনগণের বেতনভুক পুলিশের বুটের তলায় ও সরকারি ছত্রছায়ায় লালিত সন্ত্রাসীদের জুতার তলায় পিষ্ট হচ্ছে। দলীয় ক্যাডার ও পুলিশী নির্যাতন থেকে কেবল নিরীহ পথচারী নয়, সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ, সংসদ সদস্য, সংবাদকর্মী, জ্ঞানী-গুণী, আলেম-ওলামা ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। পুলিশ ও র‍্যাবের নির্যাতনে পঙ্গু ও মৃত্যু, ক্রসফায়ারে হত্যা, ঘুষ-দুর্নীতি, মিথ্যা মামলা, দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগেই হাজতের নামে মেয়াদবিহীনভাবে কারা নির্যাতন, রিম্যাণ্ড, ডাণ্ডাবেড়ী এগুলিই এখন গণতন্ত্রের নমুনা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য ইতিপূর্বের কথিত গণতান্ত্রিক সরকারও দেখিয়েছে। পার্থক্য কেবল ঊনিশ ও বিশের। দলীয় শাসনের যুপকাষ্ঠে সমাজের সর্বত্র এভাবেই আজ মানবতা পিষ্ট হচ্ছে। কেবল দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে কমবেশী একই অবস্থা বিরাজ করছে।

দেশের ও বিশ্বের সামগ্রিক চিত্র সামনে রাখলে ফলাফল একটাতেই এসে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এখন মানবতা পিষ্ট হচ্ছে মানুষ নামক কিছু অমানুষের হাতে। এরা সেযুগের ফেরাঊন-নমরূদকেও হার মানিয়েছে। প্রশ্ন হ'ল : এই পতিত দশা থেকে মানবতাকে বাঁচানোর উপায় কি?

প্রথমে পতনের কারণ সন্ধান করতে হবে। অতঃপর উত্তরণের পথ বের করা সহজ হবে। আমাদের মতে মানবতার এই পতনদশার মূল কারণ হ'ল 'বস্তুবাদ'। যা দুনিয়াকেই মানুষের সর্বশেষ ঠিকানা মনে করে। এই মতবাদীরা যেকোন মূল্যে দুনিয়াকে ভোগ করার জন্য তাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর তারা এখন তাই-ই করছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এরা মানুষের সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। মানুষকে এরা সাধারণ পশুর ন্যায় মনে করে। তাই মানুষকে অপমান করতে ও অত্যাচার করতে এদের তৈরী করা আইনে ও বিবেকে বাঁধে না। ফলে মানুষকে পায়ের তলে পিষ্ট করতে ও যুলুম করতে এদের হৃদয় কাঁপে না।

উপরোক্ত কারণ দু'টি সামনে রেখে এর প্রতিষেধক হ'ল দু'টি। **এক**- মানুষের বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন আনতে হবে যে, ক্ষণিকের এ জীবনই শেষ নয়, চিরস্থায়ী পরকালীন জীবন সামনে অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর পরেই যার সূচনা হবে। যেখানে এ জীবনের সকল কাজের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। এ বিশ্বাস মযবুত না হওয়া পর্যন্ত বস্তুবাদী হিংস্রতা থেকে বিশ্ব কখনোই মুক্তি পাবে না। **দুই**- মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা। সকল সৃষ্টিজগত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। ধনী-গরীব সবাই এক আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। অতএব মানুষের উপর মানুষের কোন প্রাধান্য নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত। অর্থাৎ যিনি যত বেশী আল্লাহভীরু ও আখেরাতমুখী হবেন, তিনি তত বেশী শয়তান থেকে দূরে থাকবেন। আর তার হাতেই মানবতা নিরাপদ থাকবে। একারণেই তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর একারণেই সবার উপরে তার প্রাধান্য।

আল্লাহ্র এ বিধান মেনে নিতে হবে যে, মানুষ মানুষের ভাই। তারা একে অপরকে যুলুম করবে না, লাঞ্ছিত করবে না, অপমান করবে না। তাদের পরস্পরের জন্য তিনটি বস্তু হারাম। তার রক্ত, তার মাল ও তার সম্মান। সে তার অপর ভাইয়ের জন্য সেটাই ভালবাসবে, যেটা সে নিজের জন্য ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ কখনো ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ)*। তিনি বলেন, দয়াশীলদের প্রতি অসীম দয়ালু আল্লাহ রহম করে থাকেন। অতএব হে যমীনবাসীগণ! তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না ও বড়দের অধিকার বুঝে না, সে ব্যক্তি মুসলমান নয়' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমাদের বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি'। 'যেদিন আমরা প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব আমলনামা সহ আহ্বান করব। অতঃপর যে ব্যক্তি ডানহাতে আমলনামা নিয়ে হাযির হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্যতম যুলুম করা হবে না'। 'কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ ছিল, সে ব্যক্তি আখেরাতেও অন্ধ হবে এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে' *(ইসরা ৭০-৭২)*।

অতএব সমাজনেতা, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা যিনি যেখানেই থাকুন না কেন হিংসা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ঘৃণ্য মানসিকতা পরিহার করে সর্বত্র মানবতাকে সমুন্নত করার প্রত্যয় গ্রহণ করুন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিঃস্বার্থ মানবসেবার মাধ্যমে সমাজকে শান্তিময় করে গড়ে তোলার শপথ নিন! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৬ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

মুহাজির মহিলাদের ফেরৎ দানে অস্বীকৃতি :

এই সময় মক্কা হ'তে বেশ কিছু মুমিন মহিলা আগমন করলেন, যারা মদীনায় হিজরত করতে চান। তাদের অভিভাবকগণ তাদের ফেরৎ নিতে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, সন্ধিচুক্তিতে পুরুষ মুহাজিরের কথা বলা আছে, মহিলাদের কথা নেই। কেননা চুক্তির ভাষ্য হ'ল এই যে, وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا 'আমাদের মধ্যকার কোন পুরুষ (رجل) যদি আপনার নিকটে আসে, সে আপনার দ্বীনের উপরে হ'লেও তাকে আপনি ফেরৎ দিবেন'।[১] এখানে মহিলাদের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। একই সময়ে উক্তরূপ মহিলা মুহাজিরদের সম্পর্কে সূরা মুমতাহিনা ১০ আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, এইসব মুহাজির মহিলাগণকে পরীক্ষা করো। পরীক্ষায় সত্যিকারের মুমিন প্রমাণিত হ'লে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফেরৎ দিয়ো না। কেননা কাফেরগণ তাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর ঐসব মহিলাদেরকে যথাযথভাবে মোহর দানের মাধ্যমে মুমিনদের সাথে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয় *(মুমতাহিনা ৬০/১২)*। উক্ত আয়াত নাযিলের ফলে হযরত ওমর (রাঃ) মক্কায় তাঁর দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। যারা পরে একজন মু'আবিয়ার সাথে, অন্যজন ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে বিবাহিতা হন।

সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের বিষণ্ণতা ও রাসূলের সাথে হযরত ওমরের বিতর্ক : হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির দু'টি বিষয় মুসলিম কাফেলার অন্তরে দারুণভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা তাদের হৃদয়কে দুঃখে ও বেদনায় ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। এক- রওয়ানা হবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ গমন করব ও তাওয়াফ করব। অথচ এখন তিনি তা না করেই ফিরে যাচ্ছেন। দুই- তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি সত্যের উপরে আছেন। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা দিয়েছেন। তাহ'লে কুরায়েশদের চাপে তিনি কেন এরূপ হীন শর্তে সন্ধি করলেন।

বলা বাহুল্য উসায়েদ বিন হুযায়ের, সা'দ বিন উবাদাহ, সাহল বিন হুনায়েফ এবং অন্যান্য সকলের অনুভূতির মুখপাত্র স্বরূপ ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত বাদানুবাদ করেন। ওমর বলেন, হে রাসূল! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ 'আমরা কি হক-এর উপরে দণ্ডায়মান নই? এবং কাফিররা বাতিলের উপরে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ।[২] ওমর বললেন, أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ 'আমাদের নিহতেরা কি জান্নাতে নয়? এবং তাদের নিহতেরা জাহান্নামে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হাঁ। ওমর বললেন, তাহ'লে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দেব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ পাক এখনো আমাদের ও তাদের মাঝে কোনরূপ ফায়ছালা করেননি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি তাঁর অবাধ্যতা করি না। তিনি আমার সাহায্যকারী এবং তিনি কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না'। ওমর বললেন, আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা আল্লাহ্র ঘরে গমন করব ও তাওয়াফ করব'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা এবছরই সেটা করব'? ওমর বললেন, না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ঘরে আসবে ও তাওয়াফ করবে'।

অতঃপর ওমর (রাঃ) রাগতঃভাবে বেরিয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন ও একইরূপ অভিযোগ করলেন। তিনিও তাকে রাসূলের ন্যায় জবাব দিলেন এবং আরও বললেন, فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوْتَ فَوَاللهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ 'আমৃত্যু তাঁর রাস্তা কঠিনভাবে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই হক-এর উপরে আছেন'।[৩] এর মাধ্যমে আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানী নিষ্ঠা ও অবিচলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরপরে মদীনায় ফেরার পথে কুরাউল গামীম (كراع الغميم) পৌঁছলে সূরা ফাৎহ-এর পথম আয়াতগুলি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا 'আমরা আপনাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি'। রাসূল (ছাঃ) ওমরের নিকটে লোক পাঠিয়ে আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন। তখন ওমর এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি বিজয় হ'ল'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। তখন তিনি খুশী হ'লেন ও ফিরে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) তার বাড়াবাড়ির কারণে দারুণ লজ্জিত হ'লেন। তিনি বলেন যে, আমি এজন্য অনেক নেক আমল করেছি। সর্বদা ছাদাক্বা করেছি, ছিয়াম রেখেছি, নফল ছালাত আদায় করেছি, দাস-

---

১. *বুখারী হা/২৭৩২।*

২. *বুখারী হা/২৫২৯।*

৩. *বুখারী হা/২৫২৯; আর-রাহীক্ব ১/৩০৯।*

দাসী আযাদ করেছি- শুধু ঐদিন ঐকথাগুলি বলার গোনাহ্র ভয়ে। এখন আমি মঙ্গলের আশা করছি'।[৪] এভাবে ২৮০ মাইল দূর থেকে এহরাম বেঁধে এসে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে থাকতে ফিরে যেতে হ'ল। অথচ কা'বা গৃহ এমন একটি স্থান যেখানে পিতৃহন্তা আশ্রয় নিলেও তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু আড়াই হাযার বছর থেকে চলে আসা এই রেওয়াজ রাসূল ও তাঁর সাথী মুসলমানদের জন্য ভঙ্গ করা হ'ল এবং তাদেরকে কা'বা গৃহ যেয়ারতে বাধা দেওয়া হ'ল। শান্তির বৃহত্তর স্বার্থে রাসূল (ছাঃ) তা মেনে নিলেন।

হোদায়বিয়া সন্ধির গুরুত্ব ও রাসূলের শান্তিপ্রিয়তা :

১। হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল মুসলমানদের জন্য স্পষ্ট বিজয়। কারণ- ইতিপূর্বে কুরায়েশরা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও পার্থিব নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারী বলে সর্বদা গর্ব অনুভব করত। আর সেকারণে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শক্তিকে তারা আমলেই নিত না। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে তারা এই প্রথম রাসূলের নেতৃত্বে মদীনার ইসলামী শক্তিকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দিল। চুক্তির তৃতীয় ধারাটির মাধ্যমে একথাটি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে।

২। আগামী দশ বছরের জন্য 'যুদ্ধ নয়' চুক্তিটাই ছিল প্রকৃত অর্থে মুসলিম শক্তির জন্য 'স্পষ্ট বিজয়' (فَتْحٌ مُبِيْنٌ)। কেননা সর্বদা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলে কোন আদর্শই যথার্থভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই চুক্তির ফলে কাফিরদের সাথে যোগাযোগ সহজ হয় এবং তাদের মধ্যে দ্বীনের তাবলীগের পথ খুলে যায়। এতে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অতএব নির্বিঘ্ন প্রচারের সুযোগ লাভের স্বার্থে এবছর ওমরাহ না করে ফিরে যাবার মত হীনতামূলক শর্ত মেনে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শান্তিপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এতে ফল হ'ল এই যে, পরের বছর ক্বাযা ওমরাহ করার সময় ২০০০ এবং দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় ১০,০০০ মুসলমান রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন।

৩। যুদ্ধই যে সবকিছুর সমাধান নয়, বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য, এর প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শক্তিশালী অবস্থানে থেকেও এবং কুরায়েশদের উসকানি সত্ত্বেও সর্বদা যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছেন এবং সবশেষে নিজেই অগ্রণী হয়ে হযরত ওছমানকে কুরায়েশ নেতাদের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। এর দ্বারা ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং তিনি যে বিশ্ব মানবতার জন্য শান্তির দূত (رحمة للعالمين) হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত পুরুষ *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*, তিনি সেটারই স্বাক্ষর রেখেছেন। কেননা মুসলমান তার জীবন ও সম্পদ সবকিছুর বিনিময়ে দুনিয়াতে স্রেফ আল্লাহ্র খেলাফত ও তাঁর বিধানাবলীর প্রতিষ্ঠা দেখতে চায়। গণীমত লাভ বা বাদশাহী করা তাদের জীবনের লক্ষ্য নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেন,

شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی-

'মুমিনের লক্ষ্য হ'ল শাহাদাত লাভ করা। গণীমত বা বাদশাহী লাভ করা নয়'।[৫]

৪। প্রথম দফাটি মুসলিম পক্ষের জন্য অবমাননাকর মনে হ'লেও এতে পরের বছর নিরাপদে ওমরাহ করার গ্যারান্টি ছিল। এর মাধ্যমে রাসূলের স্বপ্ন স্বার্থক হবার সুযোগ লাভ হয়।

৫। হোদায়বিয়ার সন্ধির চার দফা চুক্তির মধ্যে কুরায়েশগণ মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে সুযোগ দানের বিনিময়ে নিজেরা মাত্র একটি সুযোগ লাভ করে। মুসলমানদের তিনটি সুযোগ হ'ল : পরের বছর ওমরাহ করার নিশ্চয়তা, আগামী দশ বছর যুদ্ধ না করা এবং সাধারণ আরব গোত্রগুলিকে মুসলিম পক্ষে যোগদানের সুযোগ প্রদান। পক্ষান্তরে কুরায়েশরা সুযোগ লাভ করেছিল কেবল চতুর্থ দফার মাধ্যমে। যাতে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ পালিয়ে গিয়ে মুসলিম পক্ষে যোগ দিলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল নিতান্তই গুরুত্বহীন। কেননা এভাবে প্রকাশ্যে যারা হিজরত করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তারা এটা করে। আবু জান্দাল, আবু বাছীর প্রমুখের ঈমানী জাযবাকে এই চুক্তি দিয়ে আটকে রাখা যায়নি। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রোপকুলে পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে দল গঠন করে ও কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলার জন্য প্রতিবন্ধক ও কঠিন হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই ধারাটি অবশেষে কুরায়েশদের বিপক্ষে চলে যায় এবং তারা মদীনায় গিয়ে উক্ত ধারা বাতিলের আবেদন জানায় ও মুসলমানদের মদীনায় ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানায়। কার্যতঃ চুক্তির ৪র্থ ধারাটি বাতিল গণ্য হয়। উল্লেখ্য যে, আবু জান্দালকে মক্কায় বন্দী করার পরিণাম ফল এই হয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যেই সেখানে প্রায় তিন শতাধিক লোক ঈমান এনেছিল। পরের বছর অর্থাৎ ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে ওছমান বিন তালহা, খালেদ ইবনু ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল আছ-এর মত ব্যক্তিগণ মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। মসজিদে নববীতে এঁদের দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, ان مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها 'মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে আমাদের কাছে সমর্পণ করেছে'।[৬] এছাড়াও গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা ছিল অগণিত। যারা মক্কা বিজয়ের পরে

৪. *ফাৎহুল বারী ৭/৪৩৯-৪৫৮।*

৫. *আর-রাহীক্ব, উর্দূ পৃঃ ৫৬০।*

৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২২৯।*

নিজেদের প্রকাশ করেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ফলাফলের বিচারে পুরা চুক্তিটিই মুসলমানদের পক্ষে চলে গেছে। এর মাধ্যমে রাসূলের গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। হোদায়বিয়ার সন্ধি তাই নিঃসন্দেহে ছিল 'ফাৎহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয়। যা শুরুতে ওমরের মত দূরদর্শী ছাহাবীরও বুঝতে ভুল হয়েছিল।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১। যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য কিছু ছাড় দিয়ে হ'লেও সর্বদা সন্ধির পথে চলাই হ'ল ইসলামের নীতি।

২। সংগঠনের আমীর হবেন শান্তিবাদী এবং সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

৩। আমীরের কোন সিদ্ধান্ত কর্মীদের মনঃপুত না হ'লে ছবর করতে হবে এবং তা মেনে নিতে হবে।

৪। সর্বদা আমীরের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। যৌথ নেতৃত্ব বলে ইসলামে কিছু নেই।

৫। মহিলারা পুরুষের উপরে নেতৃত্ব না দিলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল ব্যাপারে তাদের উত্তম পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণীয়। যেমন হোদায়বিয়ার সন্ধির পর উম্মে সালামাহ্‌র একক পরামর্শ রাসূল (ছাঃ) গ্রহণ করেন, যা সবচেয়ে ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়।

খায়বর যুদ্ধ

(৭ম হিজরীর মুহাররম মাস)

রওয়ানা: হুদায়বিয়ার সন্ধি শেষে মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূরা যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসের অর্ধাংশ এখানে অবস্থান করেন। অতঃপর মুহাররম মাসের শেষভাগে কোন একদিন খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তিনটি শক্তি- কুরায়েশ, বনু গাত্বফান ও ইহুদী- এগুলির মধ্যে প্রধান কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বনু গাত্বফান ও বেদুঈন গোত্রগুলি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাকী রইল ইহুদীরা। যারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে ৬০ বা ৮০ মাইল উত্তরে খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র করে। বরং বলা চলে যে, খায়বর ছিল তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তাই এদেরকে দমন করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে যাতে কোন মুনাফিক যেতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ পূর্বেই আয়াত নাযিল করেন *(ফাৎহ ৪৮/১৫)*। তাছাড়া এ যুদ্ধে যে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করবে এবং প্রচুর গনীমত লাভ করবে, সে বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী নাযিল হয়েছিল *(ফাৎহ ৪৮/২০)*। ফলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র ঐ সকল সাথীকে সঙ্গে নিলেন, যারা হোদায়বিয়ার সফরে 'বায়'আতুর রিযওয়ানে' শরীক ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। এঁদের সাথে ২০ জন মহিলা ছাহাবী ছিলেন। যারা আহতদের সেবা-যত্নে নিযুক্ত হন। আল্লাহ পাকের এই আগাম হুঁশিয়ারীর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের সঙ্গে ইহুদীদের সখ্যতা ছিল বহু পুরাতন। তাই তারা যুদ্ধে গেলে তারা বরং ইহুদীদের স্বার্থেই কাজ করবে, যা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর চরম ভাবে ক্ষতি করবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রওয়ানা দেবার কয়েকদিন পরেই আবু হুরায়রা (রাঃ) মুসলমান হয়ে মদীনায় আসেন এবং পরে খায়বর যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি যখন খয়বর পৌঁছেন, তখন যুদ্ধে বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাঁকে গনীমতের অংশ দেওয়া হয়।

মুনাফিকদের অপতৎপরতা :

রাসূলের খায়বর অভিযানের গোপন খবর মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আগেভাগেই তাদের জানিয়ে দিয়ে পত্র পাঠায়। তাতে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, তোমরা অবশ্যই জিতবে। কেননা মুহাম্মাদের লোকসংখ্যা অতীব নগণ্য এবং তারা প্রায় রিক্তহস্ত '। খয়বরের ইহুদীরা এই খবর পেয়ে তাদের মিত্র বনু গাত্বফানের নিকটে সাহায্য চেয়ে লোক পাঠায়। তাদেরকে বলা হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে খয়বরের মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদেরকে দেওয়া হবে'। উক্ত লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে বনু গাত্বফানের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খয়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিছু দূর গিয়েই তারা পিছন দিকে শোরগোল শুনে ভাবল, হয়তবা মুসলিম বাহিনী তাদের সন্তানাদি ও পশুপালের উপরে হামলা চালিয়েছে। ফলে তারা খয়বরের চিন্তা বাদ দিয়ে স্ব স্ব গৃহ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহ্‌র অদৃশ্য সাহায্য। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের ব্যাপারে তারা দারুণ ভীত ছিল। কেননা ইতিপূর্বে তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। এরপর সম্প্রতি কুরায়েশরা মুসলমানদের সঙ্গে হোদায়বিয়ায় সন্ধি চুক্তি করেছে। তাতে মুসলিম ভীতি আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

খায়বরের পথে রাসূল :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধ কৌশল বিবেচনা করে উত্তর দিকে সিরিয়ার পথ ধরে খায়বর অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাতে বনু গাত্বফানের পক্ষ থেকে ইহুদীদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করা যায় এবং ইহুদীরাও এপথে পালিয়ে যাবার সুযোগ না পায়।

পথিমধ্যের ঘটনাবলী :

(১) আমের ইবনুল আকওয়ার কবিতা পাঠ : সালামা ইবনুল আকওয়া' (سلمة بن الأكوع) বলেন, খায়বরের পথে আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি (আমার চাচা) আমের ইবনুল আকওয়া' (عامر بن الأكوع)-কে বলল, يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ 'হে আমের! তুমি কি আমাদেরকে তোমার অসাধারণ কাব্যকথা কিছু শুনাবে

না? আমের ছিলেন একজন উঁচুদরের কবি। একথা শুনে তিনি নিজের বাহন থেকে নামলেন ও নিজ কওমের জন্য প্রার্থনামূলক কবিতা বলা শুরু করলেন।-

اللهم لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا

'হে আল্লাহ! যদি তুমি অনুগ্রহ না করতে, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না। ছাদাক্বা করতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না'।

فاغفر فِدَاءً لك ما اتَّقَيْنا * وَثَبِّت الأقدام إن لاقينا

'আমরা তোমার জন্য উৎসর্গীত। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর যতক্ষণ আমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করি'। তুমি আমাদের পদগুলিকে দৃঢ় রেখো যদি আমরা যুদ্ধের মুকাবিলা করি'।

وأَلْقِيَنْ سكينةً علينا * إنا إذا صِيحَ بنا أبينا

'আমাদের উপরে তুমি 'সাকীনাহ' নামক বিশেষ শান্তি বর্ষণ কর। আমাদেরকে যখন ভয় দেখানো হয়, আমরা তখন তা অস্বীকার করি'। وبالصياح عَوَّلُوا علينا 'আর ভয়ের সময় লোকেরা আমাদের উপরে ভরসা করে থাকে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, من هذا السائق 'এই চালকটি কে'? লোকেরা বলল, আমের ইবনুল আকওয়া'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يرحمه الله 'আল্লাহ তার উপরে রহম করুন'। তখন একজন ব্যক্তি বলল, وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به 'তার উপরে তো শাহাদাত ওয়াজিব হয়ে গেল হে আল্লাহ্র নবী! যদি আপনি তার দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতেন'![৭]

অর্থাৎ যদি তার হায়াত বৃদ্ধির জন্য আপনি দো'আ করতেন'। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারু জন্য 'মাগফেরাতে'র দো'আ করলে তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত হ'তেন। আর খায়বর যুদ্ধে সেটাই বাস্তবে দেখা গেছে আমের ইবনুল আকওয়া'-র শাহাদাতের মধ্য দিয়ে।

(২) জোরে তাকবীর ধ্বনি করার নিষেধাজ্ঞা : পথিমধ্যে একটি উপত্যকা অতিক্রম করার সময় ছাহাবীগণ জোরে জোরে তাকবীর ধ্বনি করতে থাকেন (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ)। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, أربعوا على أنفسكم 'তোমরা নরম কণ্ঠে বল'। কেননা إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً إنكم تدعون سمعياً قريباً– 'তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। বরং তোমরা ডাকছ একজন সদা শ্রবণকারী ও সদা নিকটবর্তী সত্তাকে'।[৮]

তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি করা জায়েয আছে। যেমন বদর যুদ্ধে বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে ছাহাবায়ে কেরাম তাকবীর ও তাহলীলের শব্দে মদীনা মুখরিত করে তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে ফিরে আসা দলটি বাক্বী'এ গারক্বাদে পৌঁছে জোরে তাকবীর ধ্বনি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও পাল্টা তাকবীর ধ্বনি করেন। খায়বরের ঘটনায় সম্ভবতঃ যুদ্ধের কৌশলগত কোন কারণ থাকতে পারে।

(৩) কেবল ছাতু খেলেন সবাই : খায়বরের সন্নিকটে 'ছাহবা' (الصهباء) নামক স্থানে অবতরণ করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি খাবার চাইলেন। কিন্তু কেবল ছাতু পাওয়া গেল। তিনি তাই মাখাতে বললেন। অতঃপর তিনি খেলেন ও ছাহাবায়ে কেরাম খেলেন। অতঃপর শুধুমাত্র কুলি করে একই ওযুতে মাগরিব পড়লেন। অতঃপর এশা পড়লেন।[৯] এটা নিঃসন্দেহে রাসূলের একটি মু'জেযা, যেমনটি ঘটেছিল ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধে পেটে পাথর বাঁধা ক্ষুধার্ত নবী ও তাঁর ছাহাবীগণের খাদ্যের ব্যাপারে।

খায়বরে উপস্থিতি :

রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি ছিল কোথাও যুদ্ধের জন্য গেলে আগের দিন রাতে গিয়ে সেখানে অবস্থান নিতেন। অতঃপর সকালে হামলা করতেন। খায়বরের ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তবে শিবিরের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে অভিজ্ঞ যুদ্ধ বিশারদ ছাহাবী হুবাব ইবনুল মুনযিরের (حباب بن المنذر) পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়ে খায়বরের এত নিকটে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন, যেখান থেকে শহর পরিষ্কার দেখা যায়। তার কিছু পূর্বে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে প্রাণভরে দো'আ করলেন- اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، 'হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ ও যেসবের উপরে এর ছায়া রয়েছে তার প্রভু, সপ্ত যমীন ও যেসব কিছুকে সে উঠিয়ে রেখেছে তার প্রভু এবং শয়তান সমূহ ও যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রভু-

نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية، وشر أهلها، وشر ما فيها–

৭. *বুখারী হা/৪১৯৬; মুসলিম হা/১৮০২।*

৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩।*
৯. *ওয়াকেদী, মাগাযী পৃঃ ২১২।*

'আমরা তোমার নিকটে এই জনপদের কল্যাণ সমূহ, এর বাসিন্দাদের কল্যাণ সমূহ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই জনপদের অনিষ্টতা হ'তে, এর বাসিন্দাদের অনিষ্টতা হ'তে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর অনিষ্টতা হ'তে'।[১০] অতঃপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, أقدموا، بسم الله 'আগে বাড়ো, আল্লাহ্র নামে'। অতঃপর খায়রের সীমানায় প্রবেশ করে শিবির সন্নিবেশ করলেন।

খায়বরে অবস্থান :

মদীনা হ'তে ৬০ অথবা ৮০ মাইল উত্তরে খায়বর একটি বড় শহরের নাম। শহরটি অনেকগুলি দুর্গবেষ্টিত এবং চাষাবাদ যোগ্য জমি সমৃদ্ধ। খায়বরের জনবসতি দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত। প্রথম অঞ্চলটিতে ৫টি দুর্গ এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটিতে ৩টি দুর্গ ছিল। প্রথম অঞ্চলটি দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম 'নাত্বাত' (نطاة)। এ ভাগে ছিল সবচেয়ে বড় 'নায়েম' (ناعم)-সহ তিনটি দুর্গ এবং আরেক ভাগের নাম 'শাক্ব' (الشق)। এভাগে ছিল বাকী দু'টি দুর্গ। অন্য অঞ্চলটির নাম 'কাতীবাহ' (شطر الكتيبة)। এ অঞ্চলে ছিল প্রসিদ্ধ 'ক্বামূছ' (حصن القموص) দুর্গসহ মোট ৩টি দুর্গ। দুই অঞ্চলের বড় বড় ৮টি দুর্গ ছাড়াও ছোট-বড় আরও কিছু দুর্গ ও কেল্লা ছিল। তবে সেগুলি শক্তি ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে উপরোক্ত দুর্গগুলির সমপর্যায়ের ছিল না। খায়বরের যুদ্ধ মূলতঃ প্রথম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অঞ্চলের দুর্গ তিনটি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধ শুরু ও নায়েম দুর্গ জয় :

রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لأعطين الراية غـــدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبــه الله ورســـوله– 'কাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন'।[১১] সকালে সবাই রাসূলের দরবারে হাযির হ'লেন। প্রত্যেকের ধারণা পতাকা তার হাতে আসবে। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, أين على بن أبي طالـــب؟ 'আলী কোথায়'? সবাই বলল, চোখের অসুখের কারণে তিনি পিছনে পড়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فأرسلوا إليـــه 'তার কাছে লোক পাঠাও'। অতঃপর তাকে আনা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য সুস্থতার দো'আ করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে সুস্থ হ'লেন যেন ইতিপূর্বে তার চোখে কোন অসুখ ছিল না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার হাতে পতাকা দিয়ে বললেন, أنفذ علـــى رسلك 'ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাও ও তাদের মুখোমুখি অবস্থান নাও'। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দাও এবং জানিয়ে দাও আল্লাহ্র হক হিসাবে তাদের উপরে কি কি বিষয় ওয়াজিব রয়েছে। فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِــكَ رَجُـــلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْــرِ الــنَّعَمِ– 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ পাক তোমার দ্বারা একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতে উত্তম হবে'।[১২] রাসূলের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

অতঃপর হযরত আলী সেনাদল নিয়ে খায়বরের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মযবুত বলে খ্যাত 'নায়েম' (ناعم) দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন ও তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইহুদীরা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের নেতা মারহাব (مرحب) দর্পভরে কবিতা বলে এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালো। বীরকেশরী মারহাবকে এক হাযার যোদ্ধার সমকক্ষ মনে করা হ'ত। মারহাবের দর্পিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাল্টা কবিতা বলে আমের ইবনুল আকওয়া' ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তরবারি আকারে ছোট থাকায় তার আঘাত মারহাবের পায়ের গোছায় না লেগে উল্টা নিজের হাঁটুতে এসে লাগে। যাতে তিনি আহত হন ও পরে মৃত্যুবরণ করেন। নিজের আঘাতে মৃত্যু হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, তিনি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১৩]

এরপর মারহাব পুনরায় গর্বভরে কবিতা আওড়াতে থাকে ও মুসলিম বাহিনীর প্রতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে। তখন প্রধান সেনাপতি আলী (রাঃ) তার দর্প চূর্ণ করার জন্য নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং গর্বভরে কবিতা বলে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এক আঘাতেই শেষ করে দিলেন। এভাবে তাঁর হাতেই মূলতঃ 'নায়েম' দুর্গ জয় হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পঠিত কবিতায় নিজের সম্পর্কে বলেন,

أنا الذي سمتني أمي حَيْدَرَهْ * كلَيْثِ غابات كَرِيه الْمَنْظَرَهْ
أُوفِيهم بالصَّاع كَيْل السَّنْدَرَهْ *

১০. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩২৯ হাদীছ ছহীহ, সনদ মুরসাল।*
১১. *মানছূরপুরী বলেন, প্রথমে মাহমূদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে পরপর পাঁচদিন অভিযান ব্যর্থ হবার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত কথা বলেন এবং আলীকে দায়িত্ব দেন (রাহমাতুল ১/২২০-২২২)। কিন্তু মুবারকপুরী এতে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং অধিকাংশ বিদ্বানের নিকটে গৃহীত মত হিসাবে বইয়ে প্রদত্ত বক্তব্য পেশ করেন।*
১২. *বুখারী হা/৪২১০।*
১৩. *বুখারী হা/৩৮৭৫, ৫৬৮২, ৬৩৮৩; মুসলিম হা/৩৩৮৩।*

'আমি সেই ব্যক্তি আমার মা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ)। তাই বনের বাঘের মত ভয়ংকর আমি'। আমি তাদেরকে ছা'-এর দ্বারা বর্শার ওযন পূর্ণ করে দেব'।[১৪] একারণে হযরত আলীকে 'আলী হায়দার' বলা হয়।

'মারহাব' নিহত হওয়ার পরে তার ভাই 'ইয়াসের' (ياسر) এগিয়ে আসে। সে যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। তারপর উভয়পক্ষে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। তাদের নেতৃস্থানীয় ইহুদীদের অনেকে নিহত হয়। ফলে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং নায়েম দুর্গ বিজয় সমাপ্ত হয়।

হযরত যুবায়ের যখন ময়দানে অবতরণ করেন, তখন তার মা রাসূলের ফুফু হযরত ছাফিয়া (রাঃ) বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ছেলে কি নিহত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। বরং আপনার ছেলে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বাস্তবায়িত হয়।[১৫]

অন্যান্য দুর্গ জয় :

নায়েম দুর্গ জয়ের পর দ্বিতীয় প্রধান দুর্গ ছা'ব বিন মু'আয (حصن الصعب بن معاذ) দুর্গটি বিজিত হয় হযরত হুবাব বিন মুনযির আনছারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তিনদিন অবরোধের পর। এই দুর্গটি ছিল খাদ্য সম্ভারে পূর্ণ। আর এই সময় মুসলিম সেনাদলে দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তখন এই দুর্গটি জয়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে রাসূল (ছাঃ) বিশেষ দো'আ করেন এবং সেদিনই সন্ধ্যার পূর্বে দুর্গ জয় সম্পন্ন হয়। এই সময় ক্ষুধার তাড়নায় মুসলিম সেনাদলের কেউ কেউ গাধা যবহ করে তার গোশত রান্না শুরু করে দেয়। এ খবর রাসূলের কর্ণগোচর হ'লে তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এই দুর্গ থেকে সেই আমলের প্রচলিত কিছু ট্যাংক ও কামান (মিনজানীক্ব ও দাব্বাবাহ) হস্তগত হয়। যা দুর্গ দুয়ার ভাঙ্গা এবং পাহাড়ের চূড়া বা উচ্চ ভূমিতে আগুনের গোলা নিক্ষেপের কাজে পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে খুবই কার্যকর ফল দেয়। যেমন অত্যন্ত মযবুত 'নেযার' (نزار) দুর্গটি জয় করার সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ট্যাংক ও কামানের গোলা ব্যবহার করে সহজ বিজয় অর্জন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহারের ঘটনা। নাত্বাত ও শাক্ব অঞ্চলে ৫টি দুর্গের পতনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাতীবাহ অঞ্চলে গমন করেন ও তাদেরকে অবরোধ করেন। পরে তাদের উপরে কামানের গোলা নিক্ষেপের হুমকি দিলে ১৪দিন পর তারা বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

১৪. *মুসলিম হা/১৮০৭।*
১৫. *যাদুল মা'আদ ৩/২৮৭।*

অতঃপর সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে 'কাতীবাহ' অঞ্চলের তিনটি দুর্গ বিজিত হয়। এভাবে খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয়।

সন্ধির আলোচনা :

'কাতীবাহ' অঞ্চলের বিখ্যাত 'ক্বামূছ' (حصن القموص) দুর্গের অধিপতি মদীনা হ'তে ইতিপূর্বে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা আবুল হুক্বাইক্ব-এর দুই ছেলে সন্ধির বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূলের নিকটে আসেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, দুর্গের মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে। তাদের সোনা-রূপাসহ অন্যান্য সকল সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। ইহুদীরা সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় এসেছে যে, নিজ নিজ বাহনের উপরে যতটুকু মাল-সম্পদ নেওয়া সম্ভব ততটুক নেওয়ার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়।[১৬] কিন্তু আবুল হুকাইকের ছেলেরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অনেক মাল লুকিয়ে ফেলে। বিশেষ করে মদীনা থেকে বহিস্কৃত হবার সময় গোত্র নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব একটি চামড়ার মশক ভরে যে সম্পদ ও অলংকারাদি এনেছিল, সেই মশকটা তারা লুকিয়ে ফেলে। এতদ্ব্যতীত কেনানা বিন আবুল হুকাইকের নিকটে বনু নাযীরের যে মূল্যবান সম্পদরাজি গচ্ছিত ছিল, সেগুলি সে বিজন প্রান্তরের এক স্থানে মাটির তলে পুঁতে রাখে। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে উক্ত বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন কেনানাকে বললেন, উক্ত সম্পদ যদি আমরা তোমার নিকট থেকে বের করতে পারি, তাহ'লে তোমাকে হত্যা করব কি'? সে বলল, হাঁ। ইতিমধ্যে কেননাহ্‌র জনৈক চাচাতো ভাই স্থানটির সন্ধান দেয় এবং গচ্ছিত সম্পদের কিছু অংশ পাওয়া যায়। অতঃপর বাকী মালামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আগের মতই অজ্ঞতার ভান করে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করে বলেন, عذبه حتى تستأصل ما عنده 'একে শাস্তি দিতে থাক, যতক্ষণ না তার নিকটে যা আছে, তা সব তুমি বের করে নিতে পার'। এর মধ্যে আধুনিক যুগের পুলিশ রিম্যাণ্ডের দলীল পাওয়া যায়। হযরত যুবায়ের (রাঃ) তার বুকে চকমকি পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকেন (يقدح بزند في صدره) তাতে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায় (حتى أشرف على نفسه)। অতঃপর তাকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্‌র হাতে সমর্পণ করা হ'ল। তিনি তাকে তার ভাই মাহমূদ বিন মাসলামাহকে হত্যার বদলা স্বরূপ হত্যা করেন। মাহমূদ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নায়েম দুর্গের দেয়ালের পাশে বসেছিলেন। তখন কেনানাহ তার উপরে একটি পাথরের চাকি নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেছিল। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে

১৬. *আবুদাঊদ হা/৩০০৬, সনদ হাসান।*

সম্পদ গোপন করার অপরাধে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আবুল হুকাইকের দুই ছেলেকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

ছাফিয়াহ্‌র সাথে রাসূলের বিবাহ :

কেনানাহ বিন আবুল হুকাইকের নব বিবাহিতা স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব বন্দী হন। দাসী হিসাবে প্রথমে তাকে দেহিইয়া কালবীকে দেয়া হয়। পরক্ষণেই নেতৃকন্যা হিসাবে তাকে রাসূলের ভাগে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর তাকে মুক্ত করে তিনি তাকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। এই মুক্তি দানকেই তার মোহরানা হিসাবে গণ্য করা হয়। অতঃপর মদীনায় ফেরার পথে 'ছাহবা' (الصهباء) নামক স্থানে পৌঁছে 'ছাফিয়া' হালাল হ'লে তার সঙ্গে সেখানে তিনদিন বাসর যাপন করেন।[১৭] আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলায়েম তাকে সাজ-সজ্জা করে রাসূলের নিকটে পাঠান। এই সময় তার মুখে সবুজ দাগ দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে রাসূল! আপনার খায়বর আগমনের পূর্বে আমি একরাতে স্বপ্ন দেখি যে, চাঁদ কক্ষচ্যুত হয়ে আমার কোলে পড়ল। একথা কেননাকে বললে সে আমার গালে দারুণ জোরে থাপ্পড় মারে, আর বলে যে, تمنين هذا الملك الذي بالمدينة 'মদীনার বাদশাহ্‌র দিকে তোমার মন গিয়েছে'।[১৮]

রাসূলকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা :

খায়বর বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) যখন একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন, তখন বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা ও কোষাধ্যক্ষ সালাম বিন মুশকিমের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাকে বকরীর ভূনা রান হাদিয়া পাঠায়। সে আগেই জেনে নিয়েছিল যে, রাসূল (ছাঃ) রানের গোশত পসন্দ করেন। এজন্য উক্ত মহিলা উক্ত রানে ভালভাবে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) গোশতের কিছু অংশ চিবিয়ে ফেলে দেন, গিলেননি। অতঃপর বলেন, إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم 'এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে, সে বিষ মিশ্রিত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উক্ত মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, إن كان ملكًا استرحت منه، وإن كان نبيًا فسيخبر، তাহ'লে আমরা তার থেকে নিস্কৃতি পাব। আর যদি নবী হন, তাহ'লে তাকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সাথী বিশর ইবনুল বারা বিন মা'রূর এক গ্রাস চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন। যাতে তিনি মারা যান। ফলে তার বদলা স্বরূপ ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়।[১৯]

খায়বর যুদ্ধে উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা :

এই যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ের সংঘর্ষে সর্বমোট শহীদ মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। তন্মধ্যে ৪ জন কুরায়েশ, ১ জন আশজা' গোত্রের, ১ জন আসলাম গোত্রের, ১ জন খায়বর বাসী ও বাকী ৯ জন ছিলেন আনছার। তবে এ বিষয়ে ১৮, ১৯, ২৩ বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইহুদী পক্ষে মোট ৯৩ জন নিহত হয়।

খায়বরের ভূমি ইহুদীদের হাতে প্রত্যর্পণ ও সন্ধি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদীদেরকে মদীনার ন্যায় খায়বর হ'তেও নির্মূল করতে চেয়েছিলেন এবং সেমতে কাতীবাহ্‌র ইহুদীরা সবকিছু ফেলে চলে যেতে রাযীও হয়েছিল। কিন্তু ইহুদী নেতারা এক পর্যায়ে রাসূলের নিকটে আবেদন করল যে, আমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হৌক, আমরা এখানকার জমি-জমা দেখাশুনা ও চাষাবাদ করব ও আপনাদেরকে ফসলের অর্ধেক ভাগ দেব। এখানকার যমীন সম্পর্কে আমাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আপনাদের চেয়ে বেশী রয়েছে'। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা করলেন এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ প্রদানের শর্তে রাযী হ'লেন। সেই সাথে বলে দিলেন যতদিন তিনি চাইবেন, কেবল ততদিনই এ চুক্তি বহাল থাকবে। প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় এ চুক্তি তিনি বাতিল করে দিবেন। অতঃপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দায়িত্ব দেন।

গণীমত বণ্টন :

খায়বরের যুদ্ধে ভূমি সহ বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হয়। যার অর্ধেক অংশ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য রেখে দিয়ে বাকী অর্ধেক ১৮০০ ভাগে ভাগ করা হয়। হোদায়বিয়ার ১৪০০ সাথীর মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের জন্য অংশ নির্ধারিত ছিল। এদের মধ্যে ২০০ জন ছিলেন অশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিকের জন্য একভাগ ও ঘোড়ার জন্য দু'ভাগ। এক্ষণে ১২০০ পদাতিকের জন্য ১২০০ ভাগ এবং ২০০ অশ্বারোহীর জন্য ৬০০ ভাগ, সর্বমোট ১৮০০ ভাগে গনীমত বণ্টন করা হয়। উক্ত হিসাবে আল্লাহ্‌র রাসূলও একটি ভাগ পান।

ফেদাকের খেজুর বাগান :

এই সময় ফেদাক (فدك)-এর খেজুর বাগান রাসূলের জন্য 'খাছ' হিসাবে বণ্টিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রথম খায়বরে উপস্থিত হন, তখন তিনি ফিদাকের ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য মুহাইছাহ ইবনে

১৭. *বুখারী হা/৪২১১।*
১৮. *যাদ ২/১৩৭; ইবনে হিশাম ২/৩৩৬।*
১৯. *বুখারী হা/৩১৬৯; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৩৭; ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*

মাসউদ (محيصة بن مسعود) (রাঃ)-কে পাঠান। কিন্তু তারা বিলম্ব করে। অতঃপর যখন খায়বর বিজিত হ'ল, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল এবং রাসূলের কাছে দূত পাঠালো এই মর্মে যে, খায়বর বাসীদের সঙ্গে ফসলের অর্ধাংশ দেবার শর্তে যেরূপ সন্ধি করা হয়েছে, তারাও অনুরূপ সন্ধিতে প্রস্তুত। তাদের এ প্রস্তাব কবুল করা হয় এবং ফেদাকের ভূমি রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। কেননা এই ভূমি জয় করতে কোনরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। কেবলমাত্র রাসূলের দাওয়াতের মাধ্যমে তা বিজিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এই ফিদাকের খেজুর বাগানের উত্তরাধিকার প্রশ্নেই রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে খলীফা আবুবকরের সঙ্গে হযরত ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-এর বিরোধ হয়। পরে রাসূলের হাদীছ শোনার পর তাঁরা দাবী প্রত্যাহার করে নেন। হাদীছটি ছিল এই যে, إِنَّا معشرُ الأنبياءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ 'আমরা নবীরা কোন সম্পদের উত্তরাধিকার রাখি না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই ছাদাক্বা হয়'।[২০] শী'আরা এখনো উক্ত দাবীতে অটল। তারা খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে দায়ী করে থাকে। অথচ আলী (রাঃ) নিজে খলীফা হয়েও ঐ সম্পত্তি নেননি।

যাই হোক খায়বর যুদ্ধে বিপুল গণীমত লাভ হয়। যে বিষয়ে পূর্বেই مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا... আয়াত নাযিল হয়েছিল *(ফাৎহ ৪৮/১৯-২০)*। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, খায়বর যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে আমরা বলতে লাগলাম, الآن نشبع من التمر 'এখন আমরা খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারব'।[২১] খায়বর থেকে মদীনায় ফিরে মুহাজিরগণ আনছারগণকে তাদের দেওয়া খেজুর গাছগুলি ফেরৎ দেন। কেননা তখন তাদের জন্য খায়বরে খেজুর গাছের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।[২২]

উক্ত গনীমতে হযরত আবু হুরায়রাকে শরীক করা হয়। যিনি মুসলমান হয়ে মদীনায় যান। অতঃপর সেখান থেকে খায়বর আসেন। তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত গনীমতে জা'ফর বিন আবু তালিব ও আবু মূসা আশ'আরীসহ হাবশা হ'তে সদ্য আগত ছাহাবীগণকেও শরীক করা হয়। যাদের সংখ্যা ছিল ১৬। আমর বিন উমাইয়া যামরীকে পূর্বেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়েছিলেন এদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই সময় জা'ফরকে পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি উঠে তাকে চুম্বন করে বলেন, والله ما أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ 'আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না কোনটাতে আমি বেশী খুশী হয়েছি। খায়বর বিজয়ে না জা'ফরের আগমনে'?[২৩]

উল্লেখ্য যে, রাসূলের আবির্ভাবের খবর শুনে আবু মূসা আশ'আরী ইয়ামন হ'তে তার গোত্রের ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের নৌকা তাদেরকে নাজ্জাশীর দেশে নামিয়ে দেয়। আর সেখানেই জা'ফর (রাঃ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গেই সেখানে অবস্থান করেন ও পরে মদীনায় আসেন।[২৪]

শাদ্দাদ ইবনে হাদ বলেন, জনৈক বেদুঈন মুসলমান হ'লে খায়বরের যুদ্ধের গণীমতের অংশ তাকেও দেয়া হয়। বেদুঈন সকলের পশুপাল চরাত। সন্ধ্যায় ফিরে এসে গণীমতগুলো নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে রাসূল! আমি তো এজন্য আপনার সাথী হইনি। আমি তো এসেছিলাম এজন্য যাতে আমার কণ্ঠনালীতে একটা তীর লাগে। আর আমি শহীদ হয়ে জান্নাতে যেতে পারি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে তোমার কারবার যদি সত্য হয়, তাহ'লে তিনি তোমার আকাংখা পূরণ করবেন। এরপর যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তার লাশের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে চিনতে পেরে বলেন, আল্লাহ্র সঙ্গে তার কারবার সত্য ছিল। আল্লাহ তার আকাংখাকে সত্য করেছেন।[২৫]

খায়বর বিজয়ের পর :

খায়বর বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পার্শ্ববর্তী ইহুদী জনপদ ওয়াদিল ক্বোরা (وادي القرى) এবং তায়মা (تيماء)-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন, যাতে এরা পরবর্তীতে মাথা চাড়া না দেয়। এদের সাথে আরবদের একটি দল গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

(১) ওয়াদিল ক্বোরা জয় : মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল ক্বোরা উপস্থিত হ'লে ইহুদীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করল। তাতে মিদ'আম (مدعم) নামক রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক গোলাম মৃত্যুবরণ করে। তখন সাথীরা বলে ওঠেন, هنيئًا له الجنة 'জান্নাত তার জন্য আনন্দময় হৌক'। রাসূল (ছাঃ) রাগতঃস্বরে বললেন, كلا، والذي نفسي بيده، إن الشَّمْلَة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعلُ عليه نارًا– 'কখনোই না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে

২০. *নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৬৩০৯, কানযুল উম্মাল হা/৩৫, ৬০০; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৭।*
২১. *বুখারী হা/৪২৪২।*
২২ . *মুসলিম হা/১৭৭১।*
২৩. *শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৬৮৭; ফিক্বহুস সীরাহ, সনদ হাসান।*
২৪. *বুখারী হা/৩১৩৬; মুসলিম হা/২৫০২।*
২৫. *বায়হাক্বী, হাকেম, নাসাঈ হা/১৯৫৩, সনদ ছহীহ।*

আমার জীবন রয়েছে, এই ব্যক্তি খায়বরের দিন গনীমত বন্টনের পূর্বেই তা থেকে একটা চাদর নিয়েছিল, সে চাদর এখন তার উপরে অবশ্যই আগুন হয়ে জ্বলবে'। একথা শুনে কেউ জুতার একটি ফিতা বা দু'টি ফিতা যা গোপনে নিয়েছিল, সব এনে রাসূলের নিকটে জমা দিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ফিতা ছিল আগুনের'।[২৬]

এরপর ইহুদীদের নিকটে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা যথারীতি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তাদের মধ্য হ'তে একজন এসে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করল। তখন রাসূলের পক্ষে যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম এগিয়ে গিয়ে তাকে খতম করে দেন। এইভাবে তাদের ১১ জন ব্যক্তি পরপর খতম হয়। প্রতিবারে দ্বৈতযুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তারা অহংকার বশে বারবার তা প্রত্যাখ্যান করত। এভাবে একদিন গত হ'ল। পরদিন রাসূল (ছাঃ) আবার গিয়ে তাদের দাওয়াত দিলেন। তখন তারা আত্মসমর্পণ করে এবং বহু গণীমত হস্তগত হয়। যা ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। তবে জমি-জমা ও খেজুর বাগান ইহুদীদের নিকটে অর্ধাংশের বিনিময়ে রেখে দেওয়া হয়, যেমন খায়বর বাসীদের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল।

(২) তাইমা (تيماء) বিজয় : খায়বর ও ওয়াদিল ক্বোরার ইহুদীদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর জানতে পেরে তাইমার ইহুদীরা শক্তি প্রদর্শনের চিন্তা বাদ দিয়ে সরাসরি সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের জন্য রাসূলের নিকটে দূত প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতে সম্মত হয়ে তাদেরকে তাদের মাল-সম্পদসহ সেখানে বসবাসের অনুমতি দেন।[২৭] অতঃপর তাদের সঙ্গে নিম্নোক্তভাবে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন- هذا كتاب محمد رسول الله لبني عاديا، أن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد، والنهار شد- 'এ দলীল লিখিত হ'ল আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে বনু আদিয়ার জন্য। তাদের জন্য রইল (আমাদের) যিম্মাদারী এবং তাদের উপরে রইল জিযিয়া। কোন শত্রুতা নয়, কোন বিতাড়ন নয়। তাদের রাত্রি ও দিন হবে নিরাপদ'। চুক্তি নামাটি লিপিবদ্ধ করেন খালেদ ইবনু সাঈদ *(ইবনু সা'দ)*। চুক্তির ভাষা ও সারগর্ভ বক্তব্য সত্যিই চমৎকার এবং অনন্য।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন :

তাইমাবাসী ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে এক স্থানে শেষ রাত্রিতে যাত্রা বিরতি করেন ও বেলালকে পাহারায় নিযুক্ত করে বলেন, اكلأ لنا الليل 'রাত্রিতে আমাদের দিকে খেয়াল রেখো (অর্থাৎ ফজরে জাগিয়ে দিয়ো)। কিন্তু বেলালের চোখেও ঘুম চেপে গেল। ফলে সকালের রোদ গায়ে লাগলেও কারু ঘুম ভাঙ্গেনি। রাসূলই সর্বপ্রথম ঘুম থেকে ওঠেন এবং ঐ উপত্যকা ছেড়ে কিছু দূর গিয়ে সবাইকে নিয়ে ফজর পড়েন। তবে এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি অন্য ফজরে ঘটেছিল বলে কথিত আছে।[২৮] অতঃপর ৭ম হিজরীর ছফর মাসের শেষভাগে অথবা রবীউল আউয়াল মাসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাসাধিককাল পরে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১। ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন ও নির্মূল করা ইসলামের স্বার্থেই যরূরী।

২। যতবড় শত্রুই হৌক প্রথমে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত কবুল না করলে এবং যুদ্ধে এগিয়ে এলেই কেবল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

৩। যুগোপযোগী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও কলাকৌশল প্রয়োগ করা ইসলামী যুদ্ধনীতিতে সর্বতোভাবে সিদ্ধ।

৪। শত্রুতা না করলে এবং অন্যান্য শর্তাদি পূরণ করলে অমুসলিমদের সাথে কোন যুদ্ধ নেই।

৫। জাতীয় সম্পদ হ'তে খেয়ানত করা জাহান্নামের আগুন খরিদ করার শামিল। এমতাবস্থায় ইসলামী জিহাদে বাহ্যতঃ শহীদ হ'লেও সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

৬। চূড়ান্ত বিজয় কেবল ঈমানদারগণের জন্যই নির্ধারিত, মুনাফিকদের জন্য নয়। সেকারণ খায়বর যুদ্ধে মুনাফিকদের যোগদানে নিষেধ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

২৬. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৯৭, জিহাদ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৭।*
২৭. *যাদুল মা'আদ ২/১৪৭।*
২৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৪০।*

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৯ম কিস্তি)

(৪) মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া :

মৃত ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান ও ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পায় এমন ধারণা করে সাধারণত এটা করা হয়। অনেকে এ জন্য অছিয়তও করে যান। অথচ এগুলো ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র। এভাবে অনেক মসজিদকে কবরস্থানে পরিণত করা হয়েছে। মূলতঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে কবর দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। না জেনে কবর দেওয়া হলে সেই কবরকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে।[২৯] আর যদি সেই কবর বহু পুরাতন হয় তাহ'লে মাটির সাথে সমান করে দিতে হবে এবং ঐ জায়গা সাধারণ জায়গার মত ব্যবহার করতে হবে।[৩০] অন্যথা সেখানে ছালাত হবে না। এছাড়া মসজিদের পার্শ্বে পৃথক জমিতে কবর থাকলে অবশ্যই প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে নিতে হবে। মূলকথা মসজিদকে কবরের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে হবে।

(৫) মসজিদের দেওয়ালে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা, কা'বা ও মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কিংবা চাঁদ, তারা ও যোগ চিহ্ন সহ বিভিন্ন রকমের নকশা করা :

আল্লাহু মুহাম্মাদ লেখা প্রায় মসজিদে দেখা যায়। এটা শিরকী আক্বীদার কারণে সমাজে চালু আছে। এর দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সমমর্যাদার অধিকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট পীর-ফকীরদের আক্বীদা হল, 'আহাদ হয়ে যিনি আরশে ছিলেন তিনিই আহমাদ হয়ে মদীনায় অবতরণ করেন'। কারণ যিনি আহমাদ তিনিই আহাদ। শুধু মাঝের মীমের পার্থক্য (নাঊযুবিল্লাহ)। তাছাড়া আরবীতে 'আল্লাহ মুহাম্মাদ' লিখলে অর্থ হয়- আল্লাহই মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদই আল্লাহ। যা পরিষ্কার শিরক। অতএব এ সমস্ত বাক্য লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। বহু মসজিদের চারপাশে আল্লাহ্র ৯৯ নাম লেখা আছে, কোন মসজিদে আয়াতুল কুরসী, সূরা ইয়াসীন ইত্যাদি লেখা থাকে। এগুলো সবই বাড়াবাড়ি এবং লৌকিকতার শামিল।

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ .

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমন খ্রীস্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি কেবল তাঁর বান্দা। সুতরাং তোমরা বলো, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)'।[৩১]

কা'বা কিংবা মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কাজ। মুছল্লী সিজদা করে আল্লাহকে কা'বা ঘরের পাথরকে নয়। কা'বা শুধু মুসলিমদের ক্বিবলা। পূর্বের অনেক মসজিদে বিভিন্ন প্রাণীরও নকশা দেখা যায়। এগুলো ছালাতের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া এমন সব ক্যালেন্ডার ঝুলানো হচ্ছে যেখানে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে মাছ বা কোন জীবের ক্যালিগ্রাফী তৈরি করা হয়েছে। যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। এগুলো সবই ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِى جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِىْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি চাদরে ছালাত আদায় করেন যাতে নকশা ছিল। তিনি উক্ত নকশার দিকে একবার দৃষ্টি দেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা আমার এই চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং আম্বেজানিয়াহ কাপড়টি নিয়ে এসো। কারণ এটা এখনই আমাকে আমার ছালাত থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِى الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِىْ.

'আমি ছালাত অবস্থায় এর নকশার দিকে থাকাচ্ছিলাম। ফলে আশংকা করছিলাম আমাকে উহা ফেৎনার মধ্যে ফেলে দিবে'।[৩২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلاَتِىْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটি সরিয়ে নাও। কারণ আমার ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো বারবার আমার সামনে আসছে।[৩৩] নকশা দেখে রাসূল (ছাঃ) যদি ফেতনার আশংকা করেন তাহ'লে আমাদের ছালাতের অবস্থা কী হবে? আমরা কি তাঁর চেয়ে বেশী তাক্বওয়াশীল?

---

২৯. ছহীহ বুখারী হা/১৩৫১, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭ ও হা/৪২৮।

৩০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৯১।

৩১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; মিশকাত হা/৪৮৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮০, ৯/১০৭ পৃঃ।

৩২. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৩, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; ছহীহ মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/৭৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০১, ২/২৩৮, 'সতর ঢাকা' অনুচ্ছেদ।

৩৩. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৪; মিশকাত হা/৭৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০২।

বিভিন্ন বস্তুকে যদি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া জায়েয হ'ত তবে সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী হ'ত হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর। কিন্তু ওমর (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

'আবেস ইবনু রাবী'আহ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা কালো পাথরের (হাজরে আসওয়াদ) নিকট আসেন এবং তাকে চুম্বন করেন। অতঃপর বলেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কোন ক্ষতিও করতে পারো না কোন উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহ'লে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'।[৩৪]

চাঁদ-তারাকে ইসলামের নিশান মনে করে মসজিদের দেওয়ালে খোদাই করা হয়। অথচ উক্ত ধারণা সঠিক নয়। এগুলো আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহকেই ভক্তি করতে হবে এবং তাঁর প্রশংসা করতে হবে। কোন কোন মসজিদে যোগ চিহ্ন দেওয়া থাকে নিদর্শন স্বরূপ। অথচ এটা খ্রীস্টানদের প্রতীক।[৩৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

'আর রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না। বরং তোমরা সিজদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকো' *(হামীম সাজদাহ/ফুছ্ছিলাত ৩৭)*। সুতরাং চন্দ্র-সূর্য ও তারকা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এর দ্বারা নকশা করে মসজিদকে অতিরঞ্জিত করার পক্ষে শরী'আতের অনুমোদন নেই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা (গীর্জা) চাকচিক্যময় করেছে'।[৩৬]

বর্তমানে মানুষ মসজিদের নকশা করতে অহংকারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ এটাকে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে অভিহিত করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদ নিয়ে মানুষের পরস্পরের গর্ব প্রকাশ করা ক্বিয়ামতের আলামত'।[৩৭]

রাসূল (ছাঃ) ছালাতের স্থানকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখতে কা'বা চত্বর থেকে সমস্ত মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেছিলেন।[৩৮] মুসলিম উম্মাহ্র দুর্ভাগ্য হ'ল, তারা আজ সেই ছালাতের স্থানকে বিভিন্নরূপে সাজিয়ে ছালাতের অনুপোযোগী করে তুলছে। পূর্বের মসজিদগুলো ছিল কাঁচা কিন্তু মানুষের ঈমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে মসজিদগুলো অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামী পাথর দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুছল্লীর পোশাক ও জায়নামায হচ্ছে ঝকঝকে উজ্জ্বল। কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্তরটা কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাক্বওয়া ও ঈমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা। অতএব সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়কে ঈমান ও তাক্বওয়ার টাইলস দ্বারা উজ্জ্বল করতে হবে, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে।

(৬) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা ও তিন স্তরের বেশী স্তর বানানো :

অধিকাংশ মসজিদে মূল্যবান পাথর বা টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা হয়েছে। অথচ সুন্নাত হ'ল কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরী করা এবং মিম্বারের তিনটি স্তর হওয়া। যেমন হাদীছে এসেছে,

أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا..

'রাসূল (ছাঃ) জনৈক আনছারী মহিলার নিকট লোক পাঠান। তার নাম সাহল। এই মর্মে যে, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে নির্দেশ দাও সে যেন আমার জন্য একটি কাঠের আসন তৈরি করে। যার উপর বসে আমি জনগণের সাথে কথা বলব। ঐ মহিলা তার গোলামকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দিলে সে গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে নিয়ে আসে। অতঃপর মহিলা তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে এই স্থানে স্থাপন করার নির্দেশ দেন।[৩৯]

৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; ছহীহ মুসলিম হা/৩১২৬; মিশকাত হা/২৫৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৩, ৫/২১৪ পৃঃ।
৩৫. ছহীহ মুসলিম হা/৪০৮; মিশকাত হা/৫৫০৬।
৩৬. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৪৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৫, ২/২২২।
৩৭. আবূদাঊদ হা/৪৪; নাসাঈ হা/৬৮৯; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯।
৩৮. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৮, 'মাযালেম' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭২৫।
৩৯. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭; মিশকাত হা/১১১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৫, ৩/৬৫, 'কাতারে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

উক্ত হাদীছ ইবনু খুযায়মাতে ছহীহ সনদে এসেছে, فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ الدَّرَجَاتِ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ অতঃপর সে গাবার ঝাউ গাছ থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বার তৈরি করেছিল।[৪০] তাবারাণীতে এসেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪১] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) একদা মিম্বারের তিন স্তরে উঠে তিনবার আমীন বলেন মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৪২]

অতএব মিম্বার তিন স্তরের বেশী করা সুন্নাতের বরখেলাফ।[৪৩] অনুরূপ ইট, পাথর ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বারও সুন্নাতের পরিপন্থী। এধরনের মিম্বার সরিয়ে তিনস্তর বিশিষ্ট কাঠের মিম্বার তৈরি করে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৭) পিলার বা দেওয়ালের মাঝে কাতার করা :

সমাজে বহু মসজিদ আছে এবং বর্তমানেও অনেক মসজিদ তৈরি হচ্ছে যেগুলোতে কাতারের মাঝে পিলার দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন মসজিদে কাতারের মাঝে ওয়াল রয়েছে এবং অপর পার্শ্ব থেকে কাতার করা হয়। অথচ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মাঝে পিলার বা ওয়াল দেওয়া শরী'আতে নিষিদ্ধ।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ'ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[৪৪]

আলবানী (রহঃ) বলেন, وَ هَذَا الْحَدِيْثُ نَصٌّ صَرِيْحٌ فِيْ تَرْكِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِيْ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَـأَخَّرَ . 'এই হাদীছ দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। তাই ওয়াজিব হ'ল খুঁটি থেকে সামনে কিংবা পিছনে দাঁড়ানো।[৪৫] উল্লেখ্য যে, দুই পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে একাকী ছালাত আদায় করা যাবে।[৪৬]

(৮) মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে পড়া :

এই অভ্যাস সুন্নাতের সরাসরি বিরোধী এবং মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার শামিল। রাসূল (ছাঃ) এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৪০. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯২২; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮।
৪১. তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৫৭৪৮; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮।
৪২. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ।
৪৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।
৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১০০২, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।
৪৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।
৪৬. ছহীহ বুখারী হা/৫০৪ ও ৫০৫।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

আবু ক্বাতাদা সুলামী থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[৪৭]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দুই রাক'আত ছালাত না পড়বে'।[৪৮] এমনকি জুম'আর দিনে খুৎবা অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তবুও তাকে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[৪৯]

(৯) সর্বদা মসজিদে নির্দিষ্ট স্থানে ছালাত আদায় করা :

অনেকের মাঝে এই অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ.

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন : (১) ছালাতের মধ্যে কাকের মত ঠোকাতে (২) চতুষ্পদ জন্তুর মত হাত বিছিয়ে দিতে এবং (৩) ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতে যেমন উট তার স্থান নির্ধারণ করে'।[৫০] মুছল্লী ফরয ছালাত যেখানে আদায় করবে সেখান থেকে ডানে বা বামে, সামনে বা পিছনে সরে গিয়ে সুন্নাত ছালাত আদায় করার নির্দেশ হাদীছে

৪৭. ছহীহ বুখারী হা/৪৪৪, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫২, ২/২১৭ পৃঃ।
৪৮. ছহীহ বুখারী হা/১১৬৩, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত' অনুচ্ছেদ।
৪৯. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫ ও ২০৫৬।
৫০. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪২৯; আবূদাঊদ হা/৮৬২।

এসেছে।[৫১] এমনকি ইমামকেও তার স্থানে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[৫২]

(১০) বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করা :

অনেকে বাড়ীর পার্শ্বে ছোট মসজিদ রেখে বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করেন। এটি শরী'আত বিরোধী আক্বীদা। এই আক্বীদা সঠিক হ'লে বড় মসজিদ ছাড়া ছোট মসজিদ তৈরি করা নাজায়েয হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ওয়াক্তিয়া মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে ৫০০ গুণ নেকী বেশী হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ নয়, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।[৫৩] তাই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে বেশী নেকীর আশায় যাওয়া যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছা।[৫৪]

(১১) লাল বাতি জ্বললে সুন্নাতের নিয়ত করবেন না :

উক্ত সতর্কতা মুছল্লীকে ছালাত ও তার নেকী থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ সুন্নাত ছালাত আদায়কালীন যদি ইক্বামত হয়ে যায় তাহ'লে হাদীছের নির্দেশ, সে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ফরয ছালাতে শরীক হ'তে হবে। এতে করে সে উক্ত ছালাতের নেকী পেয়ে যাবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ....

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল কিন্তু তা করল না তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হ'ল। কিন্তু যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল এবং তা করে ফেলল তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হল ...'।[৫৫]

উল্লেখ্য যে, লাল বাতির গুরুত্ব কিন্তু ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের সময় থাকে না। কারণ বহু মসজিদে ফজরের জামা'আত চললেও আগে সুন্নাত পড়তে দেখা যায়। অথচ হাদীছের নির্দেশ হল, ছালাতের ইক্বামত হয়ে গেলে আর কোন ছালাত চলবে না। ফরয ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[৫৬] ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ফজরের ছালাতের পরে সুন্নাত পড়া যাবে না। অথচ কেউ পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ছালাতের পরে পড়ে নেওয়ার ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৫৭]

(১২) মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা :

মসজিদ ছালাতের স্থান। এখানে কোন কণ্ঠ উঁচু করে কথা বলা চলে না। এটা মসজিদের মর্যাদার খেলাফ। বিশেষ করে জামা'আত শুরুর আগে যে মসজিদ বাজারে পরিণত হয় তা থেকে রাসূল (ছাঃ) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ[৫৮] জনৈক ব্যক্তি জোরে কথা বললে রাসূল (ছাঃ) রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাকে এসে ধমক দেন।[৫৯] ওমর (রাঃ) এজন্য দুই ব্যক্তিকে শাসিয়ে দেন لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'তোমরা যদি এই মদীনা শহরের বাসিন্দা হ'তে তবে মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আমি দু'জনকেই কঠোর শাস্তি দিতাম'।[৬০]

(১৩) মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা :

এটা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী এবং মসজিদের আদবের চরম খেলাফ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে মসজিদে হারানো জিনিষ খোঁজ করতে শুনবে সে যেন বলে আল্লাহ যেন তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য তৈরি করা হয়নি।[৬১]

মৃত সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।[৬২] মৃত্যু সংবাদ প্রচারের নামে শোক প্রকাশ

৫১. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭; আবূদাঊদ হা/১০০৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া' অনুচ্ছেদ।
৫২. আবূদাঊদ হা/৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৮।
৫৩. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/৭৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫৮০।
৫৪. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯; মিশকাত হা/৬৯৩।
৫৫. ছহীহ মুসলিম হা/৩৫৪ ও ৩৫৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১; ছহীহ বুখারী হা/৬৪৯১, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪।
৫৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮ ও ৭৯, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মিশকাত হা/১০৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, 'ছালাতের জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৩।
৫৭. আবূদাঊদ হা/১২৬৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১০৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৭, ৩/৪০ পৃঃ, 'ছালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৫৮. ছহীহ মুসলিম হা/১০০২, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮; মিশকাত হা/১০৮৯, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।
৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭১।
৬০. ছহীহ বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৮, ২/২৩০ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৮; মিশকাত হা/৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৪, ২/২১৮ পৃঃ।
৬২. তিরমিযী হা/৯৮৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, সনদ হাসান।

করে কোন লাভ হয় না। শুধু লোক দেখানোই হয়। তার প্রমাণ হ'ল সব জানাযাতে লোকের সংখ্যা এক রকম হয় না। কারো জানাযায় হাযার হাযার লোক হয় আবার কারো জানাযায় একশ' লোকও জুটে না। অথচ মাইকিং সবার জন্যই করা হয়। সুতরাং এতে কোন ফায়েদা নেই; বরং এটা ব্যক্তির প্রসিদ্ধি ও গুণের কারণ। তাছাড়া শুভাকাঙ্খী হলে এমনিতেই সে মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে, মাইকিং করে জানানো লাগবে না।

উল্লেখ্য যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও আত্মীয়-স্বজনকে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হয়। বিশেষ করে বিলাপ করা ও বিভিন্ন কথার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা। কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে এজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِىْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِى بِالتُّرَابِ.

'তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) এজন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন।[৬৩]

(১৪) মুছল্লীর সামনে সুতরা রেখে চলে যাওয়া :

এটা শহরের মসজিদগুলোতে বর্তমানে বেশী দেখা যাচ্ছে। শরী'আতে এর কোন অনুমোদন নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের কৌশলের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ বছর যাবৎ বসে থাকা উত্তম বলা হয়েছে।[৬৪] বর্তমান পদ্ধতিতে যাওয়া বৈধ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তা বলে যেতেন। সুতরাং মুছল্লীর সামনে সুতরা দিয়ে অতিক্রম করা আর এমনি চলে যাওয়া একই সমান। এই অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, যিনি ছালাত আদায় করবেন তিনি নিজে সামনে সুতরা রেখে ছালাত শুরু করলে।[৬৫] এর সামনে দিয়ে মুছল্লীগণ যেতে পারবেন। তবে সুতরা বিহীন ছালাত আদায়কারী মুছল্লীর সামনে অন্য মুছল্লী সুতরা রেখে অতিক্রম করতে পারবেন না।

(১৫) মসজিদে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া :

আল্লাহর ঘর মসজিদে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া জঘন্য অপরাধ। অনেক মসজিদে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত প্রচারপত্র ও লিফলেট ও দামী তাসবীহ ঝুলতে দেখা যায়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড হওয়াকে গুরুতর অপরাধ মনে করতেন।

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.

মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যোহর কিংবা আছরের আযানের পর জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ডাকাডাকি করছে। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে নাও। কারণ এটা বিদ'আত।[৬৬] বিদ'আতের ঘৃনায় তিনি উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসেন। বর্তমানে মসজিদগুলোতে সকাল-সন্ধ্যায় বিদ'আতী যিকিরের মজলিস বসানো হচ্ছে, গোল হয়ে বসে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ জপা হচ্ছে, নিজেদের রচিত উদ্ভট যিকির-আযকারের মেলা বসাচ্ছে । এ সমস্ত শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাহাবীগণ ছিলেন খড়্গহস্ত।[৬৭]

عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بُهْرَامِ قَالَ مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا تَسْبِيْحٌ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصَى فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَبَقْتُمْ! رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا! وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا!

ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল। তা দ্বারা সেই মহিলা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন সে পাথর কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ তাকে নিজের পা দ্বারা লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধকার বিদ'আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ![৬৮]

মসজিদ কমিটিকে শরী'আত বিরোধী উক্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে হবে। কারণ তারা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিলে তাদেরও কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবুল হবে না।[৬৯]

(চলবে)

---

৬৩. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪; ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, 'জানাজা' অধ্যায়।

৬৪. ছহীহ বুখারী হা/৫১০; মিশকাত হা/৭৭৬।

৬৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫।*

৬৬. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৩৮, সনদ হাসান।

৬৭. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫, সনদ ছহীহ।

৬৮. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ।

৬৯. ছহীহ বুখারী হা/৭৩০০, 'ই'তেছাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৯৩, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; মিশকাত হা/২৭২৮।

কুরবানী : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকা :

আল্লাহ্‌র নৈকট্য, আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সাম্য, মৈত্রী, সম্প্রীতির সুমহান মহিমায় ভাস্বর কুরবানী। কুরবানী আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ও তদীয় পুত্র হাবিল-কাবীল এবং মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সুমহান আত্মত্যাগ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা-ভরসা ও জীবনের সর্বস্ব সমর্পণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়।

কুরবানীর আভিধানিক অর্থ :

আরবী قــرب বা قربـــان শব্দটি উর্দূ ও ফার্সীতে قربـــانى (কুরবানী) রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যার অর্থ, নৈকট্য, সান্নিধ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এর কয়েকটি সমার্থক শব্দ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

(১) نحر অর্থে। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন' *(কাওছার ২)*। এই অর্থে কুরবানীর দিনকে يوم النحر বলা হয়।

(২) نـــسك অর্থে। যেমন- মহান আল্লাহ্‌র বাণী- قُـــلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَـــاتِيْ لِلّـــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِيْنَ- 'আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত' *(আন'আম ১৬২)*।

(৩) منسك অর্থে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَـــا مَنْـــسَكاً 'আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর বিধান রেখেছি' *(হজ্জ ৩৪)*।

(৪) الاضـــحى অর্থে। হাদীছে এসেছে- এই অর্থে কুরবানীর ঈদকে عيد الاضحى বলা হয়।

কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি :

বিশ্বের সকল জাতিই তাদের আনন্দ উৎসব প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট দিবস পালন করে থাকে। এ সকল দিবস স্ব স্ব ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা অথবা কারো জন্ম বা মৃত্যু দিন অথবা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়েছে। এসব দিবসে প্রত্যেক জাতি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি (Culture) ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়।

সারা বিশ্বের প্রায় দুই কোটি খৃষ্টান যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বরকে তাদের উৎসবের (Xmas day) 'বড় দিন' হিসাবে পালন করে। প্রায় সত্তর পঁচাত্তর লাখ বৌদ্ধ গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে ২২ মে কে তাদের উৎসবের দিন 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা' হিসাবে পালন করে থাকে। সবচেয়ে বেশী উৎসবের দিন হ'ল হিন্দু জাতির। তারা ১২ মাসে ১৩টি উৎসব পালন করে থাকে। তবে এর মধ্যে লক্ষ্মীপূজা ও দুর্গাপূজা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। সারা বিশ্বের প্রায় দেড়শ' কোটি মুসলমান মাহে রামাযানের শেষে শাওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর এবং যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখকে ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ হিসাবে পালন করে থাকে। মুসলমানদের এ কুরবানীর ঈদের রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

কুরবানী ঈদের প্রাক ইতিহাস :

আমরা যেভাবে কুরবানীর ঈদ উদযাপন করি তার শুরু বস্তুত হিজরতের অব্যবহতি পরে। মুসলিম জাহানে এ পবিত্র উৎসবটি পালন কিভাবে শুরু হয় তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান আবশ্যক। কারণ ঈদুল-আযহা তথা কুরবানী দিবসের মাহাত্ম্য ও সুমহান তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে এ ইতিহাস জানা একান্তভাবেই প্রয়োজন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনায় এসে তিনি জানতে পারলেন যে, সেখানকার অধিবাসীগণ শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' ও বসন্তের পূর্ণিমায় 'মিহ্‌রজান' নামে দু'টি উৎসব প্রতিবছর উদযাপন করে থাকে। কিন্তু এ দু'টি উৎসবের চালচলন, রীতিনীতি ছিল ইসলামের সুমহান আদর্শ ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পরিপন্থি। শ্রেণী-বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান, ঐশ্বর্য-অহমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করত এ দু'টি উৎসব। দু'টি উৎসব ছিল ছয়দিন ব্যাপী এবং এই বারোটি দিন ভাগ করে দেয়া হ'ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যে। কোন একটি দিনকে চিহ্নিত করা হ'ত 'নওরোজ-এর হাসা, বা 'নওরোজ-এ বুযুর্গ' হিসাবে শুধুমাত্র বিত্তবানদের জন্য নির্ধারিত। সেদিন কোন হতদরিদ্র বা নিঃস্বের অধিকার থাকত না। নওরোজ উৎসব উদযাপনে শালীনতা-বিবর্জিত নর্তকী ও চরিত্রহীনা 'কিয়ানদের' জন্যও একটি দিবস বিশেষভাবে পরিচিত হ'ত। সাধারণ মানুষের জন্য নওরোজ আম্মা হিসাবে চিহ্নিত করা হ'ত শুধুমাত্র একটি দিনকে। অন্য পাঁচটি দিনের উৎসবে অংশগ্রহণের বিন্দুমাত্র কোন সুযোগ ছিল না বিত্তহীন সহায়-সম্বলহীন সাধারণ মানুষের। এই 'নওরোজ-এ আম্মা' দিবসটিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত আমীর-ওমারাহ ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ। সাধারণ, দরিদ্র অসহায় মানুষ কোনক্রমে এ দিবসটি উদযাপন করত ব্যথা-বেদনা ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে।

কিন্তু ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও মিলনের ধর্ম। সাম্য, মৈত্রী, প্রেম-প্রীতির ধর্ম। ইসলাম তো শ্রেণীবৈষম্যের স্বীকৃতি দেয় না। তাই শ্রেণীবৈষম্য নির্ভর শালীনতা-বিবর্জিত উৎসব দু'টির বিলুপ্তি ঘটিয়ে মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম পার্থক্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ধনী-দরিদ্রের মহামিলনের প্রয়াসে মহানবী (ছাঃ) প্রবর্তন করলেন দু'টি উৎসব তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর দেখলেন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসবের দিন রয়েছে, এ দিনে তারা খেলাধুলা, আনন্দ ও চিত্তবিনোদন করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিন কি? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এইদিনে আনন্দ উৎসব,

---

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

খেলাধুলা করতাম। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই দুই দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দুইটি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। একটি হ'ল ঈদুল ফিতর অপরটি হ'ল ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদ *(নাসাঈ হা/১৫৩৮; মিশকাত হা/১৪৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০২১)*। এতে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' উৎসব উদযাপন। শ্রেণী বৈষম্য-বিবর্জিত, পঙ্কিলতা ও অশালীনতামুক্ত সুনির্মল আনন্দ উপভোগ শুরু হ'ল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে। জন্ম নিল সুস্নিগ্ধ, প্রীতিঘন সাম্য, ত্যাগ ও মিলনের উৎসব।

কুরবানীর প্রথম পটভূমি :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কুরবানীর ঘটনা ঘটে আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবিল-কাবীলের মাধ্যমে। কুরআনুল কারীমে হাবিল-কাবীলের কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ- لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ-

'হে রাসূল! আপনি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হ'ল এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হ'ল না। সে (কাবীল) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন (হাবিল) বলল, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। সে (হাবিল) বলল, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদা ২৭-২৮)*।

তৎকালীন সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি এসে ভস্মিভূত করত না তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি মোটা তাজা উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবীল কৃষি কাজ করত সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়ম অনুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবীলের কুরবানী যেমনি ছিল তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে হাবিলকে বলে দিল لاقتلنك 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত নীতিবাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে (হাবিল) বলল, انما يتقبل الله من المتقين 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মত্তাকী ব্যক্তিদের কুরবানী কবুল করেন'।

কুরবানীর দ্বিতীয় পটভূমি :

কুরবানীর প্রচলন আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সময় থেকে শুরু হ'লেও মুসলিম জাতির কুরবানী মূলতঃ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং তদীয় পুত্র ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আঃ)-এর কুরবানীর স্মৃতি রোমন্থন, অনুকরণ অনুসরণে চালু হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় হিমাদ্রীসম ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বাণী, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً 'যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে মাবনজাতির নেতা বানিয়ে দিলাম' *(বাক্বারাহ ১২৪)*।

ইসমাঈল (আঃ) যখন চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ'লেন, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণ প্রতীম পুত্রকে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হ'লেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবীগণের স্বপ্নও 'অহি'। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ। এ নির্দেশটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল হ'তে পারত। কিন্তু স্বপ্ন দেখানোর তাৎপর্য হ'ল, ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নে প্রদত্ত আদেশের ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন। আত্মসমর্পণকারী ইবরাহীম (আঃ) এই কঠোর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি'?

নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন নিদ্রাপুরীর কল্পনা বিলাস নয়। এ আদেশ অহি-র অন্তর্ভুক্ত। পুত্র ইসমাঈল (আঃ) পিতার এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলতে পারতেন এটি একটি নিছক স্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। কিন্তু তিনি তা না বলে অত্যন্ত বিনয় ও আনুগত্যের সাথে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ 'পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' *(ছাফফাত ১০২)*।

আত্ম নিবেদনের এ কি চমৎকার দৃশ্য! জনমানবহীন মিনা প্রান্তরে ৯৯ বছরের বৃদ্ধ ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁরই অনুরাগ ও প্রেমলাভ করার দুর্ণিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবানীর মেষের মতই উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আর কণ্ঠনালীকে কাটার জন্য বার্ধক্যের শেষ

শক্তি একত্রিত করে শাণিত ছুরি তুলে ধরলেন। পুত্র ইসমাঈলও শাহাদতের উদগ্র বাসনা নিয়ে নিজের কণ্ঠকে বৃদ্ধ পিতার সুতীক্ষ্ণ ছুরির নিচে স্বেচ্ছায় সঁপে দিলেন। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন দৃশ্য কেউ অবলোকন করেনি। এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যেন অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে এ চরম পরীক্ষার দিকে। সকল সৃষ্টিই যেন নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায় এ দৃশ্য অবলোকনে। কিন্তু না চরম আত্মত্যাগী ইবরাহীম (আঃ)ও চরম আত্মোৎসর্গকারী ইসমাঈল (আঃ) এ কঠিন ও চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হ'লেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হ'ল- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- 'তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম এক মহান পশু' *(ছাফফাত ১০৪-১০৭)*।

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সদয় হ'লেন। ইসমাঈলের রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত কবুল করলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সন্তানদের জন্য কুরবানীর সুন্নাতকে জারি রাখলেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের এই মহান স্মৃতিকে চির জাগ্রত করার জন্যই ১০ যিলহজ্জকে আল্লাহ চির স্মরণীয় ও বরণীয় করেছেন। জন্ম থেকে জীবনের ৯৯টি বছর ধরে একের পর এক পরীক্ষা করে যখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন, তখন তাঁর এই সুমহান কীর্তি পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিস্মরণীয় ও স্থায়ী করে দিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ 'আমি তাঁর জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য পালনীয় করে রেখেছি' *(ছাফফাত ১০৮)*।

আজও আমরা সেই ইবরাহীমী সুন্নাতের অনুসরণেই প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে পশু কুরবানী করে থাকি। এটি মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম একটি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ক্বিয়ামত উষার উদয়কাল পর্যন্ত এই মহান আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী :

মুসলিম জাতি যেহেতু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মাত, সেহেতু তাঁর সুন্নাত বা ঐতিহ্য সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন নবীর ঐতিহ্য-সংস্কৃতি লালন-পালন করে না, একমাত্র ইবরাহীম (আঃ)-এর ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ব্যতীত। কেননা তিনি মুসলিম জাতির জনক। তাই ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রয়াসকে আমরা চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকি। কেননা এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জাগরুক রাখতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন' *(কাওছার ২)*।

আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে এমন আত্মত্যাগ বিজড়িত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই। কুরবানীর মহান আদর্শে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর সুমহান আত্মত্যাগ অনন্য আদর্শরূপে মহিমা অর্জন করছে। কবি আলাওল, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, গোলাম মোস্তফা, শাহাদত হোসেন, ফররুখ আহমেদ, কাযী নযরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যরথীকে ত্যাগ-তিতিক্ষা তথা মহামানবতার আদর্শ উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এ ভূ-খণ্ডের সাহিত্য ক্ষেত্রে কুরবানীর মহোত্তম প্রভাব যার রচনায় সত্যিকার অর্থে প্রত্যক্ষভাবে একান্ত নিষ্ঠায় উচ্চারিত হয়েছে, তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাযী নযরুল ইসলাম। কুরবানীর কাহিনী তার মনে এক অভাবনীয় চেতনা ও আদর্শবাদিতার সৃজন ঘটিয়েছে। এই চেতনা ও বোধ-বোধির অন্তরাল থেকেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কুরবানীর' সৃষ্টি। কুরবানী আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে অনন্ত, নির্বিবোধ শক্তির উদ্বোধন, তারই জয়গীতি। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আত্মবিসর্জনের যে পরম শান্তি, তা লাভের জন্য প্রেরণাদান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন কবি। এ শান্তি মানুষকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটায়। এ স্বপ্ন পরিসরে কবি কাযী নযরুল ইসলামের কবিতার গুটিকয়েক চরণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে কুরবানী সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা, পরিচয়-পরিচিতি ও মুসলিম ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্বরূপ অবলোকন করা যায়। কবির ভাষায়-

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন।
এই ইবরাহীম আজ কুরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!
খুন এ যে, এতে গোর্দা ঢের রে, ত্যাগে বুদ্ধ মন।
এতে মা রাখে পুত্র পণ!
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন।
ওরে মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
আজ আল্লাহ্‌র নামে জান কুরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জনপদে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। কুরবানীর দিনগুলোতে সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে কুরবানী ঈদের বিশেষ ক্রোড়পত্র ছাপানো হয়। কোন কোন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ বহু পৃষ্ঠাব্যাপী কুরবানীর ঈদ সংখ্যা ছাপেন। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় বিশেষ অনুষ্ঠান মালা পরিবেশিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখা-পড়া ও চাকুরীর জন্য বাড়ী থেকে দূর-দূরান্তে চলে যাওয়া মানুষগুলো পরিবার-পরিজনের সাথে কুরবানীতে অংশগ্রহণের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হ'লেও বাড়ীতে চলে আসেন। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই সাজ-সাজ রব পরিলক্ষিত হয়। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, রাজা-প্রজা সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলেই খোলা আকাশের নীচে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের ছালাত আদায় করে। ছালাতের পর সকলে একসাথে কুরবানী করে কুরবানীর গোশত গরীব-দুঃখী, বন্ধু-

বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণের যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তা সত্যিই অবিস্মরণীয়।

আরব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী :

আরব দেশে প্রাচীনকালে 'আতিয়া' ও 'ফারা' নামক দু'ধরনের বলিদান অনুষ্ঠান বা এক বিশেষ ধরনের কুরবানী প্রথা চালু ছিল। রজব মাসে অনুষ্ঠিত হ'ত বলে এ কুরবানীকে রাজাবিয়াহও বলা হ'ত। যে দেবতার নামে এই বলিদান অনুষ্ঠিত হ'ত বলিদানের পর নিহত পশুর রক্ত তার উপর নিক্ষেপ বা লেপন করা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন *(বুখারী হা/৫০৫১; মুসলিম হা/৩৬৫২)*।

জাহেলী যুগে আরববাসীগণ লাত, উযযা, হুবল এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত এমনি ধরনের অজস্র বুত-প্রতিমা তথা গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করত। স্বীয় পুত্রের প্রাণ বলি দিয়ে প্রতিমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করত। অনেকেই মূর্তির নামে নিজ নিজ সন্তানদেরকে গলা কেটে বা সমুদ্রে ডুবিয়ে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করাকে পরম পূণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করত। এমনিভাবে তারা পশু যবেহ করে মূর্তির উপর চড়িয়ে দিত। কখনও বা এইরূপ করত যে, মৃত ব্যক্তির কবরের উপর কোন জানোয়ার বেঁধে রেখে আসত এবং তাকে ঘাস-পানি অথবা কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য না দিয়ে এমনিই ফেলে রাখত। অবশেষে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জানোয়ারটি সেখানেই মরে যেত। এহেন নিষ্ঠুর মানবতাহীন কাজটিকেও তারা কুরবানী ও পূণ্যের কাজ বলে মনে করত।

প্রত্যেক উম্মাতের কুরবানীর সংস্কৃতি ছিল :

কুরবানীর এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু মুসলমান, হিন্দু, ইহুদী, নাছারা ও জাহেলী যুগের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মাতের উপর কুরবানীর বিধান ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ 'প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছি, যাতে তারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো যবাহের সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। যা তিনি তাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন' *(হজ্জ ৩৪)*।

কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির অপচেষ্টা এবং তা প্রতিহত করণ :

সকল ধর্মেই কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। কেউ কোন দিন এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে এমনটি জানা যায় না। একমাত্র এডভোকেট তরিকুল আলম নামক জনৈক নরকের কীট ব্যতীত। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ শতকে উক্ত এডভোকেট এই মর্মে নিবন্ধ লিখেছিল যে, ঈদুল আযহার পশু কুরবানী দেয়া নিছক পশু হত্যা বৈ অন্য কিছু নয়! বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর দেশে এ সংস্কৃতি বন্ধ করা উচিত'। এই বলে সে কুরবানীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এবং তার সাথে আরও কতিপয় নাস্তিক সুর মিলিয়েছিল। তৎকালীন আলেম-ওলামা, কবি-সাহিত্যিকগণ এর দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়েছিলেন।

বিদ্রোহী কবির কবিতার ধমকেই সেদিন কুরবানীর বিরুদ্ধবাদীগণ হটে গিয়েছিল। এ ছাড়াও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' পুস্তকের সুবিখ্যাত 'গো-দেওতা কা দেশ' রচনাটিও বিরোদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

কুরবানীর শিক্ষা :

মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাহে কুরবানী দেয়ার সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেভাবে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানবজাতিকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সে আদর্শ ও প্রেরণায় আমরা আমাদের জীবনকে ঈমানী আলোয় উজ্জীবিত করব, এটাই কুরবানীর মৌলিক শিক্ষা। ত্যাগ ছাড়া কখনোই কল্যাণকর কিছুই অর্জন করা যায় না। মহান ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত প্রশান্তি। কুরবানী আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াবী সকল মিথ্যা, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, যুলুম, হানাহানি, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, অহমিকা, লোভ-লালসা ত্যাগ করে পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে।

পশু কুরবানী মূলত নিজের নফস তথা কুপ্রবৃত্তিকে কুরবানী করার প্রতীক। কুরবানী আমাদেরকে সকল প্রকার লোভ-লালসা, পার্থিব স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার জৈবিক আবিলতা হ'তে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে মহান স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত বান্দা হওয়ার প্রেরণা যোগায় এবং সত্য ও হকের পক্ষে আত্মোৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। কুরবানীর স্বার্থকতা এখানেই। তাই পশুর গলায় ছুরি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, কুফর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, রিয়া, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মগর্ব, আত্মঅহংকার, কৃপণতা, ধনলিপ্সা, দুনিয়ার মায়া-মুহাব্বত কলুষতার মত যেসব জঘণ্য পশুসুলভ আচরণ সযত্নে লালিত হচ্ছে তারও কেন্দ্রমূলে ছুরি চালাতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি মুহূর্তে প্রভুর আনুগত্য, আজ্ঞাপালন ও তাক্বওয়ার দ্বিধাহীন শপথ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু মুসলিম মিল্লাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। যুগ-যুগান্তরের প্রতিটি ধর্মে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের কুরবানীর পদ্ধতি ও মুসলিম মিল্লাতের কুরবানীর পদ্ধতির মাঝে বহু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের কুরবানী নিছক কোন আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, বরং এটি আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, আত্মসমর্পণের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি কোন কপোল-কল্পিত উপাখ্যান বা কল্পনা ফানুসের ফলশ্রুতি নয়। বরং এ কুরবানীর সংস্কৃতির প্রবর্তক স্বয়ং মহান আল্লাহ। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) যে অবিস্মরণীয় ত্যাগ, আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় ও পালনীয় কল্পে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আবহমানকাল যাবৎ চলে আসছে। শুধু পশুর গলায় ছুরি চালানোতে কোন সার্থকতা নেই, বরং কাম-রিপু, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা-দাম্ভিকতা, অবৈধ অর্থ লিপ্সা, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতাসহ যাবতীয় মানবীয় পশুত্বের গলায় ছুরি চালাতে পারলেই কুরবানী সার্থকতা বয়ে আনবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

আল্লাহ্‌র নিদর্শন

*রফীক আহমাদ**

এ পৃথিবীর সকল বস্তুরই একটা নাম ও নিদর্শন রয়েছে। উক্ত নাম ও নিদর্শনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কও রয়েছে, যা তার পরিচয় বহন করে। প্রত্যেকের নিদর্শন দ্বারাই একে অপরকে চিনে, জানে ও বিশ্বাস করে। মানুষ ছাড়া যত প্রকারের চেনা-জানা প্রাণী বা গৃহপালিত ও বন্য পশু, হিংস্র-শান্ত জীব-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ রয়েছে, তাদেরকেও তাদের নিদর্শন দ্বারা চেনা সম্ভব। প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদরাজির বিভিন্ন নিদর্শন তাদের নামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কোন প্রকারের কার্পণ্য করে না। অনুরূপভাবে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, হ্রদ, সমভূমি, মরুভূমি, মালভূমি, বণ-জঙ্গল ইত্যাদিও তাদের নিজ নিজ নিদর্শন দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে।

এতদ্ব্যতীত মানবজাতির বসবাসরত বড় বড় শহর-বন্দর, হাট-বাজার, গ্রাম-গঞ্জ ইত্যাদির বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ, টাওয়ার, ভবন, মাঝারি বাড়ি-ঘর, ছোট ছোট বসতি, সরকারী বেসরকারী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, অফিস-আদালত, ডাকঘর, মসজিদ, মন্দির, খেলার মাঠ ইত্যাদিরও এক একটি পৃথক নিদর্শন আছে। আবার বিশ্বের দেশ বা রাষ্ট্রগুলো পৃথকভাবে নিজ নিজ ধন-সম্পদ, শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমরশক্তি দ্বারা তাদের নিদর্শন প্রকাশ করে। সুতরাং নিদর্শনই হ'ল, যেকোন বস্তুর পরিচয় দানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অস্তিত্ব, সবকিছু যে তাঁরই সৃষ্টি এবং সমগ্র সৃষ্টি যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে। এসব মানব মণ্ডলীকে বুঝানোর জন্য অসংখ্য নিদর্শন পেশ করেছেন। এসবের মাধ্যমে তাঁকে জানা ও চেনা যায়। আল্লাহ্‌র এসব নিদর্শন জানা-শোনা, বোঝা ও বর্ণনার আগে তাঁর পরিচয় জানা দরকার। মহান আল্লাহ হ'লেন এক ও অদ্বিতীয় চিরঞ্জীব অসীম সত্তা। তিনি অসীম ও অনন্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বাদশাহ। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুর তিনিই স্রষ্টা, তিনি মহাজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞান, রাজত্ব, ক্ষমতা ও সৃষ্টির সীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছেন। অতঃপর যথাসময়ে তিনি সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হবেন এবং হিসাব নিবেন। তাঁর সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা-শোনা, বোঝা ও বিশ্বাসের জন্য তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অসংখ্য নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এগুলোর কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানসীমার অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট অধিকাংশই জ্ঞানের বাইরে অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মহাশূন্যে এমন নক্ষত্র মণ্ডলের অস্তিত্বও আমাদের জানা হয়ে গেছে- যেসব নক্ষত্র থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে শত শত কোটি বছর লেগে যাওয়ার কথা। আরও জানা যায়, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের উপগ্রহ মাত্র- সেই সূর্যের মত শত সহস্র কোটি নক্ষত্র নিয়ে সে আলাদা একটা পরিপূর্ণ জগৎ রয়েছে, তাকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। ঐ সুদূর প্রান্তের ছায়াপথের বিরাটত্বের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু ছাড়া কিছুই নয়। ঐ ছায়াপথে যে সব নক্ষত্রের অবস্থান সে সবের পরিমণ্ডল খুবই বৃহৎ। সেখানে দৃশ্যমান ছায়াপথের পুঞ্জিভূত নক্ষত্ররাজির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছতে সেই আলোর সময় লাগে প্রায় ৯০,০০০ (নব্বই হাযার) বছর।

আমরা যে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত, সেই ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাযার কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, এর অর্ধেক নক্ষত্র আমাদের সূর্যের মত এবং সূর্যের মতই তাদের বিভিন্ন গ্রহ রয়েছে। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত দশ হাযার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অন্তত ৫ হাযার কোটি নক্ষত্র আমাদের সূর্যের মতই ধীরে ধীরে আবর্তিত হচ্ছে। এর কারণ ঐসব নক্ষত্রের চারদিকে ঘিরে আছে বিভিন্ন গ্রহ। সেগুলো উপগ্রহের মতই স্ব স্ব কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। ঐসব নক্ষত্র আমাদের থেকে এতদূরে অবস্থিত যে, তাদের গ্রহসমূহের অবস্থান আমাদের পর্যবেক্ষণের বাইরে।

নিম্নে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সম্পর্কিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত হ'তে কয়েকটি উপস্থাপন করা হ'ল। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকা সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তার দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সব বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৬৩-১৬৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ, অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন। যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও' *(রা'দ ১৩/২)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً– وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَّهَّاجاً– 'আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ' *(নাবা ৭৮/১২-১৩)*।

অন্য আয়াতে একইভাবে এসেছে, 'তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন, যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি' *(আন'আম ৬/৯৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তিনিই তোমাদের কাজে

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকা সমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(নাহল ১৬/১২)*।

আল্লাহ্র অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিরাজিই হ'ল তাঁর অন্যতম নিদর্শন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উর্ধ্বজগতে সৃষ্ট আমাদের দৃষ্টিসীমাভুক্ত বস্তুগুলোর আশ্চর্যতম অবস্থান ও নিয়মানুবর্তিতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাঁর বৃহৎ সৃষ্টিরাজির মধ্যে যেমন অকল্পনীয় জ্ঞানের অপরিমেয় প্রযুক্তি রয়েছে, একইভাবে ক্ষুদ্র সৃষ্টির বিচিত্রতায়ও রয়েছে পর্বত প্রমাণ জ্ঞানের সমাহার। পবিত্র কুরআনে এগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব মূল্যবান তথ্যগুলো উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী, তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে। তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এথেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য' *(আন'আম ৬/৯৫-৯৯)*। তিনি আরো বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيْقَكُم مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজ সমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও' *(রূম ৩০/৪৬)*।

এ সূরারই অন্য আয়াতে এসেছে, 'তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শন, রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের ডাক দিবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ' *(রূম ৩০/১৯-২৬)*।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সর্বত্র আল্লাহ্র নিদর্শন ব্যাপক। এই মহাসত্যের সমর্থনে পবিত্র আল-কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বব্যাপক মর্মার্থের এই আয়াতগুলো গভীর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। এ লক্ষ্যে আরো কিছু আয়াত উল্লেখ করা হ'ল। আল্লাহ বলেন, 'হা-মীম, প্ররাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন কথায় তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে'? *(জাছিয়া ৪৫/১-৬)*।

অন্যত্র আরো এসেছে, 'আপনি কি দেখেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর আপনি দেখেন যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা

তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। আল্লাহ দিন-রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নগণের জন্য চিন্তার উপকরণ (নিদর্শন) রয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। আমিও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন' *(নূর ২৪/৪১-৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُـــوْنَ– 'তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(নাহল ১৬/৭৯)*।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে এ পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব বা রাজত্ব দান করেছেন। অতঃপর পৃথিবীতে চলার মত সুন্দর জ্ঞান দান করেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা সে ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা বিচার করে চলবে।

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দ্বারা গোটা মানবজাতিকে জ্ঞানদানের প্রয়াসে তাঁর সৃষ্ট বস্তুগুলোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাক্ষমতায় সৃষ্ট আকাশমণ্ডলী তথা বিনা খুঁটিতে সপ্ত আকাশ ও মহা আরশ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র ও অসংখ্য তারকারাজির সৃষ্টি, বাতাস, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শীলাবৃষ্টি, আলো-অন্ধকার ইত্যাদির মালিকানা ও এসবের বৈশিষ্ট্য সমূহও বর্ণনা করেছেন। যমীনের বুকে সৃষ্ট বিশাল জলরাশির উপর সর্বময় প্রভুত্ব, স্থলভাগের উপর উদ্ভিদ ও ফল ফসলাদি সৃষ্টিতে বাতাস, বৃষ্টি ও অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টিও তাঁর মহানিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন। এতদ্ব্যতীত যমীনের বুকে সৃষ্ট মানব ও অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি রহস্য বা সৃষ্টির বিচিত্রতার নিগূঢ় তথ্যও বর্ণিত হয়েছে পবিত্র গ্রন্থে।

আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। সৃষ্টির প্রথম হ'তে অদ্যাবধি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অসীম নিদর্শনাবলী চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশাবলী দ্বারা নিদর্শন সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল হওয়ার পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আবহমানকাল ধরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাসী নয়, বরং কোন কোন যুগে আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অবহেলা, অবজ্ঞা, উপহাসাচ্ছলে অমান্য করে অনেক সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালের ঐসব পাপী ও সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র হুকুমে সমূলে ধ্বংস হয়েছে। ঐসব ধ্বংস ইতিহাস হ'তে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ পেশ করা হ'ল। পূর্ববর্তীদের ধ্বংসকাহিনী অবহিত করতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে বলেন, 'তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদের দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি' *(আন'আম ৬/৬)*।

এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'সুনিশ্চিত বিষয়! সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি জানেন সেই সুনিশ্চিত বিষয় কী? আদ ও ছামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল, অতঃপর ছামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়কারী বিপর্যয় দ্বারা এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? ফিরআউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। তারা তাদের পালনকর্তার রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কর্ণ এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগীরূপে গ্রহণ করে' *(আল-হাক্কাহ ৬৯/১-১২)*।

অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'আমি কারূণ, ফেরআউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল, কিন্তু তারা জিতে যায়নি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তর সহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে' *(আনকাবূত ২৯/৩৯-৪০)*।

উপরে বর্ণিত জাতির ধ্বংসের কারণ হচ্ছে তাদের কার্যকলাপে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। যা আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনাবলী থেকে ফিরিয়ে দিব। তারপর তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাঁতে বিশ্বাস করতে পারবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই সেই পথ তারা অনুসরণ করবে। এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ সম্বন্ধে ওরা অমনোযোগী। তাদের কর্ম নিষ্ফল হবে যারা আমার নিদর্শন সমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করবে সেই মতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪৬-১৪৭)*।

[চলবে]

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৭০] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে উহা করলে উহাই আল্লাহ্‌র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[৭১]

(২) কুরবানীর পশু : উহা তিন প্রকারঃ উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৭২] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[৭৩] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথাঃ স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[৭৪]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[৭৫] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৭৬]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৭৭] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন.... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ أُمَّـــةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্‌র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৭৮]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَ عَتِيْـــرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৭৯] উল্লেখ্য যে, ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৮০] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৮১]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[৮২] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[৮৩]

(৭) যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ মহান) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[৮৪]
(৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে)।[৮৫] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৮৬] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার'।[৮৭]

---

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।
২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; হাকেম (বৈরুতঃ তাবি), ৪/২২৩।
৩. আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।
৪. কিতাবুল উম্ম (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।
৫. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।
৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।
৮. মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১০. তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' (ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ), সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরুতঃ ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।
১১. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লীঃ ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।
১২. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
১৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।
১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।
১৫. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪০৪ হিঃ), ২৬/৩০৮ পৃঃ।
১৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
১৮. বায়হাক্বী ৯/২৮৭; আবু ইয়া'লা, মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১।

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৮৮]

(৯) গোশত বন্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও একভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৮৯]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[৯০]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[৯১] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে (তওবা ৬০)।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৯২]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৯৩] তিনি কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন।[৯৪]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহর রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৯৫]

(১৬) কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল :

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহর রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[৯৬]

১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
২০. হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
২২. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
২৩. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
২৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৫ পৃঃ।
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
২৭. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, و صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ و أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ و مَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ- 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।
৪. বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৫. মুসলিম হা/১১৩০। ৬. মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।
৭. মুসলিম হা/১১৩৪।

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মুর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*
১০. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।*
১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*
১৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

অর্থনীতির পাতা

ইসলামের আলোকে হালাল রূযী

*ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

ইসলামে হালাল রূযীর গুরুত্ব অপরিসীম। রূযী হালাল ও হারাম দু'টিই হ'তে পারে। যখন কোন মানুষ অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে তখন তা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। যেসব জিনিসের বৈধ হওয়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত তা-ই হালাল। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত ও অনুমোদিত পথে যে আয়-রোযগার করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন ইসলামী জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামের দিকনির্দেশনা হ'ল হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, জুয়া, মিথ্যাচার, প্রতারণা ইত্যাদি অসামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়ে জীবিকা উপার্জন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, পবিত্র, উত্তম ও উপাদেয় তাই আল্লাহ পাক হালাল করেছেন। অন্যদিকে যা বিপদজ্জনক এবং ক্ষতিকর তা হারাম করেছেন। বস্তুতঃ ইসলামী শরী'আতে হারামের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং হালালের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ও সুপ্রশস্ত।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ পাক এ সেরা সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট ঘোষণা হ'ল, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، مَا أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْق وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنِ- 'আমি জিন এবং মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে কোন রিযিক চাই না এবং তাদের থেকে আমি খাবারও চাই না' *(যারিয়াত ৫৬-৫৭)*। মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রূযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। এ আয়াতে হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রূযী খাওয়া অত্যাবশ্যক।[৯৭] হারাম খাদ্য খেলে মনের মধ্যে খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হয়, ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দো'আ কবুল হয় না।[৯৮] অন্যদিকে হালাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মানব মনে এক প্রকার আলো সৃষ্টি হয়, যা অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে এবং সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগ আসে, পাপের কাজে ভয় আসে এবং দো'আ কবুল হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً- 'হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর' *(মুমিন ৫১)*। হালাল খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ বান্দার কোন দো'আ কবুল করবেন না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি একমাত্র পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। আল্লাহ রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎ আমল কর'। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল পবিত্র রিযিক হ'তে খাও'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করেন, 'কোন ব্যক্তি দূর-দূরান্তে সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলা-বালি লেগে আছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে তুলে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারামই খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হবে'?[৯৯]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিজের উপার্জিত আহার সর্বোত্তম। তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত'।[১০০] অন্য হাদীছে এসেছে,

---

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা।*

৯৭. মুসলিম হা/১০১৫।

৯৮. মুসলিম হা/১০১৫।

৯৯. মুসলিম হা/২৭৬০; মিশকাত হা/২৭৬০।

১০০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৮, ২১২৮; মিশকাত হা/২৭৭০; ইরওয়াউল গালীল ৬/৬৬, হাদীছ ছহীহ।

وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ-

আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে'।[১০১] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

وعن سعيد بن عمير عن عمه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُوْرٍ-

সাঈদ ইবনু উমায়ের তার চাচা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন প্রকার উপার্জন উত্তম। তিনি বললেন, 'হাতের কাজ এবং হালাল ব্যবসার উপার্জন'।[১০২]

ইসলামী দিকনির্দেশনা মোতাবেক হালাল পথে রূযী রোযগার করলে সেটিও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'অতঃপর যখন ছালাত শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আ ১০)*। এ আয়াতে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত আদায়ের পরই রিযিক অন্বেষণের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ- 'আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা' *(জুম'আ ১১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ- 'আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে' *(হূদ ৬)*।

পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষকে পাঠানো হয়েছে। বান্দার পার্থিব জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব পরকালে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের ময়দানে বনু আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, সেই পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ অর্ধ হাত পরিমাণ সামনে অগ্রসর হ'তে পারবে না। তারমধ্যে একটি হ'ল 'সে কোন পথে রূযী উপার্জন করেছে'।[১০৩] রূযী হালাল পথে উপার্জিত না হ'লে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মুক্তির কোন পথ খোলা থাকবে না। কাজেই শরী'আত নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে রূযী-রোযগার করতে হবে। অলসতা ও কুড়েমী করে বসে থাকা যাবে না। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদির কোনটিকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কোন কাজকে অবহে'লা না করে সাধ্যানুযায়ী যে কোন হালাল পেশা বেছে নিতে হবে। নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ- 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন'।[১০৪] আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- 'আর আমি দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে যে, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর, হে পক্ষীকুল! তোমরাও তাই কর। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাঁকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি *(সাবা ১০-১১)*।

দাঊদ (আঃ) ছাড়াও অন্যান্য নবীগণ কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন। যেমন- মূসা (আঃ) দীর্ঘ আট বছর ধরে শু'আইব (আঃ)-এর বাড়িতে কাজ করেছেন। যাকারিয়া (আঃ) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন।[১০৫] নূহ (আঃ) জাহাজ নির্মাণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে হ'লে হালাল রূযী উপার্জনের কোন বিকল্প নেই। হালাল পথে উপার্জিত রূযী ভক্ষণে মানুষের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়, সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে এবং সত্যানুরাগী হ'তে সহায়তা করে। অন্যদিকে হারাম রূযী মানুষের দেহ-মনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, নৈতিক অধঃপতনের প্রেরণা যোগায় এবং বিপথগামী হ'তে সহায়তা করে। তাই আসুন! আমরা নশ্বর এই দুনিয়ার লোভ-লালসা পরিহার করে হালাল রুযী উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করি এবং চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসাবে জান্নাত লাভে সচেষ্ট হই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হালাল রুযী উপার্জনের তাওফীক দিন-আমীন!

১০১. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৭৩০; মিশকাত হা/২৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১০২. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৬৮৮।*
১০৩. *আবু ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), হা/২৪১৬, পৃঃ ৬১২।*
১০৪. *বুখারী, হা/৫৪৪; মিশকাত হা/২৭৫৯।*
১০৫. *রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪, মুসলিম হা/৫৪৩।*

রায়হানা বিনতু শামঊন (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

রায়হানা বিনতু শামঊন (রাঃ) বানু নাযীর বা বানু কুরাইযা গোত্রের মহিলা ছিলেন। যুদ্ধবন্দী হিসাবে তিনি রাসূলের নিকটে নীত হন। অতঃপর ইসলাম কবুল করার মাধ্যমে রাসূলের স্ত্রীদের মত মর্যাদা লাভের ঈর্ষণীয় সম্মানে ভূষিতা হন। এই মহিয়সী রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা আলোচ্য নিবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

নাম ও বংশপরিচয় :

তাঁর নাম রায়হানা। তাঁর পিতার নাম শামঊন মতান্তরে যায়েদ। তাঁর পিতার নাম ও বংশপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর বংশপরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন- রায়হানা বিনতু শামঊন বিন যায়েদ। কেউ বলেছেন, রায়হানা বিনতু যায়েদ বিন আমর বিন ক্বানাফা মতান্তরে খানাফাহ।[১০৬] ইবনু সা'দ তাঁর বংশধারা এভাবে বলেছেন, রায়হানা বিনতু যায়েদ বিন আমর বিন খানাফাহ বিন শামঊন বিন যায়েদ।[১০৭] ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর বংশ পরম্পরা এভাবে উল্লেখ করেছেন, রায়হানা বিনতু শামঊন ইবনে যায়েদ ইবনে খানাফাহ।[১০৮] ইবনু ইসহাক বলেছেন এভাবে, রায়হানা বিনতু আমর ইবনে খানাফাহ।[১০৯] অন্যত্র আছে- রায়হানা ইবনাতু আমর ইবনে হুযাফাহ।[১১০] তাঁর বংশ-গোত্র নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ও ইবনু সা'দ তাকে বনু নাযীর গোত্রের বলে উল্লেখ করেছেন।[১১১] ইবনু ইসহাক, ইবনু আব্দিল বার্র ও হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) তাঁকে বনু কুরাইযা কবীলার বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন যে, অধিকাংশের মত হচ্ছে- তিনি বনু কুরাইযা গোত্রের ছিলেন।[১১২] কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ বলেন, তিনি বনু কুরাইযার হাকাম নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এজন্য কোন কোন বর্ণনাকারী তাঁকে বনু কুরাইযার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন।[১১৩]

জন্ম ও শৈশব :

উম্মুল মুমিনীন রায়হানা (রাঃ)-এর জন্ম সাল সম্পর্কে যেমন কিছু জানা যায় না, তেমনি তাঁর শৈশব-কৈশোরের অবস্থাও অজ্ঞাত। কেননা এ বিষয়ে চরিত্রকার ও ঐতিহাসিকগণ কিছুই বর্ণনা করেননি।

প্রথম বিবাহ :

বনু কুরাইযার আল-হাকাম নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বনু কুরাইযার হাকীম নামক এক ব্যক্তির সাথে রায়হানা (রাঃ)-এর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১১৪]

ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের সাথে বিবাহ :

৫ম হিজরীর যুলকা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ মাসে বনু কুরাইযার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তার স্বামী নিহত হয় এবং তিনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে রাসূলের নিকটে নীত হন। গনীমত বণ্টনে তিনি রাসূলের অংশে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গনীমত বণ্টন শেষ করে রায়হানা (রাঃ)-কে উম্মুল মুনযির সালমা বিনতু ক্বায়সের গৃহে পাঠান। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে বনু কুরাইযার যুদ্ধ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং বন্দীদের বণ্টন সম্পন্ন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মুল মুনযিরের বাড়ীতে গিয়ে রায়হানাকে ডেকে বললেন, ان اخترت الله ورسوله واختارك رسول الله لنسفه 'যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এখতিয়ার কর, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল তোমাকে নিজের জন্য পসন্দ করবেন'। তখন তিনি বললেন, إني اختار الله ورسوله 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পসন্দ করি'। অপর একটি বর্ণনায় আছে, রায়হানা যুদ্ধ বন্দীনী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নীত হ'লে তিনি তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে ইসলাম কবুল করতে পার, ইচ্ছা করলে স্বধর্মের (ইহুদী) উপর কায়েম থাকতে পার। তিনি বললেন, أنا على دين قومى 'আমি আমার জাতির ধর্মের উপরে আছি'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إن اسلمت اختارك رسول الله لنفسه– 'তুমি মুসলিম হ'লে আল্লাহ্র রাসূল নিজের জন্য তোমাকে এখতিয়ার করবেন'। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন ও নিজ কথার উপর অটল থাকলেন। এতে রাসূল (ছাঃ) মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং রায়হানাকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বসেছিলেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তির পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তিনি বললেন, এই ব্যক্তি হচ্ছে ছা'লাবা ইবনু সা'ইয়াহ, সে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। সে এসে রাসূলকে বললেন, রায়হানা ইসলাম কবুল করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানাকে (দাসী হিসাবে) গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হন। তিনি আমৃত্যু রাসূলের নিকটে ছিলেন।[১১৫] ইসলাম গ্রহণ

১০৬. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়িযিছ ছাহাবাহ্, ৮ম খণ্ড, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃঃ ৮৮; আনসাবুল আশরাফ, পৃঃ ১৯৫।*

১০৭. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ১০২।*

১০৮. *ইবনু আবদিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ২/৯৭।*

১০৯. *ইবনু কাছীর, আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২।*

১১০. *ইবনু ইসহাক, আস-সীরাহ আন-নবাবিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।*

১১১. *ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮।*

১১২. *আল-ইস্তি'আব ২/৯৭।*

১১৩. *আত-তাবাকাত ৮/১০২।*

১১৪. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, ১০৩।*

১১৫. *আল-ইছাবাহ ৮/৮৮; আত-তাবাক্বাত ৮/১০৪।*

করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে আযাদ করে দেন এবং তাকে সাড়ে বার উকিয়া বা ৫০০ দেরহাম মহর প্রদান করে বিবাহ করেন।[১১৬] এটা ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে।[১১৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর পর্দার বিধান আরোপ করেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের যেরূপ খাদ্যদ্রব্য দান করেছিলেন, তদ্রূপ রায়হানাকেও দিয়েছিলেন।[১১৮] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানাকে দাসী হিসাবে স্বীয় মালিকানায় রেখেছিলেন, তাকে আযাদ করেননি এবং তাকে বিবাহও করেননি। কিন্তু ইবনু সা'দ বলেন, ما روى لنا فى عتقها وتزويجها وهو أثبت الأقاويل عندنا وهو الأمر عند أهل العلم، 'তাঁর আযাদ হওয়া ও বিবাহের ব্যাপারে যা আমাদের নিকটে বর্ণিত হয়েছে, তা আমাদের নিকটে অধিক প্রতিষ্ঠিত কথা এবং বিদ্বানগণের নিকটে এটি অধিক শক্তিশালী'।[১১৯] ইবনু ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। মৃত্যু অবধি দাসী হিসাবে তিনি রাসূলের মালিকানায় ছিলেন। কালবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানাকে আযাদ করে বিবাহ করেন।[১২০]

অন্য বর্ণনায় আছে, রায়হানা (রাঃ) উম্মুল মুনযিরের গৃহে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তাঁর একটি ঋতু অতিবাহিত হয়। তিনি পবিত্র হ'লে উম্মুল মুনযির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে রায়হানার পবিত্রতার খবর দিলেন। তখন তিনি উম্মুল মুনযিরের বাড়ীতে গেলেন।[১২১] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানকে ডেকে বললেন, যদি তুমি পসন্দ কর যে, আমি তোমাকে আযাদ করে দেই এবং বিবাহ করি তাহ'লে তাই করব। কিংবা যদি তুমি আমার মালিকানায় থাকা পসন্দ কর (তবে তাই হবে)। তিনি বললেন, يا رسول الله اكون فى ملكك أخف على وعليك، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার মালিকানায় থাকব, যা আমার জন্য ও আপনার জন্য হালকা হবে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে (দাসী হিসাবে) নিজ মালিকানায় রাখলেন। আমৃত্যু তিনি রাসূলের মালিকানায় ছিলেন। উম্মুল মুনযিরের বাড়ীতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায়হানার সাথে বাসর যাপন করেন।[১২২] আয-যুহরী বলেন, كانت امة رسول الله فأعتقها وتزوجها، তিনি রাসূলের দাসী ছিলেন। অতঃপর রাসূল তাকে আযাদ করে বিবাহ করেন।[১২৩]

১১৬. আত-তাবাক্বাত ৮/১০৩।
১১৭. সাইয়েদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুবশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড (কায়রো : দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ২৩৯; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮/১০৩।
১১৮. আল-ইছাবাহ, ৮/৮৮ পৃঃ।
১১৯. আত-তাবাক্বাত ৮/১০৩।
১২০. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রহীকুল মাখতূম (কুয়েত : আল-ইরফান, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ৩১৭।
১২১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩২৭।
১২২. আল-ইছাবাহ, ৮/৮৮; আত-তাবাক্বাত ৮/১০৪; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৪/১৪৫।
১২৩. আল-বিদায়াহ ৫/৩২৭।

চেহারা ও স্বভাব-চরিত্র :

রায়হানা অতি সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, فكانت امرأة جميلة وسيمة 'আর তিনি ছিলেন রূপসী, কমনীয়া মহিলা'।[১২৪] ওয়াক্বেদী বলেন, وكانت ذات جمال 'তিনি সুন্দরী ছিলেন'।[১২৫] তিনি অতীব লাজুক ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, উম্মুল মুনযিরের বাড়ীতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমাকে ডেকে তাঁর সামনে বসালেন। আমি তখন লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাচ্ছিলাম।[১২৬]

তালাক ও রাজা'আত :

রায়হানা (রাঃ) অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না মহিলা ছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এক তালাক প্রদান করেন। এটা তার জন্য এত কষ্টদায়ক ছিল যে, তিনি কষ্টে স্বীয় স্থান থেকে সরতে পারলেন না। সেখানে বসেই তিনি অত্যধিক কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকটে আসলেন এবং তাকে ফিরিয়ে নিলেন (রাজা'আত করলেন)।[১২৭] যুহরীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তালাক দেন, তখন তিনি তার পরিবারের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। ওয়াক্বেদী বলেন, এটা ঠিক নয়। কেননা তিনি রাসূলের নিকটে থাকতেই ইন্তিকাল করেন।[১২৮]

ইন্তিকাল ও দাফন :

রায়হানা (রাঃ) রাসূলের ওফাতের ১৬ মাস পূর্বে মতান্তরে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তিকাল করেন। তাঁকে 'বাক্বীউল গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১২৯]

সমাপনী :

রায়হানা (রাঃ) রাসূলের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে আমৃত্যু তাঁর অধীনে ছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাকে মুহাব্বত করতেন। রিসালাতে মুহাম্মাদীর সংস্পর্শে এসে রায়হানা (রাঃ) নিজের জীবনকে রাঙিয়ে ছিলেন ইসলামের কালজয়ী আদর্শের সমুজ্জ্বল আলোকমালায়। এরপর ইসলামের উপর আজীবন তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মত ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

১২৪. আত-তাবাক্বাত ৮/১০৩।
১২৫. ইছাবাহ ৮/৮৮।
১২৬. আত-তাবাক্বাত ৮/১০৩।
১২৭. তদেব; ফাতহুল আল্লাম, ১/২৩৯; আল-ইছাবাহ ৮/৮৮।
১২৮. ইছাবাহ ৮/৮৮।
১২৯. আত-তাবাক্বাত ৮/১০৩; আল-ইছাবাহ, ৮/৮৮।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[শেষ কিস্তি]

আল্লামা যহীরের জীবনের ছিটেফোঁটা :

দুরন্ত সাহস : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর প্রচণ্ড সাহসী ছিলেন। মক্কার হারামের ইমাম ও সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল বলেন, إنه كان شجاعا، وجريئا، وصريحا، ولا يكتم ما في نفسه ولا تأخذه في الله لومة لائم. 'তিনি দুঃসাহসী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি মনের কথা গোপন রাখতেন না এবং আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তোয়াক্কা করতেন না'।[১৩০] তিনি যা হক মনে করতেন তা প্রকাশে কোন দ্বিধা-সংকোচ বা ভয় কখনো তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। নিম্নে তাঁর সাহসিকতার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হল-

১. আল্লামা যহীর যখন কোন বাতিল ফিরকা সম্পর্কে কোন বই লিখতেন, তখন প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামকে তার কপি পাঠাতেন। এমনকি শী'আ ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরকার লোকদের কাছেও নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সহ বইপত্র পাঠাতেন। পক্ষান্তরে শী'আরা তাঁর বিরুদ্ধে বই লিখত। কিন্তু কখনো তার কাছে সেসবের কপি পাঠাত না। উপরন্তু ঐসব বইয়ে লেখকের ছদ্মনাম ব্যবহার করত। যেমন- আল্লামা যহীরের 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' বইটি প্রকাশিত হলে শী'আদের গুমর ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে শী'আ মহলে হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। জনৈক শী'আ এর প্রত্যুত্তরে 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ ফিল মীযান' নামে একটি বই লিখে। কিন্তু 'সীন-খা' ছদ্মনাম ব্যবহার করে।[১৩১] নিঃসন্দেহে এটি আল্লামা যহীরের সাহসিকতা ও শী'আদের ভীরুতা-কাপুরুষতার দলীল বৈ-কি!

২. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন নূরুদ্দীন ইতর নামে একজন কট্টর হানাফী শিক্ষক 'মুছতালাহুল হাদীছ' (হাদীছের পরিভাষা) পড়াতেন। তিনি এ বিষয়টি পড়ানোর সময় তাতে মাতুরীদী আক্বীদা ঢুকিয়ে দিতেন। আল্লামা যহীর আদব ও সম্মান বজায় রেখে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতেন। পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার ভয় তাঁকে কখনো পেয়ে বসেনি। বরং এক্ষেত্রে তিনি যেটাকে সঠিক মনে করতেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঐ শিক্ষকের কাছে পেশ করতেন।[১৩২]

৩. ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট যাকির হুসাইন মদীনা মুনাউওয়ারায় গেলে তাঁকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আল্লামা যহীর তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শায়খ নাছের আল-উবূদীকে এসে বললেন, আপনি জানেন যে, ইনি ভারতের প্রেসিডেন্ট। যে দেশটি মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কাশ্মীরকে কেড়ে নেয়ার জন্য জোরাজুরি করেছে। অথচ তারা জানে যে, কাশ্মীরীরা ভারতের সাথে একীভূত হতে চায় না। একথা শুনে শায়খ উবূদী বললেন, তুমি কি করতে চাচ্ছ? তখন তিনি বললেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সমালোচনা করব এবং হিন্দুরা মুসলমানদের উপর কি নির্যাতন চালিয়েছে তা বিবৃত করব। শায়খ উবূদী তাঁর আবেগ ও আগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, উনাকে আমাদের সম্মান করা উচিত। কারণ আমরা জানি, তাঁর পদ সম্মানসূচক; নির্বাহী নয়। রাজনৈতিক নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু যহীর যেন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলেন না। কারণ তিনি প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে শায়খ উবূদীর কাছে এসেছিলেন। দ্বীনের প্রতি তাঁর আগ্রহ, মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও সাহসিকতার জ্বলন্ত সাক্ষী এ ঘটনাটি।[১৩৩]

৪. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর কেন্দ্রে ও তাদের মাহফিলে গিয়ে মুনাযারা করতেন নির্ভয়ে-নিঃশঙ্কচিত্তে। ১৯৬৫ সালে ইরাকের সামার্রায় এক রেফাঈ ছূফী নেতার সাথে তাঁর মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ছূফী নেতার দাবী ছিল, সে কারামতের অধিকারী। অস্ত্র তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লামা যহীর এর প্রত্যুত্তরে বিতর্কসভায় বলেছিলেন, যদি অস্ত্র, বর্শা ও চাকু আপনাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে আপনারা কেন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন না? গুলী ও অন্যান্য জিনিস যাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, সেসব লোকের ইরাকের বড্ড প্রয়োজন। তিনি সেখানে ঐ রেফাঈ ছূফী নেতাকে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি আমার হাতে একটা রিভলভার দিন। আমি গুলী ছুঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে কি-না। একথা বলার পর ঐ ভণ্ড ছূফী পালাতে দিশা পায়নি।[১৩৪] একইভাবে তিনি ইরাকের কাযেমিয়াতে গিয়েও শী'আদের সাথে বিতর্ক করেন।[১৩৫]

৫. পাকিস্তানে বাতিল ফিরকাগুলো কর্তৃক আহলেহাদীছদের অপদখলকৃত মসজিদগুলো তিনি পুনরুদ্ধার করতেন।[১৩৬]

বাদশাহ ফয়সালের সামনে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান : আল্লামা যহীর উর্দূ ভাষায় যেমন অনর্গল অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে পারতেন, তেমনি আরবী ভাষাতেও। একবার সঊদী বাদশাহ ফয়সাল পাকিস্তান সফরে আসেন। তখন আল্লামা যহীর

---

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩০. ড. যাহরানী, *শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর*, পৃঃ ৫০।

১৩১. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত*, পৃঃ ৪; ড. যাহরানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩।

১৩২. ড. যাহরানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮।

১৩৩. ঐ, পৃঃ ৫৮-৫৯।

১৩৪. *দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ*, পৃঃ ২৩২।

১৩৫. ড. যাহরানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৮।

১৩৬. ঐ, পৃঃ ৫৮।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি বাদশাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। বাদশাহ তাঁর বিশুদ্ধভাষিতা ও বক্তব্যের স্টাইল শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে বাদশাহকে নিজের পরিচয় দেন।[১৩৭]

সিউলের চাবি যহীরের হাতে : কোরিয়ায় একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আল্লামা যহীর সেখানে যান এবং কোরীয় প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকে সিউলের চাবি প্রদান করেন। অদ্যাবধি এ চাবিটি তাঁর পরিবারের কাছে সংরক্ষিত আছে।[১৩৮]

গাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত : তিনি গাড়িতে চড়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরেই কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন এবং হিফয ঝালিয়ে নিতেন। ভাই আবিদ ইলাহীকে তিনি বলতেন, 'কুরআনের যেকোন স্থান থেকে আমাকে পরীক্ষা করো'। তাঁর হিফযুল কুরআন ছিল খুবই পাকাপোক্ত।[১৩৯]

বাগে আনতে শী'আদের নানান প্রচেষ্টা :

১. ইসমাঈলী শী'আদের নেতা করীম আগা খান (জন্ম : ১৯৩৬) আল্লামা যহীরকে ব্রিটেন সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রতিনিধিকে প্রাইভেট বিমানসহ করাচীতে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল যহীরের সাথে সাক্ষাত করে ইসমাঈলীদের সম্পর্কে বই না লেখার জন্য তাঁকে রাজি করানো। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা আগা খান আল্লামা যহীরকে প্রেরিত এক পত্রে বলেন, 'মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনার লেখালেখি করা উচিত; তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়'। জবাবে আল্লামা যহীর তাকে লেখেন, 'হ্যাঁ, শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁদের শিক্ষার প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের পরিসমাপ্তিকে অস্বীকারকারী কাফের এবং মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের রিসালাতে বিশ্বাসকারীদের সাথে মুসলমানদের ঐক্যের জন্য নয়'।[১৪০]

২. একবার একজন বড় শী'আ আলেম ইমাম খোমেনীর (১৩১৮-১৪০৯ হিঃ) প্রতিনিধি হিসাবে আল্লামা যহীরের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করে তাঁর 'আল-বাবিয়া' ও 'আল-বাহাইয়া' বই দু'টি সম্পর্কে ইমাম খোমেনীর মুগ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানান। আল্লামা যহীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দিবে'? তখন সেই শী'আ আলেম তাঁকে বলেন, আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করব এবং আপনি পাকিস্তানে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে আপনার অনুসারীদের কাছে অবস্থান করব। আল্লামা যহীর তখন বলেন, 'কে জানে যে, হয়ত আপনি খোমেনীর ক্রোধভাজন'। অতঃপর আল্লামা যহীর তাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের কোন বই-ই ছাহাবীগণকে গালি দেয়া থেকে মুক্ত নয় কেন'? এ প্রশ্ন করে তিনি খোমেনীর প্রতিনিধিকে হতচকিত করে দিয়ে 'অছূলুল আখয়ার ইলা উছূলিল আখবার' গ্রন্থটি হাতে নেন। ঐ শী'আ আলেম তখন বলেন, এ বইয়ের কোথায় ছাহাবীগণকে গালি দেয়া হয়েছে তা আমাকে দেখান? আল্লামা যহীর বইটির ১৬৮ পৃষ্ঠা খুলেন যেখানে লেখা ছিল, 'আমরা (শী'আরা) এদেরকে (ছাহাবীগণকে) গালিগালাজ করে ও তাদের সাথে এবং তাদেরকে যারা ভালবাসে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করি'। অতঃপর সেই শী'আ আলেম তাঁকে খোমেনীর একটি পত্র হস্তান্তর করেন এবং সাক্ষাৎ শেষ হওয়ার পূর্বেই ও যহীর পত্রটি পড়ে দেখার পূর্বেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, খোমেনীর ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে আল্লামা যহীর বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করছি, তিনি যেন তাকে দীর্ঘজীবি করেন। তাঁর কথা শেষ না হতেই ঐ শী'আ আলেম বললেন, আপনি আমাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে কথা শেষ করতে দিন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তাকে দীর্ঘজীবি করুন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিন। যতক্ষণ না তিনি ধ্বংস হন এবং মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। একথা শুনে ঐ শী'আ আলেম বলেন, এ কেমন শত্রুতা! অতঃপর মিটিং সমাপ্ত হয়।[১৪১]

৩. একদা ওমানের মিড্‌লইস্ট ব্যাংকের প্রধান আল্লামা যহীরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেন, শী'আদের সম্পর্কে লেখালেখি ছেড়ে দিন, আমি আপনার জন্য দুই মিলিয়ন (২০ লাখ) রিয়াল ব্যয়ে আহলেহাদীছের জন্য একটি মারকায বা কেন্দ্র নির্মাণ করে দিব।[১৪২]

৪. একবার ইরানের প্রেসিডেন্ট খোমেনীর দূত আল্লামা যহীরের বাড়িতে এসে তাঁকে বলেন, শী'আদের সম্পর্কে লেখালেখি বাদ দিন। জবাবে তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলুন, আমি আপনাদের সম্পর্কে লেখালেখি ছেড়ে দিব।[১৪৩]

লাহোর ট্র্যাজেডির একদিন পূর্বে সংলাপ : যারা পাকিস্তানে 'হানাফী-জা'ফরী' ও অন্যান্য ফিকহী মাযহাব বাস্তবায়নের দাবী করে তাদের সাথে লাহোর ট্র্যাজেডির মাত্র একদিন পূর্বে (৮৭-র ২২ মার্চ) আল্লামা যহীর এক সংলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'আমরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিকল্প হিসাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করি না'। সাড়ে ৬ ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনায় তিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করতে থাকেন এবং এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। পরের

১৩৭. *ঐ, পৃঃ ২১৬।*
১৩৮. *ঐ, পৃঃ ২২২।*
১৩৯. *ঐ, পৃঃ ৪৯।*
১৪০. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zaheer, p. 32.*
১৪১. *Ibid, P. 32-33.*
১৪২. *Ibid, P. 79.*
১৪৩. *Ibid.*

দিন বিচারকরা ঘোষণা করেন যে, 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ও তার জামা'আতই হকের উপরে আছেন'।[১৪৪]

অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী : তিনি নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর উপরে পিএইচ.ডি করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাথে একাডেমিক বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে পিএইচ.ডি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রীও দিয়েছিল।[১৪৫]

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও দামী পোষাক পরিধান : আল্লামা যহীর অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিলেন। আমদানী-রফতানী ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কাপড়ের ফ্যাক্টরি ও প্রকাশনা সংস্থাও ছিল।[১৪৬] তিনি অত্যন্ত দামী জামা, জুতা ও চশমা পরিধান করতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সূরা যোহার **১১**নং আয়াত *('তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও')* দ্বারা জবাব দিতেন। তিনি মনে করতেন যে, দ্বীনের দাঈদের স্বচ্ছল হওয়া উচিত, যাতে তাদেরকে কারো মুখাপেক্ষী না হতে হয় এবং তারা নির্দ্বিধায় হক কথা বলতে পারেন। উল্লেখ্য যে, তিনি লাহোরের প্রাচীনতম ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'চীনাওয়ালী'তে বিনা বেতনে খতীবের দায়িত্ব পালন করতেন।[১৪৭]

শী'আদের অভিনব প্রস্তাব : ১৯৮০ সালে আল্লামা যহীর হজ্জ করতে গেলে মক্কায় শী'আদের কয়েকজন বড় মাপের আলেম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ'-এর মতো বই লেখা উচিত নয়। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, 'আপনারা ঠিকই বলেছেন। তবে আপনারা আমাকে বলুন, আমার বইয়ে এমন কোন কথা কি উল্লেখ করা হয়েছে যা আপনাদের বইয়ে নেই'? তখন তারা বলল, হ্যাঁ, সবই আমাদের বইয়ে আছে। তবে বিষয়গুলোকে এভাবে উত্থাপন করা ঠিক নয়। তখন তিনি বলেন, আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন? আল্লামা যহীর তাদের কথা শুনার কারণে তারা আনন্দে বাগবাগ হয়ে বলল, উক্ত বইটি বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার তা প্রকাশ করবেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। তবে এক শর্তে? তারা শর্তটি উল্লেখ করার পূর্বেই আনন্দে বলা শুরু করল, যে কোন শর্তে আমরা রাজি আছি? এরপর আল্লামা যহীর বললেন, আপনাদের যেসকল বই থেকে আমি ঐসব অসত্য কল্পকাহিনী উল্লেখ করেছি সেগুলো সব বাজেয়াপ্ত করুন এবং জ্বালিয়ে দিন, যাতে বাস্তবিকই এর পরে মতদ্বৈততার আর কোন অবকাশ না থাকে এবং আমার পরে ঐসব বই থেকে আর কেউ উদ্ধৃতি দিতে না পারে। আমরা চিরতরে মতদ্বৈততার মূলোৎপাটন করতে চাই। এরপর তারা বলল, আপনি জানেন যে, ওগুলো বিভিন্ন বইয়ের পৃষ্ঠাসমূহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সবার হাতের নাগালে ছিল না। কিন্তু আপনি ঐগুলো একটা বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশন করেছেন এবং মুসলিম ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন? এর জবাবে আল্লামা যহীর দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আমি গ্রন্থ রচনা করে এই সকল আক্বীদাকে সবার হাতের নাগালে নিয়ে এসেছি। অথচ ইতিপূর্বে একটি জাতিই (শী'আ) সেগুলো অবগত ছিল, আর অন্যরা সে সম্পর্কে ছিল বেখবর। আমি এজন্য উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছি যেন উভয় পক্ষই সুস্পষ্ট দলীল ও সম্যক অবগতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং কোন এক পক্ষই যেন শুধু ধোঁকা না খায়। যাতে একদিক থেকে নয়; বরং উভয় দিক থেকেই প্রকৃত ঐক্য অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে আমরা আপনাদেরকে ও আপনাদের বড় বড় নেতাদেরকে সম্মান করব আর আপনারা আমাদের সাথে এবং এই উম্মতের পূর্বসুরী, এর কল্যাণকামী, এর মর্যাদার রূপকার, এর কালিমাকে সমুন্নতকারী মর্দে মুজাহিদদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবেন। আমরা আপনাদের কথা বিশ্বাস করব এবং আমাদের মনের কথা খুলে বলব আর আপনারা 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বন করে যা প্রকাশ করবেন তার বিপরীত চিন্তা-চেতনা সংগোপনে লালন করবেন, তা কস্মিনকালেও হ'তে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি আমার ঐ বইয়ে এমন কিছু পাওয়া যায় যা আপনাদের বইয়ে নেই এবং আমি যদি এমন কোন কিছুকে আপনাদের দিকে সম্পর্কিত করে থাকি যা আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই, তাহলে এর জন্য আমি দায়বদ্ধ। আপনাদের ও অন্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যিনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন। আরব ও অনারবের কোন ব্যক্তিই এটা প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখায়নি।[১৪৮]

পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য :

আল্লামা যহীর পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করতেন, তাদের হকের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণেও তাদের অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি লাহোরে বসবাস করতেন আর তাঁর বাবা-মা থাকতেন গুজরানওয়ালায়। ইসলামাবাদে তাঁকে প্রায়ই যেতে হত। ব্যস্ততা যতই থাক না কেন তিনি যখনই গুজরানওয়ালার পাশ দিয়ে যেতেন, তখন বাবা-মার সাথে সাক্ষাৎ করে তবেই যেতেন। একবার তাঁর বাবা হাজী যহূর ইলাহী অসুস্থ হলে তিনি তাঁকে চিকিৎসা করানোর জন্য লাহোরে নিয়ে আসেন। পিতা তাঁকে বলেন, 'ইহসান! আমি যখন লাহোরে যাব তখন যেন তুমি নিজেকে বড় নেতা ও আলেমে দ্বীন মনে না কর। বরং তুমি আমার কাছে সেই ছোট্টবেলার ইহসান। তুমি ছোটবেলায় যেমন

১৪৪. *'আল-ইস্তিজাবাহ', সংখ্যা ১১, ১৪০৭ হিঃ, বর্ষ ২, পৃঃ ৩৫।*
১৪৫. *১৫/৪/১৪১৯ হিজরীতে ড. যাহরানীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইহসান ইলাহী যহীরের ভাই আবেদ ইলাহী যহীর এ তথ্য দিয়েছিলেন। তবে তখন তিনি ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম স্মরণ করতে পারেননি। দ্রঃ ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯-৯০।*
১৪৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২১।*
১৪৭. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২, ২১৭।*
১৪৮. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ৫-৬।*

আমার নির্দেশাবলী শুনতে, তেমনি এখনও আমার নির্দেশ মেনে চলবে। এশার পরে দেরি না করে দ্রুত বাড়ি ফিরবে। জেনে রাখ! তুমি যহূর ইলাহীর কাছে যেহেতু ছোট, সেহেতু তিনি তোমাকে আদেশ করবেন। দশদিন আল্লামা যহীরের বাবা তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে প্রত্যেকদিন তিনি বাবার নির্দেশমতো এশার পরপরই বাড়িতে ফিরতেন।[১৪৯]

ইবাদত-বন্দেগী :

ছোটবেলা থেকেই আল্লামা যহীর ছালাতের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাক্বী-পরহেযগার ছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন। বিভিন্ন দাওয়াতী প্রোগ্রাম শেষে গভীর রাতে বাড়িতে ফিরলেও তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে তবেই ঘুমাতেন। তিনি অত্যধিক নফল ছিয়াম পালন করতেন এবং আল্লাহ্র কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করতেন। কোন সমস্যায় পড়লেই কাউকে কিছু না জানিয়ে ওমরা পালন করতে চলে যেতেন।[১৫০]

চরিত্র-মাধুর্য :

আদর্শ মানুষ হিসাবে আল্লামা যহীরের চরিত্রে নানামুখী গুণের সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি অত্যন্ত দানশীল, নম্র ও ভদ্র ছিলেন। আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ ব্যয়, গরীব-দুঃখী ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তিনি সর্বদা সামনের সারিতে থাকতেন। অসংখ্য মসজিদ নির্মাণে তিনি নিজে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। কারো চাটুকারিতা ও মোসাহেবি করা ছিল তাঁর চিরাচরিত স্বভাববিরুদ্ধ। যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন তিনি তাকে ভয় করতেন না। বরং তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করতেন।

তিনি মিশুক, রসিক ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। দ্রুত রেগে যেতেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা কঠোরতা ছিল। তবে বক্তব্য প্রদানের সময় তাঁর অন্তর নমর হয়ে যেত। শ্রোতাদেরকে কাঁদাতেন ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতেন। একবার এক মজলিসে রাফেযীদের আক্বীদা ও ছাহাবীগণকে তাদের গালি-গালাজ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। রাফেযীদের প্রতীক্ষিত মাহদী সম্পর্কে আক্বীদা হল, তাদের কল্পিত ইমাম মাহদী যখন আবির্ভূত হবেন, তখন ইফকের ঘটনার জন্য তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বেত্রাঘাত করবেন ও তাঁর ওপর হদ কায়েম করবেন। একথা বলার পর আল্লামা যহীর ছাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি ভালবাসায় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন।[১৫১]

ব্যক্তিগতভাবে তিনি কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করতেন না। যাদের সাথে তাঁর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে মতদ্বৈততা ছিল, তাদের সাথেও তিনি সদাচরণ করতেন। কখনো কারো গীবত, চোগলখুরী ও অকল্যাণ করতেন না।[১৫২]

চিন্তাধারা :

মুসলিম ঐক্য : মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে আল্লামা যহীর বলেন, 'ইসলামী দলসমূহ এবং মাযহাবী গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণই যাবতীয় মতপার্থক্য অবসানের মাধ্যম হতে পারে। যদি সব দল ঈমানদারির সাথে নিজেদের মাযহাবী গোঁড়ামী ছেড়ে এবং দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের মাসআলাগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়ছালা করে এবং যে মাসআলা ঐ দু'টির বিপরীত হবে সেটা ছেড়ে দেয়, তাহলে এভাবে ঐক্য হতে পারে'।[১৫৩]

তিনি 'আল-বেরলভিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে আরো বলেন,

ان الاتحاد والاتفاق لايتأتى دون الاتفاق والاتحاد في العقائد والأفكار وإن الوحدة لا تتحقق مادام الآراء والمعتقدات لم تتوحد لأن الاتحاد والوحدة عبارة عن الاتفــاق في المبــدأ والوجهة. فعلينا جميعا أن نتحد ونتفق بالرجوع إلى كتــاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتصحيح العقائد في ضوئهما ونترك العصبيات والتمسك بأقوال الرجال والتتبع طرق الصوفية والخرافات.

'আক্বীদা ও চিন্তাধারার ঐক্য ছাড়া কোন ঐক্য সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তাধারা ও আক্বীদার ঐক্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা ঐক্যের অর্থই হল মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য। কাজেই আমাদের সবার উচিত কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন, এর আলোকে আক্বীদা সংশোধন, মাযহাবী গোঁড়ামী ও ব্যক্তির মতামত পরিহার এবং ছূফী ও কুসংস্কারবাদীদের পথ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া'।[১৫৪]

ইজতিহাদ : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ হুকুম নির্ধারণের জন্য সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি শুধু ইসলামে ইজতিহাদের প্রবক্তাই নই; বরং আমি একথাও বলি যে, এদেশে ইজতিহাদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে এক্ষেত্রে আমি বল্গাহীন স্বাধীনতার পক্ষে নই।

১৪৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১-৬২।*
১৫০. *ঐ, পৃঃ ৬২।*
১৫১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯, ৬১।*
১৫২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮।*
১৫৩. *ঐ, পৃঃ ৬২।*
১৫৪. *আল-বেরলভিয়া, পৃঃ ১১।*

এক্ষেত্রে এমন স্বাধীনতা থাকাও উচিত নয় যা কুফরী, ফাসেকী ও ফিতনা-ফ্যাসাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিবে'।[১৫৫]

দেশে কোন ফিকহ্ চলবে : এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা কোন ফিকহের-ই বাস্তবায়ন চাই না। কেননা মানুষেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কোন নির্দিষ্ট ফিকহ বাস্তবায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি। ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এখানে স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র ইসলাম বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এমন দু'টি জিনিস যার উপর সকল শ্রেণী ও রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত হতে পারে'।[১৫৬]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লামা যহীর :

১. সাবেক সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, الشيخ إحسان إلهي ظهـير رحمه الله معروف لدينا، وهو حسن العقيدة، وقد قرأت بعض كتبه فسرني ما تضمنته من النصح لله ولعباده والـرد علـى خصوم الإسلام. 'শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) আমাদের নিকট সুপরিচিত। তাঁর আক্বীদা ভাল। আমি তাঁর কতিপয় গ্রন্থ পড়েছি। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য তাতে যে নছীহত এবং ইসলামের শত্রুদের প্রত্যুত্তর রয়েছে, তা আমাকে আনন্দিত করেছে'। তিনি বলেন, نعم الرجل وجهوده طيبة في الـدعوة إلى الله. 'তিনি অত্যন্ত ভাল ব্যক্তি। আর আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়'। তিনি আরো বলেন, له مآثر جميلة، ومؤلفات طيبة نافعـة. 'তাঁর চমৎকার কীর্তি ও উপকারী ভাল বইপত্র রয়েছে'।

২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন বলেন, كرس الشيخ رحمه الله جهوده في الرد على المبتدعة والذب عن السنة ونصرها. 'শায়খ যহীর (রহঃ) বিদ'আতীদের মত খণ্ডন এবং হাদীছের প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতায় তাঁর প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন'।

৩. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, وله جهود طيبة في الرد على أهل البدع وكشف باطلهم، وله مؤلفات كثيرة في ذلك. 'বিদ'আতীদের মত খণ্ডন ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে তাঁর অনেক বই-পুস্তকও রয়েছে'।

৪. মক্কার হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল বলেন, فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير عالم جليل وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة في باكـستان ومن الدعاة المشهورين هناك. 'মাননীয় শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মানিত আলেম এবং সেখানকার দূরদর্শী ও খ্যাতিমান দাঈ'। তিনি আরো বলেন, ويتمتع بقوة في الحجة وشدة في التأثير في خطبه ومواعظـه. 'তিনি দলীল-প্রমাণের বলিষ্ঠতা এবং তাঁর বক্তৃতা ও ওয়ায-নছীহতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন'।[১৫৭]

৫. সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়েখ ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-লিহীদান বলেন, وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثره في بلاد الباكستان وغيرها. 'আক্বীদার প্রতিরক্ষায় তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার পাকিস্তান ও অন্যত্র প্রভাব ছিল'।[১৫৮] তিনি আরো বলেন, فقد كان مجاهدا بلسانه وقلمـه. 'তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে একজন মুজাহিদ ছিলেন'।

৬. শায়খ আব্দুর রহমান আল-বাররাক বলেন, اشتهر بجهاده للرافـضة. 'তিনি রাফেযীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন'।

৭. শায়খ আব্দুল্লাহ আল-গুনায়মান বলেন, قلّ أن يُوجد مثله في شجاعته في مواجهة الباطـل ورده بالأدلـة المقنعـة. 'বাতিলের প্রতিরোধ ও যথোপযুক্ত দলীল দ্বারা তার জবাবদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো দুঃসাহসী ব্যক্তির নাগাল খুব কমই পাওয়া যায়'।

৮. ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস বলেন, وله جهود جبارة في توجيه الـشباب إلى العقيـدة الـسلفية. 'যুবকদেরকে সালাফী আক্বীদার দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর দারুণ প্রচেষ্টা ছিল'।

৯. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসর শায়খ রবী আল-মাদখালী বলেন, عرفته مجاهدا في ميدان العقيدة. 'আক্বীদার ময়দানে আমি তাঁকে একজন মুজাহিদ হিসাবে জেনেছি'।

১০. শায়খ আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, إنه كان مقاتلا من الطراز الأول، لا بالسنان ولكن بالفكر والتعلم واللسان. 'তিনি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন। তবে বর্শা তথা অস্ত্রের মাধ্যমে নয়; বরং চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও বক্তৃতার মাধ্যমে'।

১১. শায়খ মুহাম্মাদ নাছের আল-উবূদী বলেন, لقد عـاش الشيخ إحسان إلهي حميدا ومضى شهيدا إن شاء الله. 'শায়খ

১৫৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৬১।*
১৫৬. *ঐ, পৃঃ ৫৯।*
১৫৭. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৭।*
১৫৮. *দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ, পৃঃ ৫।*

ইহসান ইলাহী প্রশংসিত ব্যক্তিরূপে বেঁচে ছিলেন এবং ইনশাআল্লাহ শহীদ হয়েই (পরপারে) চলে গেছেন'

১২. ড. মারযূক বিন হাইয়াস আয-যাহরানী বলেন, كان عالما ذكيا فذًّا شجاعا، حسن الأخلاق، يقول رأيه ولا يهاب العواقب. 'তিনি অত্যন্ত মেধাবী, অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী ও চরিত্রবান আলেম ছিলেন। পরিণামের ভয় না করে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করতেন'।[১৫৯]

১৩. জীবনীকার মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী বলেন, كان شجاعا في قوله الحق، باحثا عن الحقيقة، ناصحا لأمته. 'তিনি হক কথা বলায় সাহসী, সত্যানুসন্ধানী এবং তাঁর জাতিকে নছীহতকারী ছিলেন'।[১৬০]

১৪. ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী বলেন, كان صاحب خلق، وورع، وكرم، قوي الإيمان، شديد التمسك بدينه قوي في الصدع بالحق. 'তিনি চরিত্রবান, আল্লাহভীরু, দানশীল, সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী, দ্বীনকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধারণকারী এবং হক কথা প্রচারে নির্ভীক ছিলেন'।[১৬১]

১৫. ড. লোকমান সালাফী বলেন, هو الخطيب المسقع العظيم الذي لم يعرف له مثيل في تاريخ باكستان، وقد شهد له بالعظمة في هذا الشأن القاصي، والداني، والصديق، والعدو. 'তিনি অনলবর্ষী শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, পাকিস্তানের ইতিহাসে যার সমতুল্য কেউ নেই। এক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নিকটবর্তী-দূরবর্তী এবং শত্রু-মিত্র সবাই সাক্ষ্য প্রদান করেছে'।[১৬২] তিনি আরো বলেন, هو الكاتب البارع الفذ الذي قمع بقلمه السيال قصور الباطل، وهدم بنيان الفرق الباطلة هدما ليس بعده هدم. 'তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ও অনন্য লেখক, যিনি তাঁর গতিশীল লেখনীর মাধ্যমে বাতিলের রাজপ্রাসাদকে পর্যুদস্ত করেছিলেন এবং বাতিল ফিরকাগুলোর ভিত্তিগুলোকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন'।[১৬৩]

১৬. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জমঈয়তে আহলেহাদীছের শুব্বান বিভাগের সাবেক পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তদানীন্তন সহকারী অধ্যাপক (বর্তমানে প্রফেসর ও আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ) মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আল্লামা যহীরের মৃত্যুতে লাহোরে একটি শোকবার্তা পাঠান। যেটি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'মুমতায ডাইজেস্ট' বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭-তে 'মাকতূবে বাংলাদেশ : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কি শাহাদত পর ইযহারে গাম' (বাংলাদেশের চিঠি : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের শাহাদতে শোক প্রকাশ) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উর্দূ ভাষায় প্রেরিত উক্ত শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের শাহাদতে আমরা সবাই আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। বাংলাদেশের আহলেহাদীছ ছাত্র ও যুবকদের পক্ষ থেকে আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক মরহূম আল্লামাকে স্বীয় খাছ রহমত ও মাগফিরাতে সম্মানিত করুন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়-স্বজনকে পরম ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দান করুন। আমীন!

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ছিলেন তার সময়ের অতুলনীয় বাগ্মী, লেখক, সংগঠক, আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক মুজাহিদ। মুশরিক, বিদ'আতী ও দ্বীন বিকৃতকারীদের বুকে কম্পন সৃষ্টিকারী, নির্ভীক সত্যভাষী আল্লামা যহীরের মৃত্যু এভাবে হওয়াটাই মর্যাদাকর ছিল। জিহাদের ময়দানের সেনাপতিকে খ্যাতির শীর্ষে চমকানো অবস্থায় মহান প্রভু স্বীয় রহমতের ছায়াতলে টেনে নিলেন।

আল্লামা যহীর কি চলে গেছেন? শত্রুরা তাকে মেরে ফেলেছে? কখনোই না। আল-কাদিয়ানিয়াহ, আল-বাহাইয়াহ, আশ-শী'আহ ওয়াল কুরআন, আল-ব্রেলভিয়া এবং তার অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী, সংবাদপত্র, তার তর্জুমানুল হাদীছ, জমঈয়তে আহলেহাদীছ সবই তো তাঁর জীবন্ত কীর্তি।

ফেব্রুয়ারী '৮৫-এর ঢাকা কনফারেন্সে তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণ তো আমরা এখনো শুনতে পাচ্ছি। বাংলাদেশে আগামী সফরে তিনি বাংলায় ভাষণ দিবেন বলে ওয়াদা করে গেছেন। আর আমরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে তাঁকে সেদিন 'শেরে পাকিস্তান' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করব বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলাম। এখন মৃত্যুর পরে কি তাঁকে আমরা উক্ত লকব দিতে পারি না?

এরূপ অতুলনীয় নেতার মৃত্যুতে পাকিস্তানীদের এবং বিশেষ করে আহলেহাদীছ জামা'আত ও জমঈয়তের যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর খাছ রহমতে তার উত্তম বিনিময় দান করুন! আমীন'!! (অনূদিত)[১৬৪]

২৪.০৯.২০১১ তারিখে লেখককে দেওয়া এক লিখিত তথ্যে তিনি বলেন, 'যহীর আমার সাময়িককালের বন্ধু ছিলেন। প্রথমে কলমী, পরে সরাসরি। আমি তাঁকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় বক্তা হিসাবে

---

১৫৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯-১০৩, ১০৫-১০৬।*
১৬০. *শায়বানী, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃঃ ২।*
১৬১. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।*
১৬২. *'আল-ইস্তিজাবাহ', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৩-৩৪; 'আদ-দাওয়াহ', সংখ্যা ১০৮৭, ১৫/৮/১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪০-৪১।*
১৬৩. *'আল-ইস্তিজাবাহ', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ।*
১৬৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১ (লাহোর : সেপ্টেম্বর ১৯৮৭), পৃঃ ১২৩।*

দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলাম। তিনি তা কবুল করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

১৯৮৫ সালে ঢাকায় জমঈয়ত কনফারেন্সে তাঁকে আনার মূল ভূমিকায় ছিলাম আমি। কেন জানিনা ডক্টর ছাহেব তাঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তাঁকে মাত্র ১৫ মিনিট সময় দেন বক্তৃতার জন্য। যার জন্য হাযারো মানুষের আগমন, যার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে হাযারো শ্রোতা, তাঁর জন্য এত সংক্ষিপ্ত সময় নির্ধারণ কেউই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সভাপতির আদেশ শিরোধার্য। আমার বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে যহীর মাইকের কাছে যাওয়ার আগে আমার হাতে হাত রেখে বললেন, 'দিল খারাব না কী জিয়ে' *(মন খারাব করবেন না)*। তারপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানা শেষে ভাষণ শুরুর এক পর্যায়ে ঝলসে উঠে বললেন, *ছদরে জালসা মুঝে পন্দ্রা মিনিট টাইম দিয়ে হ্যাঁয়। ওহ নেহী জানতে হ্যাঁয় কে যহীর কো গরম হোনে কে লিয়ে পন্দ্রা মিনিট লাগতা হ্যায়'* (*সভাপতি ছাহেব আমাকে ১৫ মিনিট সময় দিয়েছেন। উনি জানেন না যে, যহীরের গরম হ'তেই ১৫ মিনিট সময় লাগে*)। এতেই শ্রোতারা সব গরম হয়ে উঠলো। ওদিকে যহীরের বক্তৃতায় আগুনের ফুলকি বের হতে লাগলো। শুরু হ'ল আহলেহাদীছের সত্যতার উপরে একের পর এক কোটেশন টানা ও তার আবেগঘন ব্যাখ্যা। অগ্নিঝরা ভাষণ, অপূর্ব বাকভঙ্গি, যুক্তি আর চ্যালেঞ্জের দাপট, সব মিলে পুরা সম্মেলনটাই হয়ে গেল যহীরময়। সভাপতি ছাহেবও অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন এই তরুণ পাকিস্তানী সিংহের প্রতি। ১৫ মিনিট পেরিয়ে কখন যে সময় ঘণ্টার কাছাকাছি চলে গেছে, কারুরই খেয়াল নেই। যহীর এবার শেষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন- *'বিদ'আতী লোগো! আগার আহলেহাদীছ কা এক মাসআলা ভী তোম ছহীহ হাদীছ কে খেলাফ দেখানা সেকো তো লে আও। তোমহারে লিয়ে যহীর হাফতা ভর হোটেল মেঁ ইন্তেযার করে গা'* (*বিদ'আতীরা শোনো। যদি তোমরা আহলেহাদীছের একটি মাসআলাও ছহীহ হাদীছের খেলাফ দেখাতে পারো, তবে নিয়ে আস। তোমাদের জন্য যহীর হোটেলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে*)। সমস্ত সম্মেলন মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। দক্ষ শিল্পীর মত যহীর এবার দপ করে নিভে গেলেন ও ভাষণ শেষ করে পিছন ফিরে আমার হাত ধরে মঞ্চ থেকে নেমে এসে সোজা একটানে হোটেল 'শেরাটন'। সেখানে এসে চলল বহুক্ষণ তার সরস আলাপচারিতা। সেই সাথে রাগ-ক্ষোভ অনেক কিছু। পাকিস্তান জমঈয়তের নেতাদের সাথে বাংলাদেশ জমঈয়তের নেতার মনোভঙ্গি ও আচরণের সাথে তিনি অনেক মিল খুঁজে পেলেন এবং আমাকে হিম্মত নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। তার তেজস্বিতা, ওজস্বিনী ভাষণ, খোলামেলা আলাপচারিতা ও এক দিনের বন্ধুসুলভ আচরণ আমি আজও ভুলতে পারি না। শত্রুর বোমা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু ঢাকায় তার ঐতিহাসিক ভাষণের অগ্নিঝরা কণ্ঠ আজও আমাদের কানে ভাসছে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন- আমীন!'

১৭. Wikipedia-তে বলা হয়েছে, Allama Ihsan Elahi Zaheer was a Ahle-Hadeeth Muslim great scholar of Islam as well as Author from Pakistan. 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর একজন বড় মাপের পাকিস্তানী আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক ছিলেন'।[১৬৫]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বিংশ শতকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ময়দানে নিয়োজিত এক নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় সিপাহসালার ছিলেন। পাকিস্তানে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে তিনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অগ্নিঝরা বক্তৃতা, ক্ষুরধার লেখনী ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঘুমন্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে অল্প সময়ের মধ্যেই জাগিয়ে তুলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির বীজ বপন করেন।

শী'আ, কাদিয়ানী, ব্রেলভী, বাহাইয়া, বাবিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলো ইসলামের শ্বেত-শুভ্র রূপকে কালিমালিপ্ত করার যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে আল্লামা যহীর গবেষণালব্ধ বই-পত্র লিখে বিশ্বের কাছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন। এসব পথভ্রষ্ট ফিরকার আক্বীদা-বিশ্বাস তাদের লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে শক্তিশালী দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি সেগুলো এমনভাবে খণ্ডন করতেন যে, তারা তা মুকাবিলা করার দুঃসাহস দেখাত না। তাঁর বই-পুস্তক পড়ে এসব ফিরকার অনেকেই তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

'খতীবে মিল্লাত' 'খতীবে কওম' রূপে অভিহিত আল্লামা যহীর ছিলেন সময়ের সেরা বাগ্মী। তাঁর অগ্নিঝরা বক্তৃতা হকপিয়াসীদের মনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রদীপ প্রজ্বলিত করত, আর বাতিলপন্থীদের বুকে থরথর কম্পন সৃষ্টি করত। তাঁর বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জের কাছে বিদ'আতী, কবরপূজারী ও পথভ্রষ্ট ফিরকার লোকজন ছিল অসহায়-নিরুপায়। আল্লাহ্র পথে দাওয়াতে অন্তঃপ্রাণ এই বিরল আহলেহাদীছ প্রতিভা খ্যাতির শীর্ষে দেদীপ্যমান থাকা অবস্থায় কুচক্রীদের বোমার আঘাতে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ দপ করে নিভে যান। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে ঠাঁই দিয়ে সম্মানিত করুন! আমীন!!

১৬৫. *www. wikipedia. org.*

কবিতা

কুরবানী

আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

বাপ বেটা পথ হাঁটে
ওরা যাবে মিনা মাঠে
বেটা বাপ খুশী কত
বেটা হবে কুরবানী
বাপ দেবে কুরবানী।
হাত পা বেটার ছাঁদে
বাপ চোখে পটি বাঁধে
বেটাকে উপুড় করে
বাপ হাতে ছুরি ধরে
বাপ দিল কুরবানী
বেটা হ'ল কুরবানী।
বাপ দেখে চোখ মেলে
পাশেই দাঁড়িয়ে ছেলে
দুম্বাটা তড়পায়
বেটা ছিল যে জায়গায়
বাপ দেয় কুরবানী
বেটা হয় কুরবানী।
কি সেই বেটার নাম
কিবা বাপের নাম
বলা চাই ঠিক তামাম
বেটা ইসমাঈল
হ'ল যে কুরবানী
বাপ ইবরাহীম
দিলেন যিনি কুরবানী!

***

কিসের ঈদ করব বল

মাহফূযুর রহমান আকন্দ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এখন আর কিসের ঈদ করব বল
যখন ছাগলের রামরাজ্য বনে যায়
সিংহচারণ বন কিংবা সূর্যস্নাত পাহাড়
আকাশের সিঁড়ি ভেঙে মঙ্গল গ্রহে আরোহন করে
চামচিকে- বুনোবাদুর কিংবা উটপাখি
তখন আর কিসের ঈদ আছে বল!
যখন গলিত লাশের শুকনো কান্নায় শকুনের পিছু ফেরা
সোমালিয়া বসনিয়া কাশ্মীর ইরাক কিংবা আফগানে
সম্ভ্রম হারানোর বেদনায় নির্বাক সুরুজ্জান আরাকানী
ইয়োমা চূড়ায় পুলিশে খুবলে খায়
কিশোরী মদীনার নিষ্পাপ দেহ
তখন আর কিসের ঈদ করব বল!
যখন সদ্য কেনা পাঞ্জাবি টুপি কিংবা আতরেও ছুঁচোর গন্ধ ভাসে
যখন সবুজ ঘাসের ডগা কিংবা
গোলাপ ছোঁয়া বাতাসেও দেখি বারুদ আর বারুদ
যখন কান্নার পরতে পরতে ওড়ে হাযার আব্দুল্লাহ্র লাশ
তখন আর কিসের ঈদ আছে বল!

***

কেন অবশেষে?

মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আজ অখণ্ড অবসর
হয়তো তাসবীহ হাতে
বসে আছ এক ধ্যানে
মুছল্লার পর।
ইষ্ট নাম জপার ফাঁকে
হয়তো মনে পড়ছে তাকে
অন্যায়ভাবে যে জনের
ভেঙ্গেছিলে ঘর।
অর্থের মোহে পাগল প্রায়
ভুলেছিলে ন্যায়-অন্যায়
পদের ভারে কাঁপিয়েছিলে
আপন কিবা পর।
উর্দি ছিল সাহায্যকারীর
মনন ছিল না ব্রতচারীর
তাইতো মাননি নিয়মের ধার
অর্থে ভরেছ কর।
ন্যায় বিচারের আসনটি ধরে
লোভে চাপে পড়েছিলে যে দূরে
বিচারের বাণী কাঁদিছে বসি
হাসিছে শক্তিধর।
নির্বাচনে লাইসেন্স পেয়ে
রিলিফের মাল ফেলেছ খেয়ে
ছিন্ন বস্ত্রের জীর্ণ কায়াও
জাগায়নি অন্তর।
আজ পদও নেই বলও নেই,
প্রিয়জনও বলে 'দুত্তোরি ছাই'
এখন চোখের জলে ভাসছে বুক
হৃদয়ে বিঁধছে শর।

***

ঈদের খুশী

আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

খুশীতে কেউ উল্লাসিত আজকে ঈদের দিন,
দুঃখে তাদের জীবন ভরা যারা দীন-হীন।
কোরমা পোলাও খেয়ে কেউ যাচ্ছে ঈদের মাঠে,
নাইকো খাবার ঘরে কারো ঈদের দিন বটে।
নতুন জুতা নতুন জামা নতুন কারো টুপি
নগ্ন গায়ে চলছে কেউ আল্লাহ্র নাম জপি।
আল্লাহ্র প্রেমে প্রেমিক যারা আজকে তারা খুশী,
যতই থাকুক দুঃখ তাদের তবু মুখে হাসি।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। মুসাইলামা ও সাজাহ।
২। তুরস্কের সুলতান প্রথম মুরাদ।
৩। হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)।
৪। আবু কুহাফা।
৫। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। তারা মাছ ২। শামুক ৩। টুয়াটারা
৪। ক্যাটল ফিস ৫। ক্যাঙ্গারু র‍্যাট।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। ইমাম বুখারী (রহঃ) কার শাসনামলে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২। বুখারা কিসের জন্য বিখ্যাত?
৩। হাদীছের চিকিৎসক কাকে বলা হয়?
৪। ইমাম বুখারী (রহঃ) বাল্যকালে কতগুলো হাদীছ মুখস্থ করেন?
৫। ইমাম বুখারী (রহঃ) কতজন মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। আকাশ থেকে পড়ল ফল,
ফলের মধ্যে শুধুই জল।
২। চোখে চোখে রাখে মোরে পুরুষ-রমণী
সবার শেষে আছেন মোর জননী।
৩। দুই অক্ষরে নাম তার বৃহৎ এক গাছ
অক্ষর দু'টি উল্টে দিলে তাতে পুতি চারা গাছ।
৪। উড়িতে ঝনঝন পড়িতে রাও,
সুন্দর কন্যা রাঙা পাও।
৫। লাল টিকটিক কাশিয়ার মুড়া,
বাপ থাকিতে বেটা বুড়া?

সংগ্রহে : গোলাম কিবরিয়া
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

রামাযান মাসে অনুষ্ঠিত 'সোনামণি'র প্রশিক্ষণ সমূহ :

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'সোনামণি'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ মাসে যে সকল যেলাতে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- **১৫ আগষ্ট সোমবার :** সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী; বড়গাছি, পবা, রাজশাহী; **১৯ আগষ্ট শুক্রবার :** হাবাশপুর, বাঘা, রাজশাহী; **২০ আগষ্ট শনিবার :** বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ; **২২ আগষ্ট সোমবার :** ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ; **২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার :** বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী; **২৪ আগষ্ট বুধবার :** আলাইপুর মহাজনপাড়া ও গাবতলী পাড়া, বাঘা, রাজশাহী; **২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার :** হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী; বাঁশবাড়িয়া, নাটোর; **২৭ আগষ্ট শনিবার :** পুরোহিত, নওগাঁ; **৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার :** রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান, সাবেক সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, রাজশাহী যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুখতার হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর 'সোনামণি' রজনীগন্ধা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান প্রমুখ।

ঈদ

জাদীদা
জাগির হোসেন একাডেমী, পাবনা।

ছোট্ট করে বাবাকে ডেকে
বলছে নাফীসা মণি,
ঈদের জন্য নতুন জামা
দাওনা বাবা আনি!
আনবে আমার লাল জামা
আনবে মায়ের শাড়ি,
নইলে এবার দু'জন মিলে
ছাড়বো তোমার বাড়ি।
কোরমা পোলাও মজা করে
খাবে ঈদের দিন,
সেই খুশিতে নাফীসা মণি
নাচে তা-ধিন ধিন,
হঠাৎ করে মাঝ রাতে ভেঙ্গে গেল নিদ
উচ্চ স্বরে বলছে নাফীসা
আজকে সবার ঈদ।

***

আমার সোনার দেশ

মোসাঃ সানজিদা খাতুন
পলাশী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

শ্যামলিমা দিয়ে ঘেরা
আমার সোনার দেশ
আমার দেশের রূপের বাহার
নেইতো তাহার শেষ।
আমার দেশের নদ-নদীতে
পাল তোলা নাও চলে
পাখ-পাখালি তরুলতা
সেই রূপের কথা বলে।
সকাল হ'তেই সূর্যি মামা
আলো ছড়িয়ে হাসে
রাত নিশিতে চাঁদ মামা
ঐ আকাশে ভাসে।
আমার দেশের মত সুন্দর
দেশ আর কোথাও নাই
তাইতো এ দেশকে আমি
ভালবাসি সদাই।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফর

বহুল প্রত্যাশিত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি হয়নি

মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরে ঢাকা-দিল্লী ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সমন্বিত রূপরেখা চুক্তি বা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সই হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি সই করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা এবং বিরোধমূলক যেসব ইস্যু রয়েছে তার সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টে। দু'দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষিসহ সার্বিক সহযোগিতার ভিত্তি কী হবে তা নির্ধারিত হবে এ চুক্তির মাধ্যমে। তবে বাংলাদেশের বহুল প্রত্যাশিত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি সই হয়নি। এরই জের ধরে সই হয়নি ফেনী নদীর পানিবণ্টন চুক্তি এবং পিছিয়ে গেছে ট্রানজিটের ব্যাপারে সম্মতিপত্র চুক্তিও। ফলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সফর ঘিরে দেখা প্রত্যাশার সব আলো ম্লান হয়ে যায় হতাশার কালো ছায়ায়। একটি চুক্তি, একটি প্রটোকল ও ৮টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ও ৭৪-এ সই হওয়া স্থলসীমান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রটোকল ছাড়া যে ৮টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে নেপালে পণ্য পরিবহনে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে সহযোগিতা, সুন্দরবন সুরক্ষা, সুন্দরবনের বাঘ সুরক্ষা; মৎস্যসম্পদ খাতে সহযোগিতা, বিটিভি ও দূরদর্শনের সহযোগিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা এবং বিজিএমইএ ও নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশনের সহযোগিতা। ভারতের বাজারে ৪৬টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং তিন বিঘা করিডোরের গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে করিডোর গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। মনমোহন সিংয়ের সফর শেষে প্রকাশিত হয়েছে ৬৫ দফার এক যৌথ বিবৃতি। যৌথ বিবৃতিতে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলোর সমাধানসহ যত দ্রুত সম্ভব তিস্তার পানিবণ্টন, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে রেল, সড়ক ও নৌপথে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা দ্রুত করা, বন্দী বিনিময় চুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে একমত হয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারত। গত ৬ সেপ্টেম্বর বেলা পৌনে ১২-টায় দু'দিনের সরকারী সফরে সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তার সফরসঙ্গী ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালথানওয়ালা, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসএম কৃষ্ণা, জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা শিবশংকর মেননসহ পদস্থ কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকসহ মোট ১৩৭ জন। সফর শেষে ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-টা ১০ মিনিটে তারা ঢাকা ত্যাগ করেন।

তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি না হওয়ার নেপথ্য কারণ : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসায় মনমোহনের সফরে বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি হয়নি। ফলে মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফর ম্লান হয়ে গেছে। মমতার ভাষ্য অনুযায়ী, খসড়া চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জানায়নি। খসড়ায় বাংলাদেশকে যে পরিমাণ পানি দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে, তাতে বঞ্চিত হবে পশ্চিমবঙ্গ। তাই তিনি এ চুক্তির পক্ষে নন। জানা গেছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নাকি মমতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তিস্তার পানির ৭৫ ভাগ পাবে পশ্চিমবঙ্গ। অবশিষ্ট ২৫ ভাগ পাবে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ ৫০ ভাগ পানি পাওয়া নিয়ে আলোচনার পর ৪৮ ভাগ পানি দিতে রাজি হয় ভারত সরকার। সে মোতাবেক চুক্তির খসড়াও তৈরি হয়। কিন্তু মমতা ২৫ ভাগের বেশি পানি দিতে রাজি না হওয়ায় এ চুক্তি স্থগিত হয়। এজন্য মমতা ঢাকা সফরে আসার কথা থাকলেও আসেননি। তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে রাজি করাতে ও মান ভাঙাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের দূত হয়ে গত ১৬ সেপ্টেম্বর মমতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন দেশটির কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অম্বিকা সোনি। কূটনৈতিকদের মতে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে আশা করছিল তাদের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে ট্রানজিট চুক্তি ঘোষণা হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ট্রানজিটের পরিবর্তে জানায়, আঞ্চলিক যোগাযোগ (কানেকটিভিটি) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ ও ভারত সম্মত আছে, এমন একটি সম্মতিপত্র (লেটার অফ এক্সচেঞ্জ) স্বাক্ষর বিনিময় হবে। যার পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে ভারত সরকার তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি সই করতে বাংলাদেশের কাছে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে পরবর্তী ১০-১৫ বছরের পানি প্রবাহের উপাত্ত চেয়েছে ভারত। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম কমিশনার-১ (গঙ্গা) যৌথ নদী কমিশনের সদস্য (জেআরসি) মীর সাজ্জাদ হোসেনকে এ ব্যাপারে চিঠি লেখেন। এর ফলে তিস্তার পানিবণ্টন বিলম্বিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। এদিকে তিস্তা চুক্তি নিয়ে মমতা তাড়াহুড়া করতে চাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের পরেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, আগে যে ২৫ শতাংশ পানি বাংলাদেশকে দেবার ব্যাপারে তার সম্মতি ছিল এখন সেটাও দেয়া সম্ভব নয়। গত ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা এমন খবরই দিয়েছে।

বাংলাদেশের পণ্যের ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা : বাংলাদেশের ৪৬টি পণ্য শুল্কমুক্তভাবে ভারতের বাজারে প্রবেশের সুবিধার বিষয়টি ভালভাবে নিচ্ছে না ভারতের বস্ত্রপণ্য প্রস্তুতকারকেরা। তাদের পক্ষ থেকে এ চুক্তির বিরোধিতা করে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

ছিটমহলবাসীর প্রতিক্রিয়া : ভারতের সাথে কৃত চুক্তি অনুযায়ী তিন বিঘা করিডোর ২৪ ঘণ্টা খোলার কথা থাকলেও অন্য ছিটমহলগুলো কবে নাগাদ বিনিময় হবে তার সুনির্দিষ্ট সময় চুক্তিতে উল্লেখ না থাকায় ছিটমহলবাসীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং অনশন সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। অন্যদিকে তিন বিঘা করিডোরের অধিবাসীরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েছে।

জয়পুরহাটের কালাইয়ে ২০০ অভাবী লোকের কিডনি বিক্রি; নেপথ্যে দারিদ্র্যমুক্তি ও এনজিওর ঋণ

দেশে কিডনি বিক্রির এক ভয়ংকর সংবাদ পাওয়া গেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের যেলা জয়পুরহাটের কালাইয়ের ১৮ গ্রামের দুই শতাধিক দরিদ্র মানুষ নিজেদের কিডনি বিক্রি করেছেন বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে। এমনকি কালাই উপযেলার কয়েকটি গ্রামে স্ত্রীর

কিডনি বিক্রির জন্যও কেউ কেউ একাধিক বিয়ে পর্যন্ত করেছেন। ২০০৬ সাল থেকে অদ্যাবধি গত পাঁচ বছরে এই বিপুল কিডনি বিক্রির ঘটনা ঘটেছে। কিডনি বিক্রিকারী অধিকাংশ নারী-পুরুষই দালালচক্রের দেখানো বড় অংকের নগদ টাকার প্রলোভন আর বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) ঋণের চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিডনি বিক্রি করেছেন। জয়পুরহাট যেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির ১৫ সেপ্টেম্বর জমা দেয়া প্রতিবেদনেও এনজিও ও দাদন ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধকে কিডনি বিক্রির অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটা অংকের অর্থের লোভ দেখিয়ে কিডনি নিলেও ভুক্তভোগীদের কেউই ঠিকমতো টাকা পাননি। সিংহভাগ টাকাই হাতিয়ে নিয়েছে সংঘবদ্ধ দালালচক্র।

গত ২৯ আগষ্ট ঐ দালালচক্রের তিন সদস্য গোলাম মোস্তফা, আব্দুস সাত্তার ও করীম ওরফে ফোরকানকে এবং পরবর্তীতে চক্রের প্রধান তারেক আযীম ওরফে বাবুল চৌধুরী (৪৭), সাইফুল ইসলাম দাউদ, নাফিয মাহমূদ (৩১), মাহমূদুর রহমান সুজন ওরফে মাহমূদ (৩২) প্রমুখকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উল্লিখিত তারেক ঢাকায় থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। আর স্থানীয়ভাবে সব দেখাশোনা করত উপযেলার বহুতি গ্রামের আব্দুস সাত্তারসহ কয়েকজন। এসব দালালরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নগদ টাকার লোভ দেখিয়ে অভাবী মানুষদের কিডনি বিক্রিতে রাজি করাত। কিডনি কেনাবেচা চক্রের প্রধান তারেকের দেয়া তথ্য মতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড, বারডেম ও কিডনি ফাউণ্ডেশনে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এসব হাসপাতালের অনেকেই কিডনি চক্রের সাথে জড়িত আছে। তার মতে, প্রতিটি কিডনি বিক্রিতে দালালদের ২৫ থেকে ৫০ হাযার টাকা দেয়া হয়। আর কিডনি ব্যবসায়ী পায় ১ লাখ ৭০ হাযার থেকে চার লাখ টাকা। অথচ যার শরীর থেকে কিডনি নেয়া হল তাকে দেয়া হয় নামমাত্র মূল্য। অনেক সময় ১৫/২০ হাযার টাকা দিয়েও তাদের বিদায় করা হয়।

বিদেশে কিডনি পাচার : গত ১৫ সেপ্টেম্বর পুলিশের হাতে ধৃত 'এশিয়া কলম্বিয়া' নামে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নাফিয মাহমূদ রাজধানীর পান্থপথের এই প্রতিষ্ঠানে বসে বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কিডনি কেনাবেচা করত। কিডনি ক্রেতা ও বিক্রেতার পাসপোর্ট, ভিসাসহ সব ব্যবস্থা করে দিত এই নাফিয।

জাতীয় তদন্ত কমিটি গঠনে হাইকোর্টের নির্দেশ : কিডনি-বাণিজ্য তদন্তে জাতীয় কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত ১৯ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যসচিবের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিটি গঠনের পর ১৫ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্ত সাপেক্ষে অবৈধভাবে কিডনি প্রতিস্থাপনে জড়িত চিকিৎসকদের সনদ বাতিলের ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিলকে (বিএমডিসি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে প্রশাসন কিডনি বিক্রি করে দেওয়া প্রতারিত অভাবীদের এনজিওদের ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্ত এবং পুনর্বাসন করবে বলে জয়পুরহাট যেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস গত ১৩ সেপ্টেম্বর এক সভায় জানিয়েছেন। তাছাড়া প্রতারিতদের আইনী সহায়তা দেবে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হল বাংলাদেশ

রাজধানীসহ দেশের বেশির ভাগ এলাকা গত ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যা ছয়টা ৪০ মিনিটে তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল। এর কিছুক্ষণ পর আরেকবার ভূকম্পন অনুভূত হয়। তবে শেষটির প্রভাব রংপুরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশের সিকিম ও নেপাল সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায়। ভূগর্ভের ২০ দশমিক ৭ কিলোমিটার গভীর ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮। প্রায় ১০০ সেকেন্ড স্থায়ী ভূমিকম্পটি সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও সহ দেশের উত্তরাঞ্চলে। রাজধানীর আবহাওয়া বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের দূরত্ব ছিল ৪৯৫ কিলোমিটার ও সিকিম থেকে ৬৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূমিকম্পে লালমণিরহাটের পাটগ্রামে জ্ঞান হারিয়ে আবদার হোসেন (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

টিপাইমুখের পর এবার সারী নদীর উজানে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাচ্ছে ভারত; সিলেটে পড়বে বিরূপ প্রভাব

ভারতের মণিপুর রাজ্যে বরাক উপত্যকায় টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ কাজ চালানোর পাশাপাশি এবার মেঘালয় রাজ্যের মাইন্ডু নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে আরেকটি পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মাইণ্ডু নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সিলেটের জৈন্তাপুরের সারী নদীর উজানে মেঘালয় রাজ্যে মাইন্ডু নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণের ফলে সিলেট অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও কৃষিকাজে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা করা হচ্ছে। জানা গেছে, ভারতের মাইন্ডু নদী মেঘালয় পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে সিলেটের জৈন্তাপুরের লালাখাল এলাকা দিয়ে সারী নাম ধারণ করে বাংলাদেশে ঢুকেছে। নদীটি সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও সদর উপযেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জের ছাতকে এসে সুরমা নদীতে মিলিত হয়েছে। দালানকোঠা বা বিভিন্ন অবকাঠামোর কাঁচামাল হিসাবে সারী নদীর বালুর বিশেষ সুনাম রয়েছে দেশব্যাপী। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, এ বাঁধের কারণে সারী নদী মরে যাবে। এ নদীর জলজ সম্পদ নষ্টের পাশাপাশি সারী বালুমহালও ধ্বংস হয়ে যাবে।

জীবন দিয়ে এনজিওর কিস্তির ঋণ পরিশোধ করল শিউলী

সংসারে একটু স্বচ্ছলতার জন্য 'আশা' ও 'আত্মবিশ্বাস' নামক দু'টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলেন গৃহবধূ শিউলী। কিন্তু স্বামীর কোন কাজ না থাকা, বাড়িতে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য এনজিওকর্মীদের বারবার ধরনা, অকথ্য গালাগালি-লজ্জা থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে ট্রেনের নীচে নিজের জীবন দিয়ে এনজিওর কিস্তি পরিশোধ করেছেন শিউলী। গত ৮ সেপ্টেম্বর হৃদয়বিদারক এ ঘটনা ঘটেছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপযেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। জানা গেছে, উপযেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের লাল্টু মণ্ডলের স্ত্রী শিউলী। লাল্টু স্থানীয় পান হাটে কাজ করেন। সংসারে একটু স্বচ্ছলতা আনতে লাল্টু-শিউলী দম্পতি 'আশা' এনজিও থেকে ২০ হাযার ও 'আত্মবিশ্বাস' থেকে ১০ হাযার টাকা ঋণ নেন। প্রথমে তারা ঠিকমতো কিস্তিও পরিশোধ করছিল, কিন্তু হঠাৎ লাল্টুর কাজ চলে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে এই দম্পতি। ঘটনার দিন এনজিও কর্মকর্তারা কিস্তির টাকার জন্য শিউলীদের বাড়িতে গিয়ে গালাগালি করতে থাকে। তখন শিউলী কিস্তি আদায়কারীকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে টাকার জন্য বাইরে বের হন। সকাল ১০-টার দিকে আলমডাঙ্গা উপযেলার মুন্সীগঞ্জ স্টেশনের অদূরে খুলনা থেকে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন শিউলী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয়জনে একজন দরিদ্র

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয়জনে প্রায় একজন লোক দরিদ্র। গত বছর (২০১০) দেশটিতে নতুন করে ২১ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে এসেছে। মার্কিন আদমশুমারী ব্যুরো গত ১৪ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে একথা জানিয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০১০ সালের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি ৬২ লাখে। যা মোট জনসংখ্যার ১৫ দশমিক এক শতাংশ। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ। আদমশুমারী ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিসপ্যানিক আমেরিকানদের মধ্যে দরিদ্রতা সবচেয়ে বেশি। এ হার যথাক্রমে ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ ও ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ। অঙ্গরাজ্যের দিক থেকে মিসিসিপিতে সবচেয়ে বেশি ২২ দশমিক ৭ শতাংশ দরিদ্র মানুষ বাস করে। আর সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ বাস করে নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে।

মার্কিন প্রতিবেদন

ভারতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহ আকারে ছড়াচ্ছে

ভারতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেশটির স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস (সিআরএস)-এর ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ৯৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতে হিন্দুবাদী বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠন দেশটির অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে বিশেষ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদকেরা ভারতের সাম্প্রতিক বোমা হামলার সঙ্গে হিন্দুবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস, শিবসেনা, বিজেপি ও সাবেক সেনা অফিসারদের যোগসূত্র খুঁজে পান। প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে দু'টি বোমা হামলায় সাতজন নিহত হয়। এলাকাটিতে হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। বছর শেষে ঐ হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে পুলিশ হিন্দু সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর সাতজনকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে দেশটির সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ও বিজেপির একজন নারীকর্মী ছিল। প্রসঙ্গত, ২০১০-এর শেষের দিকে হিন্দু চরমপন্থী স্বামী অসীমানন্দ বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। এর আগে সন্ত্রাসী হামলার জন্য ঢালাওভাবে ইসলামপন্থীদের দায়ী করা হত।

চীনে বছরে ৩ লাখ লোকের আত্মহত্যা; প্রতি দুই মিনিটে একজন

'চাইনিজ সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' (সিডিসি) প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি দুই মিনিটে দেশটিতে একজন লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আর বছরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ২০ লাখ মানুষ। এদের মধ্যে অধিকাংশ বেঁচে গেলেও বছরে তিন লাখ লোক আত্মহত্যাজনিত কারণে মারা যায়। চীনে বছরে যত লোক মারা যায়, আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু তার ৩ দশমিক ৬ ভাগ। আর আত্মহত্যার কারণটি মানুষ মারা যাওয়ার পাঁচ নম্বর কারণ। ফলে দেশটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যাকারী দেশ। গবেষণায় দেখা গেছে, ৭৫ ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে গ্রামাঞ্চলে। আর পুরুষের চেয়ে মহিলাদের আত্মহত্যার প্রবণতা ২৫ ভাগ বেশি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় আত্মহত্যার হার দশ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে : এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কোরীয় উপদ্বীপের শিল্পোন্নত দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় দশ বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। হিসাব মতে দেখা গেছে, ২০০৯ সালে দেশটিতে ৪০ জনেরও বেশি লোক আত্মহত্যা করেছে। এক দশক আগের তুলনায় এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি এবং ১৯৮৯ সালের তুলনায় তা পাঁচগুণ। বিশ্বের বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম।

অর্থনৈতিক সংকটে ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর এক হাযার সদস্য ছাঁটাই হচ্ছে

ব্রিটেনে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রাথমিকভাবে দেশটির রাজকীয় বিমান বাহিনীর এক হাযার সদস্যকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এ সময় একইসংখ্যক সেনা সদস্যকেও ছাঁটাই করা হবে। এছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে বিমান, সেনা ও নৌবাহিনীর ১১ হাযার সদস্য ছাঁটাই হবে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার দেশটির ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ বাজেট ঘাটতির মুখে পড়েছে। এ কারণে কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতি নিতে বাধ্য হয়েছে ডেভিড ক্যামেরনের সরকার। এরই আওতায় দেশটিতে কয়েক লাখ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি প্রায় তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি পেল বাংলা

ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার বাংলাকে সেখানকার দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। বাংলার সঙ্গে আরো ১১টি ভাষা এ মর্যাদা পেয়েছে। ভারতের কোন রাজ্যে এই প্রথমবারের মতো একসঙ্গে ১২টি ভাষাকে দ্বিতীয় 'রাজ্যভাষা' করা হ'ল। ২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর বিহার থেকে আলাদা করে ঝাড়খণ্ডকে নতুন রাজ্য ঘোষণার পর থেকেই বাংলাকে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা করার দাবী ওঠে। ৪ সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় বিল পাশের মাধ্যমে স্থানীয় বাঙ্গালীদের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হ'ল।

কঠোর আইন বলবৎ

প্যারিসের রাস্তায় জুম'আর ছালাত আদায়ে বাধা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাস্তায় জুম'আর ছালাত আদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন বলবৎ করেছে সে দেশের সরকার। এর ফলে শুক্রবার হাযার হাযার মুছল্লী জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারেননি। মসজিদের ভেতরে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বহু মানুষ রাস্তায় জুম'আর ছালাত আদায় করে থাকেন। নতুন এ আইন কার্যকর করার পর ফরাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, রাস্তায় ছালাত আদায় করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ব্যবস্থার উপর সরাসরি আঘাত। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির নেতৃত্বাধীন উগ্র ডানপন্থী দল ক্ষমতায় আসার পর ফ্রান্সে জুম'আর ছালাত ও বোরক্বার মতো বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে। চলতি বছরই ফরাসী সরকার সেদেশে মুখমণ্ডল ঢাকা বোরক্বা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আরো উল্লেখ্য যে, ফ্রান্স হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দেশটিতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মুসলমান এবং এ সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ।

মুসলিম জাহান

ইরাকে ৮ বছরে ৬ লাখ বেসামরিক লোক নিহত

ইরাকে পশ্চিমাদের সামরিক অভিযান শুরুর পর গত ৮ বছরে আত্মঘাতী হামলায় ১২ হাযারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। এ সময় আত্মঘাতী হামলায় আহত হয় ৩০ হাযারেরও বেশি মানুষ। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণাল 'ল্যানসেটে' প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০০৩ সালের ২০ মার্চ থেকে ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইরাকে মোট ১ লাখ ৮ হাযার ৬২৪ জন বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তাদের মধ্যে ১২ হাযার ২৮৪ জন ১ হাযার ৩টি আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয় বলে দাবী করা হয়েছে সমীক্ষায়। বাকীরা মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারিয়েছে বলে মনে করেন অভিজ্ঞ মহল। একই সময়ে আহত বেসামরিক ইরাকীর সংখ্যা এক লাখ ১৭ হাযার ১৬৫ জন। এর আগে ২০০৬ সালে ইরাকে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে অন্য একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে ল্যানসেট। যুদ্ধে ৬ লাখ বেসামরিক ইরাকী নিহত হয়েছে বলে সেখানে তথ্য প্রকাশ করা হয়।

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ৩৮ গণকবরে ২১৬৫ লাশের সন্ধান

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের তিনটি এলাকায় ৩৮টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশন' (সিএইচআরসি) গত তিন বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে এসব গণকবরের সন্ধান পেয়েছে। সিএইচআরসি জানিয়েছে, এসব গণকবরে ২ হাযার ১৬৫টি লাশ পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের মানবাধিকার গ্রুপগুলো দাবী করছে, আট হাযারের বেশি কাশ্মীরী যুবক নিখোঁজ রয়েছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। আশংকা করা হচ্ছে, এসব হতভাগ্যকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে গোপনে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার দাবীতে কাশ্মীরীরা গত ৩২ বছর ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন দাবী করেছে, এই সংগ্রামের কারণে এ পর্যন্ত এক লাখের বেশী কাশ্মীরী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। অসংখ্য নারী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধর্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি কাশ্মীরীদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাট লুট করা হয়েছে। অন্যদিকে হাযার হাযার কাশ্মীরী তরুণ ভারতের বিভিন্ন কারাগারে বিনা বিচারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

এদিকে এ সম্পর্কিত খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে লণ্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে'র তদন্তের আহ্বানের ভিত্তিতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার সংস্থা এবং পরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ব্যাপারটি আমলে নেয় এবং তদন্ত শুরু হয়। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৮টি স্থানে দুই হাযারেরও বেশি মানুষের গণকবরের অস্তিত্বের কথা গত ১৬ সেপ্টেম্বর স্বীকার করেছে। এ বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত তদন্ত শুরুর আহ্বান জানিয়েছে তারা। তাছাড়া প্রাপ্ত লাশগুলোর ডিএনএ পরীক্ষার সুপারিশ করেছে রাজ্য সরকার পরিচালিত মানবাধিকার কমিশন।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় এক দশকে ৩৫ হাযার মানুষ নিহত

পাকিস্তান বলেছে, তারা ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের দশম বর্ষপূর্তিতে পাকিস্তান একথা বলেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তান কথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হয় এবং গত এক দশকে পাকিস্তানের ৩৫ হাযার মানুষ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মায়ের মৃত্যুর ১০ সপ্তাহ পর শিশু ভূমিষ্ঠ!

মায়ের মৃত্যুর দশ সপ্তাহ পর পৃথিবীর আলো দেখল এক নবজাতক। অবশ্য এজন্য শিশুটির জন্ম পর্যন্ত মায়ের দাফন বিলম্বিত করতে হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের তাওয়াম হাসপাতালের একদল চিকিৎসক সার্জারির মাধ্যমে ঐ নবজাতককে জীবিত অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে বের করেন। জানা গেছে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে আমিরাতের নাগরিক অন্তঃসত্ত্বা ঐ মহিলাকে ক্লিনিক্যালি ডেড (মৃত) ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিকিৎসকেরা দেখতে পান তার জরায়ুতে থাকা ভ্রূণটি জীবিত রয়েছে। এ অবস্থায় শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। গর্ভের ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখতে মহিলাটিকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। কৃত্রিমভাবে সরবরাহ করা হয় রক্ত এবং অক্সিজেন। ভ্রূণটির বয়স ২৮ সপ্তাহ পূর্ণ হবার পর চিকিৎসকরা সার্জারির মাধ্যমে তাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেন। বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম।

মানব ডিম্বাণুর শুক্রাণু রহস্য উদঘাটন

মানব ডিম্বাণু কিভাবে একটি মানব শুক্রাণুকে গ্রহণ করে নিষেক ক্রিয়া শুরু করে, তার রহস্য বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হংকং ও তাইওয়ানের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক গবেষক দলের গবেষণায় এটি আবিস্কৃত হয়েছে। গবেষণাকালে গবেষক দল দেখতে পান, একটি নির্দিষ্ট ধরনের চিনির অণু মানব ডিম্বাণুর বহিরাবরণকে 'আঠালো' করে তোলে। আঠালো এ বহিরাবরণের সহায়তায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু পরস্পর মিলিত হয়। গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানব ডিম্বাণুর বহিরাবরণে প্রচুর সিয়ালাইল-লুইস-এক্স সিকোয়েন্স (এসএলইএক্স) নামের চিনির অণুর শিকল। এরপর বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের সংশ্লেষিত চিনির সঙ্গে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন এসএলইএক্স-ই ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুকে যুক্ত করে। এ আবিষ্কার ভবিষ্যতে সন্তানহীন দম্পতিকে সন্তান পেতে সাহায্য করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন গবেষকরা।

দুই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরা গ্রহ আবিষ্কার

আমাদের সৌরজগতের বাইরে দু'টি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরা একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' একথা জানিয়ে বলেছে, তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র কেপলার এটি চিহ্নিত করেছে। গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার ১৬বি। মহাশূন্যে কোন গ্রহের দুই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করার ঘটনা এটাই প্রথম। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২০০ আলোকবর্ষ। আলো সেকেন্ডে এক লাখ ৮৬ হাযার মাইল গতিতে চলে এক বছরে যতদূর যায়, তা এক আলোকবর্ষ। বিজ্ঞানীরা জানান, কেপলার ১৬বি গ্রহ যে দুটি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তা আমাদের সৌরজগতের সূর্যের চেয়ে ৬৯ ও ২০ শতাংশ ছোট। গ্রহটির ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ৭৩ ও মাইনাস ১০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি ২২৯ দিনে একবার তার দুই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য দুটি থেকে গ্রহটির গড় দূরত্ব ১০ কোটি ৪০ লাখ কিলোমিটার। দুটি সূর্য থাকায় এ গ্রহে সূর্যাস্তও দুবার হয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১১

মানব রচিত বিধান কখনো মানুষের জন্য শান্তি এনে দিতে পারে না

-কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিধারা কখনো কিছুটা স্তিমিত হয়েছে, কিন্তু এ আন্দোলন কখনো আল্লাহ্র রহমত থেকে মাহরূম হয়নি। একদিকে এ আন্দোলনের উপর বাধার পাহাড় আসলেও অপরদিক দিয়ে আল্লাহ্র রহমত নেমে এসেছে। ফলে এর গতি কখনো থেমে থাকেনি। এ আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন অপচেষ্টা চলেছে। কিন্তু তা সফল হয়নি। এ আন্দোলন কখনো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে না। কারণ এটা আল্লাহ্র রহমতপুষ্ট হক আন্দোলন। তিনি আরো বলেন, এ আন্দোলন জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এ আন্দোলনের আপোষহীন শ্লোগান হ'ল 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আর সেকারণেই সুবিধাবাদী ও বাতিলপন্থীরা এর বিরুদ্ধে সর্বদা হিংস্র অক্টোপাশের মত এগিয় আসবে। তার মোকাবিলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিখাদ কর্মীদেরকে দৃঢ় হিমাদ্রির মত মনোবল নিয়ে অটল থাকতে হবে। ঈমানী শক্তি যদি মযবূত থাকে, তাহ'লে বাতিলের সকল বাধা বালির বাধের মত ধ্বসে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন নামটিও কারু দেওয়া কল্পিত নাম নয়; বরং এটা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলনের কর্মীদেরকে জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনায় দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। কেননা দুনিয়ার প্রতি লোভ থাকলে জান্নাত থেকে মাহরূম হ'তে হবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন অহি-র আলোকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। শয়তান এ আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে বাধা দিবে। শয়তানকে পরাস্ত করে কর্মীদের যে কোন মূল্যে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তাহ'লে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ১ম দিন বাদ আছর সম্মেলন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর যেলা প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও মাওলানা আমজাদ খান (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (কুষ্টিয়া-পূর্ব), মুহাম্মাদ নাযির খান (কুষ্টিয়া-পশ্চিম), মাওলানা আব্দুল আযীয (কুড়িগ্রাম), গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), ডাঃ আওনুল মা'বূদ (গাইবান্ধা-পশ্চিম), মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (গাযীপুর), অধ্যাপক বযলুর রহমান (জামালপুর-দক্ষিণ), মাহফূযুর রহমান (জয়পুরহাট), মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ (টাঙ্গাইল), সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), মাওলানা খয়রাত হোসাইন (দিনাজপুর-পশ্চিম), আফযাল হোসাইন ও মাওলানা নো'মান (নওগাঁ), আব্দুর রহমান (নীলফামারী), মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন (নরসিংদী), মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা), আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন (পিরোজপুর), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (বগুড়া), সরদার আশরাফ হোসাইন (বাগেরহাট), মাওলানা মানছূরুর রহমান (মেহেরপুর), মাওলানা বযলুর রশীদ (যশোর), মাষ্টার খায়রুল আযাদ (রংপুর), ডাঃ ইদরীস আলী (রাজশাহী), মাওলানা শহীদুর রহমান (লালমণিরহাট), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ মুর্তযা (সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ।

দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড.এএসএম আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, একই প্রতিষ্ঠানের মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন (পাবনা) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। সম্মেলনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।-

১। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২। শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছদের কিতাব সমূহ পৃথকভাবে সিলেবাস ভুক্ত করতে হবে।

৩। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সূদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৪। স্বাধীন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫। অশ্লীল বইপত্র, সাহিত্য ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন বন্ধ করতে হবে।

৬। সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের পরিবর্তে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। অদ্যকার সম্মেলন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছবি টাঙ্গানো এবং শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৮। মহিলাদের হিজাব পরা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

৯। সরকারী অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি এবং দেশে ক্রমবর্ধমান মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা কঠোরভাবে বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে।

১০। সর্বস্তরে প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন জুম'আর পূর্বে কর্মী মানোন্নয়ন পরীক্ষা ২০১১-এ উত্তীর্ণ ৩০জন সাধারণ পরিষদ সদস্য ও ৩১জন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সহ নবগঠিত আমেলা ও শূরা সদস্যগণ এবং বিভিন্ন যেলা কর্মপরিষদের নব মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ এবং অন্যান্য কর্মীগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। 'আন্দোলন'-এর ২০১১-২০১৩ সেশনের 'মজলিসে আমেলা' ও মজলিসে শূরা নিম্নরূপ :

আমেলা সদস্যবৃন্দ :

১	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	আমীরে জামা'আত
২	অধ্যাপক নূরুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
৩	ড.এএসএম আযীযুল্লাহ	সাংগঠনিক সম্পাদক
৪	বাহারুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক
৫	ড. সাখাওয়াত হোসাইন	প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৬	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
৭	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
৮	গোলাম মোক্তাদির	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
৯	অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম	যুব বিষয়ক ও দফতর সম্পাদক

শূরা সদস্যবৃন্দ :

১০	অধ্যাপক ফারূক আহমাদ	নাটোর
১১	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা
১২	মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন	ঝিনাইদহ
১৩	মাওলানা ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা
১৪	আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	সাতক্ষীরা
১৫	মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া	কুষ্টিয়া
১৬	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	খুলনা
১৭	মাষ্টার মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক	রাজশাহী
১৮	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	বগুড়া
১৯	অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন	নরসিংদী
২০	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ	পিরোজপুর
২১	ডাঃ মুহাম্মাদ আওনুল মাবূদ	গাইবান্ধা
২২	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	গোপালগঞ্জ

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও রামাযানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা

(গত সংখ্যার পর)

জয়পুরহাট ৬ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কালাই থানাধীন রউফনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদ কমিটির অর্থ সম্পাদক জনাব মাহফূযুর রহমান। উল্লেখ্য যে, একই দিন সকাল ১০-টায় পার্শ্ববর্তী মূলগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব সাইফুল ইসলাম সহ যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ ইসলামী পরিবার গঠনে মা- বোনদের দায়িত্ব সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

সিরাজগঞ্জ ৬ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জগতগাতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুর্তযা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন।

বাগেরহাট ৬ আগস্ট শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিশে শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মালেক।

বগুড়া ৭ আগস্ট রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের সাবগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

মেহেরপুর ৯ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান।

জামালপুর-উত্তর ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ঢেঙ্গারগড় সুরের পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাসঊদুর রহমান।

রংপুর ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা সদরের কেল্লাবন্দ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল হাদী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজবাড়ী যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুনীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লাল মিয়া।

গাইবান্ধা-পূর্ব ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন বাদিনারপাড়া ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আহসান আলী প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রকীব।

গাযীপুর ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে যেলার মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাতেম আলী।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন মুশরীভুজা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

জামালপুর-দক্ষিণ ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় সেঙ্গুয়া পাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

লালমণিরহাট ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আযহার আলী রাজা। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে দহগ্রাম সহ যেলার পাটগ্রাম থানার ১১টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমামগণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আখতারুযযামান।

যশোর ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় শহরের ষষ্টীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও যশোর সরকারী এম. এম. কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রহমান।

রাজবাড়ী ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পাংশা থানাধীন বাহাদুরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি বেলাল হোসাইন ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম আব্দুল্লাহিল বাকী প্রমুখ।

ঝিনাইদহ ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদুর রহমান।

গাইবান্ধা-পূর্ব ১২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা সদরে অবস্থিত টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রকীব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রশীদ প্রমুখ।

দিনাজপুর-পূর্ব ১৩ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আবু বকর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ।

পঞ্চগড় ১৩ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ।

নরসিংদী ১৩ আগস্ট শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পাঁচদোনা বাজার মাদরাসা কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

কুমিল্লা ১৪ আগস্ট রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা জামীলুর রহমান ও সহ-সভাপতি জাফর ইকরাম।

দিনাজপুর-পশ্চিম ১৪ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার চিরির বন্দর থানাধীন জগন্নাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রায্যাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফসার আলী, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক খয়রাত হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছাদিকুর রহমান।

রংপুর ১৪ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ এশা হ'তে সাহারী পর্যন্ত হারাগাছ সতবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আব্দুর রহমান দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মাকছূদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, স্থানীয় মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল ওয়াদূদ বিন আবু তালেব, 'যুবসংঘ' মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসা শাখার সভাপতি ও একই মাদরাসার দাওরায়ে হাদীছের ছাত্র যুলকারনাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। সাহারী পর্যন্ত একটানা আলোচনা চলতে থাকে। উপস্থিত যুবক ও তরুণদের আগ্রহ ছিল বর্ণনাতীত। উপস্থিত সকলেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পিরোজপুর ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার শাহ আলম বাহাদুর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম।

নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ২০ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর হবিগঞ্জ হাইস্কুলে হবিগঞ্জ এলাকার উদ্যোগে মাহে রামাযানের তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট মুফতী মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরী।

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ২১ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর সাতকানিয়া মেরিনাগার্ডেন কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতকানিয়া শাখার উদ্যোগে 'রামাযানের গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম যেলা আন্দোলনের প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুর্তাযা আলী প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আমীরাবাদ ছুফিয়া আলিয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা এনামুল হক। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন আহলেহাদীছ, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাদ মাগরিব প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

ই.পি.জেড, চট্টগ্রাম মহানগরী ২২ আগস্ট সোমবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অদ্য বাদ আছর মহানগরীর ই.পি.জেড ব্যারিস্টার সুলতান আহমাদ কলেজ গেট সংলগ্ন রেশমী কমিউনিটি সেন্টারে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন জামে'আ ইসলামিয়া পটিয়ার ছাত্র নতুন আহলেহাদীছ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, যেলা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চার শতাধিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী ও সুধী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বাদ মাগরিব প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুদাসপুর, নাটোর ২২ আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন মহারাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাজী সেকান্দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. এএসএম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী।

লালপুর, নাটোর ২৬ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার লালপুর থানাধীন চৌষডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. এএসএম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

যুবসংঘ

দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী ৯ আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর দামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দামনাশ এলাকার উদ্যোগে 'রামাযানের গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ময়েযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এবং হাট-দামনাশ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাষ্টার নিযামুদ্দীন, গাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আহমাদ আলী, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয হাসীবুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁদমারী, পাবনা ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক জনাব সোহরাব হুসাইন প্রমুখ।

ডুমনী, ঢাকা ১৯ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ডুমনী এলাকার উদ্যোগে ডুমনী হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব' বিষয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আল-আসাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খান, সহ-সভাপতি রবীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ।

কলাতলি, নারায়ণগঞ্জ ৩০ আগস্ট মঙ্গলবার : বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলাতলি শাখার উদ্যোগে কলাতলি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছফিউল্লাহ খান, সহ-সভাপতি রবীউল ইসলাম, যেলা আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উক্ত মসজিদের ইমাম হাফেয ওয়াহীদুযযামান।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

গাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী, ৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর গাঙ্গোপাড়া ডিগ্রী কলেজে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে ২০১১ সালে এইচ এস সি ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ডাঃ মুহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, হাট-দামনাশ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার নিযামুদ্দীন, গাঙ্গোপাড়া আহলোহদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিঙ্গাপুরের জাতীয় মসজিদে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার অর্থ সম্পাদক কাওছার আহমাদ (কুমিল্লা), তাবলীগ সম্পাদক ইমদাদ বিন মুযযাম্মিল (গাইবান্ধা), মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ আল-জাহিদ (টাঙ্গাইল), মুহাম্মাদ হাবীব (টাঙ্গাইল) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ সুলতান (মুন্সিগঞ্জ) এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ) ও আব্দুল্লাহ আল-মানছুর (টাঙ্গাইল)। অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১০৩ জন কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী প্রাণবন্ত এই আলোচনা সভায় ৯ জন নতুন ভাই 'আহলেহাদীছ' হন। তারা হ'লেন ১. মুহাম্মাদ আল-মামূন (বাগেরহাট), ২. মুহাম্মাদ হাসান (টাঙ্গাইল), ৩. মুহাম্মাদ মুছতফা (ময়মনসিংহ), ৪. আযীমুদ্দীন (পাবনা), ৫. মুহাম্মাদ হাসান (খুলনা),

৬. মুহাম্মাদ রায়হান (গাযীপুর), ৭. আব্দুল আউয়াল (জামালপুর), ৮. নাজমুল হাসান (সাতক্ষীরা) ও ৯. মুহাম্মাদ রিয়াযুদ্দীন (কুষ্টিয়া)।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১): আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি বজ্রপাতে মারা যায় তাকে কবরস্থ করার পরপরই কবর পাকা করা হয় এবং উপরে ঢালাই দেওয়া হয়। কারণ এ ধরনের লাশ চুরি হয়ে যায়। এক্ষণে এর হুকুম জানতে চাই?

-হাফেয ওহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : মাটির নীচে ঢালাই দিয়ে কবর ঢেকে দিতে হবে। উপরে দেওয়াল দিয়ে উঁচু করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) কবর উঁচু করতে, পাকা করতে, তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে ও বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬-৯৭)*।

প্রশ্ন (২/২) : মৃত স্বামীর বীর্য সংরক্ষণ করে তা স্ত্রীর গর্ভে ধারণ করে বাচ্চা নিতে পারবে কি?

-নূর জাহান
কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তর : এটা শরী'আত সম্মত নয়। বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকলে অন্যত্র বিয়ে করবে।

প্রশ্ন (৩/৩) : আমি বিধবা মহিলা। আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করছি। কিন্তু আমার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি যাচ্ছে না। আর সেই সংগতিও নেই। আমার ননদ ও ননদের স্বামী হজ্জে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমি যেতে পারব কি?

-নূর জাহান
ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয নয়। যদি কোন মহিলার সঙ্গে মাহরাম না যায় তাহ'লে তার উপর হজ্জ বা সফর বৈধ নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ১৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : বিবাহ করা সুন্নাত না ফরয? অনেকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে। শরী'আতে এর অনুমোদন আছে কি?

-আল-আমীন
বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মানব বংশ রক্ষার জন্য এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। এটি নবীগণের সুন্নাত। বিবাহ করার জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৩; নূর ৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ এটা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না তার উপর ছিয়াম পালন করা কর্তব্য। কারণ এটা তার জন্য ঢালস্বরূপ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তবে যার অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তার উপর বিবাহ করা ফরয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৮/৬)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : কোন ব্যক্তি মসজিদ করে দিলে তার নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে কি? ঐ ব্যক্তি মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার রাখে কি?

-আব্দুর রহমান
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : কারো নামে নামকরণের শর্তে মসজিদ তৈরি করা জায়েয নয়। তবে তার মৃত্যুর পরে যদি মুছল্লীরা নামকরণ করে তবে জায়েয আছে। কোন গোত্র বা ব্যক্তির নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আল মু'জামুল মুফাহাররাস লি আলফাযিল হাদীছ ২য় খণ্ড/৪২৪)*। দাতা মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি যদি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হোন এবং নেককার মুছল্লীগণ যদি তাকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে তাতে শারঈ কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৩০০৮)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : ভাই-বোনে পৃথক পরিবার। তারা কি একত্রে কুরবানী দিতে পারবে?

-জাদীদা
গোবিন্দা, পাবনা।

উত্তর : প্রতিটি পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক কুরবানী দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭৮)*। সুতরাং ভাই-বোনে যেহেতু পৃথক পরিবার, সেহেতু তাদেরকে পৃথক ভাবে একটি করে কুরবানী দিতে হবে। একটি কুরবানী অর্থ একটি পশু। পশুর ভাগা নয়।

প্রশ্ন (৭/৭) : যারা সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে তারা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে ভারত থেকে বিভিন্ন মালামাল নিয়ে এসে ব্যবসা করে। এই ব্যবসা কি হালাল?

-বাবুল
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শরী'আতে চুরি নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৩৮)*। তাছাড়া ঘুষ একটি জঘন্য অপরাধ। এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ যেকোন কাজ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে লা'নত করেছেন *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। চোরাচালানীর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়, এমন সকল কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৮/৮) : মূসা (আঃ) যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ! আমি যত আপনার নিকটবর্তী হয়েছি আর কেউ কি এতো নিকটবর্তী

হতে পারবে। আল্লাহ বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত ইফতারের সময় এর চেয়েও বেশী নিকটবর্তী হবে। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-দিদার বক্স
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৯/৯): যারা মা'রেফতী আক্বীদায় বিশ্বাস করে, মাযার ও কবর পূজা করে, ছালাত ও ছিয়ামের ধার ধারে না তাদের জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি?

-মকসূদা পারভীন
চককানু, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মা'রেফতী আক্বীদা বলতে শরী'আতে ভিন্ন কোন আক্বীদা নেই। যারা ইসলামকে শরী'আত, মা'রেফত, তরীকত, হাকীকত ইত্যাদি বলে ভাগ করেছে তারা মনগড়া দ্বীনের তাবেদারী করে। অথচ আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন শুধু ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। মাযার ও কবরপূজা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা শিরক করে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করেছেন। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম *(মায়েদাহ ৭২)*। ইচ্ছা করে ছালাত ত্যাগ করা কুফরী কাজ *(মুসলিম হা/১৩৪)*। আর যারা ছালাত ছিয়ামের ধার ধারে না তারা ইসলাম থেকে দূরে। তাদের জানাযায় শরীক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যারা কুফরী অবস্থায় মারা যাবে আপনি তাদের জানাযা পড়াবেন না *(তওবা ৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০) : কুরআন ও হাদীছ দ্বারা কি কুরআনের আয়াত রহিত হয়? আবার হাদীছ দ্বারা হাদীছ রহিত হয় কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীরুয্যামান
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, টাঙ্গাইল।

উত্তর : শারী'আতের উৎস হিসাবে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ উভয়টিই আল্লাহ্র অহী *(নাজম ৩-৪)*। তাই উভয়টি দ্বারা উভয়টিকে আল্লাহ তা'আলা রহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি যখন কোন আয়াত রহিত করে দেই বা তা ভুলিয়ে দেই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মত কোন আয়াত আনয়ন করি *(বাক্বারাহ ১০৬)*। শরী'আতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন- মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দতের সময়কাল প্রথমে এক বছর ছিল *(বাক্বারাহ ২৪০)*। কিন্তু এই হুকুমকে রহিত করা হয়েছে চার মাস দশ দিনের বিধান নাযিল করে *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। তাছাড়া সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতের হুকুম সূরা নূরের ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। হাদীছের দ্বারা হাদীছও রহিত হয়। এর প্রমাণ রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে সে বিধানকে রহিত করে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। অমনিভাবে কুরবানীর গোশত প্রথমে তিন দিনের বেশী জমা রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে সে বিধান রহিত করে যতদিন ইচ্ছা জমা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয় *(মুসলিম হা/৯৭৭; আবুদাউদ হা/৩৬৯৮; নাসাঈ হা/৫৬৫২)*। আর কুরআন দ্বারা সুন্নাতের বিধানকে রহিত করণের উদাহরণ হচ্ছে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা। প্রথমে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় ছিল হাদীছ দ্বারা। যাকে রহিত করে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ এসেছে কুরআন দ্বারা *(বাক্বারাহ ১৪৪)*। জানা আবশ্যক যে, কুরআনের বহু আম বিধানকে হাদীছ দ্বারা খাছ করা হয়েছে। যেমন ছালাতের রাক'আত ও পদ্ধতি। যাকাতের নিছাব ও যাকাতের পরিমাণ, হজ্জের নিয়মাবলী ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১১/১১) : মাসিক 'আত-তাহরীকে' জুলাই ২০১০ এ ২৬নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বাজার মূল্যের চেয়ে কেউ যদি বেশী নেয় তাহলে যুলুম হবে। বর্তমান বাকীতে ক্রয়ের সময় বাজার দরের চেয়ে বেশী নেওয়া হচ্ছে। ১২০০/= জিনিস ১৫০০/= টাকা নিচ্ছে। এটা কি যুলুম না সূদ না ধোঁকা? এ ধরনের ব্যবসা কি জায়েয?

-আরশাদ
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আত-তাহরীকের উক্ত বক্তব্যই সঠিক। কারণ চলমান বাজার মূল্যের চেয়ে কেউ যদি বেশী নেয় তাহ'লে যুলুম হবে। তবে বাকীতে ক্রয়ের সময় বাজার দরের চেয়ে কম-বেশী করা যায়, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে নগদ ও বাকী মূল্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়। আর যদি মূল্য অস্পষ্ট থাকে তাহলে তা বৈধ হবে না *(তিরমিযী হা/১২৩১-এর ব্যাখ্যা, তুহফাতুল আহওয়াযী)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে ১ম বা ২য় রাক'আতে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর কেউ জামা'আতে শামিল হ'লে তার করণীয় কী? সে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে না সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?

-মুহাম্মাদ রামাযান আলী
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, টাঙ্গাইল।

উত্তর : সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। কারণ সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া ছালাত হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : মুহাম্মাদ (ছাঃ) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তা কোন্ সংবিধানের আলোকে পরিচালনা করতেন? সে সংবিধানের প্রথম বাক্য ছিল?

-আব্দুর রঊফ
ডাঙ্গাপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান ছিল কেবলমাত্র আল্লাহ্র অহী *(আন'আম ৫০)*। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। এ অহী ভিত্তিক সংবিধান দ্বারাই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। এর প্রথম বাক্য হচ্ছে, পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন *(আলাক্ব ১)*। আর সমাপ্তি ঘটে সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত দ্বারা।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : কোন রোগের কারণে গাছের শিকড় বা কোন গাছড়া মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুণীরুয্যামান
বুলারাটি, সাতক্ষীরা

উত্তর : মাদুলী হচ্ছে তাবীয। আর যেকোন ধরনের তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/২০৭২, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : কোন মহিলা কি কোর্টের মাধ্যমে তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারে? স্বামীর সাথে কারো মিলমিশ না হলে সে কিভাবে স্বামীকে পরিত্যাগ করবে?

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : কোর্ট বা সালিশের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারে। যাকে শরী'আতে 'খোলা' বলা হয়। মিলমিশ না হলে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে সমাধান করা উচিত *(নিসা ৩৫)*। তবে কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না *(আবুদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : জনৈক আলেম বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ছালাত আদায় করেছেন। একথা কি ঠিক? মহিলাদের জন্য ছালাতের পৃথক কোন নিয়ম আছে কি?

-মুহাম্মাদ হানীফ
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উক্ত কথা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত বিভিন্ন রকমের ছিল না। সমাজে যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক ছালাত চালু থাকার কারণে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পুরুষের নাভির নিচে হাত বাঁধা আর মহিলাদের বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদাইন না করা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া, নীরবে আমীন বলা ইত্যাদি মর্মে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবই যঈফ, জাল ও বানোয়াট। মহিলা আর পুরুষের ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এমর্মে কোন ছহীহ্ হাদীছও বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : ইমাম আবু হানীফা কি তাবেঈ ছিলেন? তিনি কতজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন? তিনি কি হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন? আমলের ক্ষেত্রে কুতুবুস সিত্তার চেয়ে ইমাম আবু হানীফার মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময় চারজন কনিষ্ঠ ছাহাবী জীবিত ছিলেন: বছরায় আনাস ইবনু মালেক, কূফায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী আওফা, মদীনায় সাহ্ল ইবনু সা'দ সা'য়েদী আর মক্কায় আবুত ত্বফাইল আমের ইবনু অয়েলা। আবু হানীফা (রহঃ) তাদের কাউকে দেখেছেন কি-না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) কূফায় গেলে আবু হানীফা তাকে দেখেছেন মর্মে কেউ কেউ দাবী করেছেন। কিন্তু হাফেয যাহাবী বলেন, একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি তাদের কোন একজন থেকে একটি অক্ষরও বর্ণনা করেছেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৪৮৮, ৬/৩৯০)*। সুতরাং তিনি তাবেঈ ছিলেন একথা বলার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : কোন ইমাম হাদীছ ছহীহ-যঈফ পৃথক করে যাননি। নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহ-যঈফ পৃথক করলেন কিভাবে? তাঁর এই তাহকীক কি গ্রহণযোগ্য?

-আব্দুল্লাহ নাঈম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নে বুঝা যাচ্ছে যে আলবানী (রহঃ)-এর গ্রন্থগুলো সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। এমনকি অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ সম্পর্কেও ধারণা নেই। কেননা শায়খ আলবানীর হাযার বছর পূর্বে জাল ও যঈফ হাদীছের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারা নির্ভরযোগ্য আর কারা নির্ভরযোগ্য নয় সে সম্পর্কেও বহু গ্রন্থ রয়েছে। শায়খ আলবানী শুধু সেগুলো বাছাই করে পেশ করেছেন। সুতরাং তার তাহকীক অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবে নবীগণ ছাড়া কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নন। তাই শায়খ আলবানীরও দু'একটি ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মূলকথা যঈফ ও জাল হাদীছের উপর আমলকারীদের বিপদ হয়ে যাওয়ায় তারা আলবানীকে সহ্য করতে পারছে না।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : অনেক এলাকায় দেখা যায়, মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো হয়। এটা কি জায়েয?

-শরীফুল ইসলাম
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো মসজিদের আদবের খেলাফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় মসজিদ সমূহ আল্লাহ্র ইবাদত সম্পাদনের জন্য ... *(জিন ১৮)*। দুনিয়াবী কাজে বা ব্যক্তি স্বার্থে মসজিদকে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২০/২০) : জনৈক বক্তা বলেন, ওয়াক্তিয়া মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয়। উক্ত কথার পক্ষে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব
গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : অন্য মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে পাঁচশত ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩; মিশকাত হা/৭৫২)*। সুতরাং মসজিদ ছোট হোক আর বড় হোক একটির উপর অপরটির কোন প্রাধান্য নেই মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা ব্যতীত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩)*। তবে যে মসজিদে মুছল্লী যত বেশী হবে, সে জামা'আতে নেকী তত বেশী হবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : শিরক কী? এর পরিণাম কী? কী কী কাজ করলে শিরক হয়? সংক্ষেপে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

উত্তর : আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। সেটা একক স্রষ্টার মর্যাদার সাথে হোক, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদত সমূহের সাথে হোক। এমনটা মনে

করা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক, ধনদৌলত, সন্তানাদী, উপকার অপকারের ক্ষমতা রাখে। ইবাদতগুলোর মধ্য হতে কোন ইবাদত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দো'আ, মানত কুরবানী, ভালবাসা, ভয়ভীতি, ইত্যাদি অন্য কারো জন্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি বা অস্বীকৃতির মাধ্যমে শিরক করা। সমাজে বহু শিরকী কাজ চালু রয়েছে। যেমন মাযার ও কবরপূজা, মাযারে শিরনী দেয়া, কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া, কবরে চাদর চড়ানো, ফুল দেয়া, মানত করা, তাবীয লটকানো, গায়রুল্লার নামে যবহ করা ও কসম করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২২/২২) : জনৈক আলেম বলেন, সব হাদীছই তো রাসূলের। তা আবার ছহীহ বা যঈফ হয় কিভাবে?

-মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এরূপ কথা বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ যারা হাদীছ সংকলন করে গেছেন তারাই ছহীহ, যঈফ বা জাল ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন এবং এর কারণ চিহ্নিত করেছেন। আর এ বিষয়ে শত শত গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তাছাড়া একশ্রেণীর মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর নামে যে নতুন হাদীছ তৈরি করবে তা তিনিই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল *(বুখারী মিশকাত, হা/১৯৮)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : ছেলে ও মেয়ে পালিয়ে গিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোর্টের মাধ্যমে আজকাল যেভাবে বিবাহ করছে তা কি শরী'আত সম্মত? কিছুদিন পর তারা অভিভাবকদের সাথে আপোষ করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঘর-সংসার করে। এক্ষেত্রে তাদের পূর্বের বিবাহ কী বহাল থাকবে, না কি নতুন করে বিবাহ দিতে হবে?

-একরামুল হক
কোচাশহর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত নয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ওলী বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয় *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। অন্যত্র বলেন, যে মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সে বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল *(আহমাদ, তিরমিযী ও আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১)*। যেহেতু পূর্বের বিবাহ হয়নি, তাদেরকে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : জনৈক আলেম বলেন, ছোট বেলায় হাসান ও হুসাইন (রাঃ) জামার জন্য কাঁদতে থাকলে জিবরীল (আঃ) তাঁদের জন্য লাল ও সবুজ দুইটি জামা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-ফাহিমা আখতার
ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

উত্তর : বক্তব্যটি মিথ্যা ও বানাওয়াট ।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : বর্তমান নির্বাচনের মাধ্যমে যেভাবে নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে তা কি শরী'আত সম্মত? একজন সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আর একজন অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তির ভোটের মূল্য কি সমান? জ্ঞানের কোন মূল্যায়ন নেই কি?

-অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ নেতা নির্বাচন করা জ্ঞানী-গুণী মানুষের কাজ। প্রচলিত নির্বাচনের নিয়ম বিধর্মীদের দেয়া উপহার। আর এটা অবৈধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল, এতে একজন সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আর একজন অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তির ভোটের মূল্য সমান, যা কখনোই শরী'আত সমর্থন করে না। এতে জনগণের রায়কেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্র হুকুমই চূড়ান্ত' *(ইউসুফ ৪০; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তাদের বইপত্র পড়া যাবে কি? যেমন বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি?

-শফীকুল ইসলাম
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। তাই তা এখন পড়া যাবে না। একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাওরাত পড়তে লাগলে তিনি অত্যন্ত রেগে যান এবং বলেন, তোমরা কি বিভ্রান্ত হবে, যেভাবে ইহুদী-নাছারারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যদি আজ মূসা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তার কোন উপায় থাকতো না' *(আহমাদ হা/১৫১৫৬; মিশকাত হা/১৭৭)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : ঔষধ দিয়ে পোকা-মাকড়, পিঁপড়া, মাছি, তেলাপোকা মারা যাবে কি? অনেকে এগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ডা. শফীকুল ইসলাম খান
সদর হাসপাতাল, পাবনা।

উত্তর : যে কোন ক্ষতিকর জন্তুকে হত্যা করা বৈধ। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) পাঁচ ধরনের জন্তুকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯৮)*। ক্ষতিকর প্রাণীকে যেকোন পন্থায় মেরে ফেলা যেতে পারে। তবে আগুন দিয়ে পোড়ানো যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র *(আবুদাঊদ হা/২৬৭৩)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : অনেক গর্ভবতী মহিলা রাত্রে ঘর হতে বের হওয়ার সময় জিন-ভূতের আছর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতে আগুন, ম্যাচ কিংবা লোহা জাতীয় কোন জিনিষ নিয়ে বের হয়। এটা কি জায়েয?

-আব্দুস সাত্তার
স্বর্ণনিগৈড়, নরসিংদী।

উত্তর : এগুলো সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। এ ধরনের আকীদা রাখা শিরক। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আগুন, ম্যাচ বা লোহা কারো উপকার বা ক্ষতি করা করার ক্ষমতা রাখে না। জিন ভূতের আছর হতে রক্ষা পাওয়ার শারঈ পন্থা হল, দৈনন্দিন সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস, সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা ও বিভিন্ন আযকার নিয়মিত আমল করা। ইনশাআল্লাহ কোন জিন-ভুতের আছর হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১২৫ ও ২১৩২)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : পুত্র সন্তান না থাকায় জনৈক ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি তার পাঁচ কন্যা ও স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ কি সঠিক হয়েছে?

-গোলাম রহমান
বাটরা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত কাজ সঠিক হয়নি। কেননা কন্যার সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, তারা দুই তৃতীয়াংশের বেশী পাবে না। আর স্ত্রী পাবেন দু'আনা। বাকী অংশ আছাবাহ সূত্রে অন্যেরা পাবেন। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বণ্টন করা বৈধ নয়। কারণ ওয়ারিছরা মালিকের মৃত্যুর পূর্বে সম্পদের হকদার হয় না *(নিসা ১২)*। তাছাড়া পিতার আগে সন্তান মারা গেলে বন্টনের নিয়ম পাল্টে যাবে। আর মৃত্যু কার আগে আসবে সেটা কেউ জানে না *(লোকমান ৩৪)*। সুতরাং মৃত্যুর পর শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যার যতটুকু পাওনা, সে অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ারিছ নিজ নিজ হক বুঝে নিবে। আল্লাহ্র বন্টনে বিরোধিতা করলে তার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম *(নিসা ১৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : জিবরীল (আঃ) 'আদন' নামক জান্নাতের মধ্যে একজন হূরের হাসি দেখে এক হাযার বছর অজ্ঞান হয়েছিলেন। উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তহুরুযযামান
আলমডাঙ্গা কলেজ, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত কথা বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন ।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : পীর ধরা কি জায়েয? মানুষ কেন পীর ধরে? পীর ধরার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।

-সুজন
কোনাবাড়ি, কাশীনাথপুর, পাবনা।

উত্তর : পীর ধরা এবং মুরীদ হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ। এটি না ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে, না ছিল ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে। পরবর্তীকালে কিছু লোক অমুসলিমদের অনুকরণে নিজেরা পীর সেজে মূর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে বিনা পুঁজির ব্যবসা করছে। যদিও তাতে কোন মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং এই বিশাল ব্যবসায় কোন আয়করও দিতে হয় না।

মহান আল্লাহ তার 'অসীলা' অর্থাৎ নৈকট্য অন্বেষণ করতে বলেছেন *(মায়েদাহ ৩৫)*। এর অর্থ 'পীর' বা কোন মাধ্যম ধরা নয়। বরং এর অর্থ 'তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে' তাঁর নৈকট্য সন্ধান করা *(ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পীর ধরতে বলেননি। বরং তাঁর এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে বলেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : অনেকে ব্যবসার স্বার্থে বিভিন্ন আলেমের জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য ও বই-পুস্তক বিক্রি করে থাকে। এই ব্যবসার রূযী হালাল হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : শরী'আত যাকে হারাম করেছে, তার দ্বারা ব্যবসা করাও হারাম *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*। জেনে বুঝে জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য প্রচার করা এবং এসব বই বিক্রি করা অবৈধ। 'এর দ্বারা যত লোক অজ্ঞতা বশে পথভ্রষ্ট হবে, তত লোকের পাপের বোঝা ঐ ব্যক্তিকে বহন করতে হবে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার উপরে উক্ত পাপের বোঝা চাপানো হবে এবং যারা তার উপরে আমল করবে, তাদের সকলের পাপের বোঝা ঐ ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। যদিও তাদের কারু পাপ হ্রাস করা হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০)*। অতএব এজন্য লেখক, প্রকাশক, প্রচারক, বিক্রেতা ও আমলকারী সকলে দায়ী হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : রাসূল (ছাঃ) আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন। এক্ষণে কোন দলীলের আলোকে বাংলা ভাষায় খুৎবা দেওয়া যাবে?

-ইবরাহীম খলীল
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন এমনটি নয়; বরং তিনি মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন। আর তাঁর মাতৃভাষা ছিল আরবী। শ্রোতারাও যেহেতু আরবীভাষী ছিলেন, তাই তিনি মাতৃভাষা আরবীতে খুৎবা দিতেন। যেমন অন্যান্য নবীগণ দিতেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষা অনুযায়ী পাঠিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ্র বিধান সমূহ ব্যাখ্যা করে বুঝাবার জন্য' *(ইবরাহীম ৪)*। অতঃপর শেষনবীকে খাছ করে বলা হচ্ছে যে, 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' (কুরআন) নাযিল করেছি। যাতে আপনি লোকদের নিকট ঐসব বিষয় ব্যাখ্যা করে দেন, যা

তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ৪৪)*। হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেন যে, খুৎবার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যেত। গলার স্বর উঁচু হ'ত ও ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়অর করছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, অবস্থা অনুযায়ী এবং মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা দেওয়ার ব্যাপারে অত্র হাদীছটি হ'ল প্রথম দলীল' *(মির'আত ৪/৪৯৪-৯৫)*।

শেষনবী (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। তাই বিশ্বের সকল ভাষাভাষী তাঁর উম্মতকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় খুৎবা দানের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীছ ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। যা অবশ্য পালনীয়। নইলে খুৎবার উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মাতৃভাষায় খুৎবা দান' অনুচ্ছেদ ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৬)*। উল্লেখ্য যে, মূল খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে আরেকটি খুৎবা দেওয়া বিদ'আত।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) মাতা-পিতার মুখের দিকে তাকালে কবুল হজ্জের নেকী পাওয়া যায় মর্মে হাদীছটি নাকি জাল। কিন্তু কেন জাল তার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত বর্ণনায় কয়েকজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। নাহশাল ইবনু সাঈদ নামক ব্যক্তি একজন সুপরিচিত মিথ্যুক। মানছুর ইবনু জা'ফর ও হাসান ইবনু হারূণ নামেও দুই জন অপরিচিত রাবী আছে *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২৭৩; মিশকাত হা/৪৯৪৪)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুটি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭)* এবং 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' *(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : কোন মহিলা দুই দুই বার খোলার মাধ্যমে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর পর পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায়। এক্ষেত্রে তার করণীয় কী? তাকে কি নতুন করে বিবাহ করতে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিল্লুর রহমান
আল্লাহর দান, ষষ্টিতলা, যশোর।

উত্তর : খোলা অর্থ বিচ্ছেদ। এটি তালাক নয়। তাই খোলার মাধ্যমে যতবারই বিচ্ছেদ হোক না কেন স্ত্রী পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে। তবে এজন্য নতুনভাবে বিবাহ ও মোহর নির্ধারণ করতে হবে। কেননা খোলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় *(বাক্বারা ২২৯)*। আর খোলার পর স্ত্রীর জন্য এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন করা আবশ্যক *(আবুদাঊদ হা/২২২৯, তিরমিযী হা/১১৮৫, নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : সাত ভাগে কুরবানী দেয়ার পক্ষে অনেক আলেমকেই জোর প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। বিষয়টি কেন শরী'আত সম্মত হবে না- তা ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবুব
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

উত্তর : 'মুক্বীম' অবস্থায় ৭ ভাগে কুরবানী করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাই একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাত দ্বারা দু'টি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩ প্রভৃতি)*। কখনও তিনি দু'-এর অধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১০/৯ পৃঃ ৫৭; মিরা'আত হা/১৪৭৪, ২/৩৫৪ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, আলবানী-ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে বকরী কুরবানী করার প্রচলন ছিল *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৪৭)*।'

ভাগা কুরবানী : সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। নিম্নে দলীল সহ বর্ণিত হ'ল-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيرِ عَشَرَةً অর্থ : আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৬৯)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

'হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম' *(মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৬৩৬)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(মুসলিম হা/৩২৪৯)*।

(ঘ) উক্ত জাবির (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(মুসলিম হা/৩২৫২, নাসাঈ হা/৪৩৯৩, আবুদাউদ হা/২৮০৭)*। উলেখ্য যে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মে আরো হাদীছ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুক্বীম ও মুসাফির অবস্থায় কুরবানী করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভ্রান্তির কারণ : মুক্বীম অবস্থায় শুধু সাত জন মিলে নয়; বরং সাতটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করার প্রথা সমাজে চালু হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ জাবির (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি, যা শুধু আবুদাঊদে বর্ণিত হয়েছে। قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে ও একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে'। অথচ এই হাদীছটিও সফরে ভাগে কুরবানী করার সাথে সম্পৃক্ত। কারণ একই রাবী জাবির (রাঃ) থেকেই উপরোক্ত পরস্পর (খ, গ, ঘ নং) তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ অর্থাৎ সফরের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দলীলের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের রীতি। **দ্বিতীয়ত :** ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) উপরোক্ত খ ও ঘ নং ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দু'টি যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও ঐ একই অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অতএব বিভ্রান্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ১ম হিজরী সনে কুরবানীর বিধান চালু হওয়ার পর মুক্বীম অবস্থায় রাসূল (ছাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন বা ছাহাবীগণ ভাগে কুরবানী করেছেন মর্মে কোন ছহীহ, যঈফ হাদীছ বা আছার পাওয়া যায় না। তাই এ থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : সতীসাধ্বী স্ত্রী পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন দো'আ আছে কী?

-রুবেল ইসলাম
কামারপাড়া, মাগুরা।

উত্তর : এ মর্মে হাদীছে বিশেষ কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। তবে এজন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়গুলিতে যেমন রাতের শেষাংশ, সিজদার সময় বা আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন দো'আ পাঠ করা যায়। যেমন কুরআনে বর্ণিত দো'আ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী হবে' *(ফুরকান ৭৪; কাশ্শাফ, রাযী, শাওকানী)*। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন' *(আবু দাউদ ১৫১৯)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : মসজিদে প্রবেশকালে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা কি ঠিক? দলীলসহ জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : মসজিদে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও কেউ সালাম দিলে আঙ্গুলের ইশারায় তার জবাব দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১০১৩)*। তাছাড়া খালি মসজিদে প্রবেশকালেও সালাম দেওয়া যাবে। যেমন কোন মুসলমানের বাড়িতে প্রবেশকালে সালাম দিতে হয় *(নূর ২৭, ৬১)*, বাড়িতে কেউ থাক না থাক *(ইমাম নববী, কিতাবুল আযকার, ২৫৮ পৃঃ)*। তবে জামা'আত চলা অবস্থায় সালাম না দেওয়াই ভাল। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল কি? জনৈক আলেম বললেন যে, তাঁর কোন ছায়া ছিল না। একথা কতটুকু সত্য? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হতাম।

-আব্দুল হালীম
মালদ্বীপ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর ছায়া ছিল ছিল না– এই আক্বীদা পোষণ করে পথভ্রষ্ট কিছু লোক। তারা কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট কথাকে হাদীছ বলে চালিয়ে দিয়ে বলে যে, রাসূল (ছাঃ) ছিলেন নূরের তৈরী। আর নূরের কোন ছায়া থাকে না।

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আপনি বলুন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ'... *(কাহফ ১১০, হামীম সাজদাহ ৬, ইবরাহীম ১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, খৃষ্টানরা যেমন তাদের নবী ঈসা ইবনে মারয়ামের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত প্রশংসায় লিপ্ত হয়, আমার ব্যাপারে তেমন প্রশংসা থেকে তোমরা বেঁচে থাক। বরং বল, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : আমরা জানি চুলে কালো কলপ দেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ১০/১২ বছরের ছেলে-মেয়ের যদি জেনেটিক কারণে চুলে পাক ধরে তাহলে কি কালো কলপ দেয়া যাবে?

-ডা. মুছত্বফা
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুলে কালো কলপ লাগাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। যারা এটা করে তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*। কেননা এতে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয়। তাই উপরোল্লেখিত ক্ষেত্রেও কালো খিযাব লাগানো উচিৎ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মেহেদীর রং হল সর্বোত্তম খেযাব *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব জন্মগতভাবেই মাথায় সাদা চুলের অধিকারী ছিলেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম ৪৯ পৃঃ)*। এজন্য তার নাম ছিল শায়বাহ বা সাদাচুলের অধিকারী। সুতরাং জেনেটিক কারণে সাদাচুলের অধিকারী হওয়া দোষের কিছু নয়; বরং সামাজিকভাবে বিষয়টি সহজভাবে নেওয়াই কর্তব্য।

ব্যাখ্যা

আত-তাহরীক জুন '১১ সংখ্যার সংগঠন সংবাদ কলামে ৪৫ পৃষ্ঠার ১ম কলামের ১ম প্যারার মাঝামাঝি স্থানে বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মসজিদে মেহরাবের একদিকে 'আল্লাহ' অন্যদিকে 'মুহাম্মাদ' অথবা কেবল ক্বিবলার দিকে 'আল্লাহ' খচিত সুদৃশ্য টাইল্‌স লাগানো হচ্ছে। সামনে কা'বা ঘর বা মসজিদে নববীর ছবি, উপরে কালেমা ত্বাইয়েবার সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যোগ করে লিখে রাখা হয়েছে। এসবই স্পষ্ট শিরক'।

এর ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, আজকাল বিদ'আতী টাইল্‌স ব্যবসায়ীরা বড় করে 'আল্লাহ' লিখে ছোট করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং বড় করে 'মুহাম্মাদ' লিখে ছোট্ট করে 'রাসূলুল্লাহ' লিখে টাইল্‌স বানিয়ে বিক্রি করছে, যা মসজিদের মেহরাবের উপরে লাগানো হচ্ছে। এতে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' কেই বড় করে দেখানো হয়। যার মধ্যে স্পষ্ট শিরকী আক্বীদা বিরাজ করে। কেননা এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সমমর্যাদাসম্পন্ন দেখানো হয়। যা পথভ্রষ্ট ছূফীদের আক্বীদা। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমায়ে শাহাদাত হিসাবে গণ্য, যা শিরক নয়। তবে মসজিদে কোন কিছু না লেখাই হ'ল সুন্নাত। *-সম্পাদক*